NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ বৈচিত্রে ভরা কুমারিয়া গ্রামের পিতলের দুর্গা পুজো

ভাণ্ডারের টাকায় দশভূজার আহ্বান লক্ষ্মীদের ৫

কলকাতা ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ১০ আশ্বিন ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ১০৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 28.9.2023, Vol.17, Issue No. 109, 8 Pages, Price 3.00

মধ্যপ্রদেশে ধর্ষিত ১২ বছরের নাবালিকা

রক্তাক্ত, অর্ধনগ্ন অবস্থায় দেখেও মেলেনি সাহায্য

ভোপাল, ২৭ সেপ্টেম্বর: নির্মম, পৈশাচিক অত্যাচারের শিকার ১২ বছরের নাবালিকা। অভিযোগ, ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়। রক্তাক্ত শরীরটাকে টেনেহিঁচড়ে অসহায় ভাবে বালিকার ওই বাড়ি বাড়ি ঘোরার দৃশ্য বন্দি হয়েছে এলাকার সিসি ক্যামেরায়। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী থেকে ১৫ কিলোমিটার দূরত্বে।

সিসিটিভিতে দেখা গিয়েছে, অর্ধনগ্ন অবস্থায় এক বালিকা ঘুরছে। তার শরীরে রক্ত। অসহায় অবস্থায় সে একের পর এক বাড়িতে সাহায্য প্রার্থনা করছে। কিন্তু কেউ তার পাশে নেই। এমনকী, সাহায্য চাইতে গেলে ওই নাবালিকাকে দূর দূর করে তাঁর বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন এক ব্যক্তি। ওই ভাবে অসুস্থ শরীরটাকে বয়ে নিয়ে পাশের একটি আশ্রমে গিয়েছিল মেয়েটি। একাধিক প্রতিবেদনে প্রকাশ, ওই আশ্রমের কয়েক জন অসুস্থ নাবালিকাকে উদ্ধার করে তার শরীরে একটি তোয়ালে জড়িয়ে দেন। তড়িঘড়ি তাকে পার্শ্বস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে যান আশ্রমিকেরা। ডাক্তারি পরীক্ষার পর চিকিৎসকেরা জানান, ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতার শরীরের একাধিক অংশে গভীর ক্ষত রয়েছে। একাধিক অঙ্গ জখম হয়েছে তার। শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হওয়ায় পরে ইন্দোরের একটি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে মেয়েটিকে। আপাতত তার শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল। কিন্তু মেয়েটির নাম-পরিচয়, ঠিকানা কিছুই জানতে পারেনি পুলিশ। কথা বলার মতো অবস্থাতেও নেই মেয়েটি। কারা তার এই অবস্থা করেছে, সেটাও এখনও জানা সম্ভব হয়নি। তবে উজ্জয়িনীর পুলিশ সুপার শচিন শর্মা জানিয়েছেন, পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের খুঁজে বার করার জন্য একটি বিশেষ তদন্তকারী দলও (সিট) গঠন করা হয়েছে। তাঁর কথায়, 'মেয়েটি ঠিক ভাবে কিছুই বলতে পারছে না। তবে যেটুকু আন্দাজ করা যাচ্ছে, ওর বাড়ি উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজ কিংবা তার আশপাশে। আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।'

হোয়াটসঅ্যাপের নতুন ফিচারে আত্মপ্রকাশ মমতা-অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সম্প্রতি নতুন ফিচার এনেছে হোয়াটসঅ্যাপ। চালু হয়েছে চ্যানেল। এখন থেকে এই চ্যানেলের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট বার্তা পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে অনুগামীদের কাছে। নয়া ফিচার আনতেই সেখানে যোগ দিতে রীতিমতো হিড়িক পড়ে গিয়েছে দেশের খ্যাতনামা ব্যক্তিদের। বিনোদন দুনিয়া থেকে রাজনীতি, সব দুনিয়ার সেলিব্রিটিরাই এখানে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন। কয়েকদিন আগেই চ্যানেল খুলে ফেলেছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এবার খাতা খুলে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মপ্রকাশের কিছু ঘণ্টার মধ্যেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে মমতা, অভিষেক দুজনেরই এই নয়া ব্রডকাস্টিং চ্যানেল। বর্তমানে মমতার ফলোয়ার্সের সংখ্যা প্রায় ৫ হাজারের কাছাকাছি। সেখানে অভিষেকের ফলোয়ার্সের সংখ্যা সাড়ে ৪ হাজারের কাছাকাছি। তবে এদিকে ভারতের অন্যান্য সমস্ত তাবড় তাবড় রাজনীতিকদের পিছনে ফেলে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদি। চ্যানেল খোলার অল্প সময়ের মধ্যেই ফলোয়ার্সের সংখ্যা ৬৬ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে।

মোদির চ্যানেল থেকে রোজই তাঁর নিত্যনতুন আপডেট, রাজনৈতিক কর্মসূচি ছবি, খবর, ভিডিও শেয়ার করা হচ্ছে। প্রতিক্রিয়াও দিচ্ছেন হাজার

হাজার মানুষ। লোকসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগের ক্ষেত্রে রাজনীতিকদের কাছে হোয়াটসঅ্যাপের এই ফিচার বড় হাতিয়ার হতে চলেছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে কোমড় বেঁধে মাঠে নামতে চলেছে ঘাসফুল শিবির। ১০০ দিনের কাজ থেকে আবাস যোজনা, কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া আদেয়া লাগাতার সুর চড়িয়েছে মমতা-অভিষেক। ২ অক্টোবর গান্ধি জয়ন্তীর দিনে দিল্লি ধর্না কর্মসূচির ডাক দেওয়া হয়েছে। তারমধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলে মমতা-অভিষেকের আগমণ রাজ্যের পাশাপাশি গোটা দেশের মানুষের কাছে জনসংযোগ তৈরির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সহায়ক হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

চাকরিপ্রার্থীদের মিছিলে উত্তপ্ত দক্ষিণ কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: চাকরিপ্রার্থীদের মিছিলে বুধবার দুপুর থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ কলকাতা। বুধবার দুপুর ২টো নাগাদ কালীঘাটে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কাছে বিক্ষোভ দেখাতে জড়ো হন ২০০৯ সালের টেট উত্তীর্ণ দক্ষিণ ২৪ পরগনার চাকরিপ্রার্থীরা। রাস্তায় শুয়ে বিক্ষোভ দেখান তারা। এরপর হঠাৎ-ই হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিট ধরে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে আচমকা দৌড় দিতে দেখা যায় চাকরিপ্রার্থীদের। স্বাভাবিকভাবেই এমন ঘটনায় ঠিক তাল সামাল দিতে পারেননি কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা। পরে অবশ্য এঁদের আটক করা হয়। এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিস চত্বরে জড়ো হন গ্রুপ ডি-র চাকরিপ্রার্থীরা। এদিকে এদিনের এই মিছিলে যোগ দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচি। এদিকে আদালতের অনুমতির পরই গ্রুপ ডি-র চাকরিপ্রার্থীরা এদিন ক্যামাক স্ট্রিট ও থিয়েটার রোডের সংযোগস্থলে জড়ো হয়। সেখানে মিছিলে যোগ দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। আসেন কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচিও।

থিয়েটার রোড ও ক্যামাক স্ট্রিট রোডের সংযোগস্থল থেকে শুরু হয় মিছিল। প্রসঙ্গত, পূর্বতন বাম সরকারের আমলে ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। পরীক্ষাও হয়েছিল। কিন্তু এরপর তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় এসে সেই নিয়োগ বাতিল করে। ২০১৪ সালে নতুন করে ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। প্রত্যন্ত জেলাগুলির নিয়োগ হলেও দক্ষিণ ২৪ পরগনা নিয়োগ আটকে যায়।

আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, ২০১৪ সালের চাকরিপ্রার্থীদের প্যানেলই প্রকাশিত হয়নি। ১৩ বছর ধরে নিয়োগের আশায় বসে রয়েছেন তাঁরা। এদিন নিয়োগের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে জড়ো হয় তারা। বিক্ষোভকারীদের দাবি, 'এক যুগ পেরিয়ে গেলেও নিয়োগ মেলেনি। তাই মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলাম।'

এদিকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের দিকে আঙুল তুলে হুঁশিয়ারি দিতে দেখা যায় শুভেন্দু এবং কৌস্তভকে। স্বাভাবিকভাবে দুই ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী নেতার একই মিছিলে থাকা ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। যদিও কংগ্রেস নেতা কৌস্তভ বাগচির দাবি, 'মিছিলে কোনও দলের পতাকা নেই। এখানে মুখ্যমন্ত্রী এলেও তাঁর পাশে হাঁটতে কোনও অসুবিধা ছিল না।'

এদিনের এই মিছিল সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এই আন্দোলন অরাজনৈতিক আন্দোলন। আমি বিরোধী দলনেতা হিসাবে এসেছি। আন্দোলনকারীরা কাকে রাখবেন সেটা তাঁদের ব্যাপার।' এরপরই কার্যত কৌস্তভের প্রশংসা করে জানান, 'আমার রাজৈনিক মতাদর্শের বাইরে যে কয়েকটা লোক এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বের বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তার মধ্যে কৌস্তভ অন্যতম। এরা হাইকোর্টে যে লড়াই করে অনুমতি এনেছেন তাতে হাইকোর্টের একজন সফল আইনজীবী হিসাবে কৌস্তভেরও অবদান আছে। স্বাভাবিকভাবে যার আন্দোলনের দাবির প্রতি মমত্ববোধ থাকবে সেই এই মিছিলে আসতে পারে।'

মিছিলে হাঁটা নিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে খানিক একই মত কৌস্তভেরও। বলেন, 'এটা কোনও রাজনৈতিক দলের মিছিল নয়। বিজেপির মিছিল নয়। বিজেপির মিছিল হলে আমিও হাঁটতাম না, আর কংগ্রেসের মিছিল হলে শুভেন্দু অধিকারীও হাঁটতেন না। এখানে আমি আমার রাজনৈতিক সত্তার বাইরে আইনজীবী হিসাবে এসেছি। তাই বলছি অহেতুক জল্পনা করার কোনও মানে হয় না।'

৮৪১৯ পদে নিয়োগের নয়া প্যানেল বাতিল হাইকোর্টের

চাকরি হারাতে পারেন কয়েকশো কনস্টেবল

নিজস্ব প্রতিবেদন: পুলিশের চাকরির ইন্টারভিউয়ের আগেই কিছু পরীক্ষার্থীর হোয়াট্সঅ্যাপে পৌঁছেছিল গোপন খবর। কারা ইন্টারভিউ বোর্ডে থাকবেন, কারা প্রশ্ন করবেন, সেই তথ্য হোয়াটসঅ্যাপে সামনে আসে। মেধাতালিকা প্রকাশের পরেও দেখা যায় বেশ কিছু অনিয়ম রয়েছে। সেই অনিয়মের অভিযোগ এনে ৮৪১৯ জন পুলিশ কনস্টেবলের নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে ২০২২ এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতাহাই কোর্টের দ্বারস্থ হন পুলিশ কনস্টেবল পদের চাকরিপ্রার্থী সম্পদ মণ্ডল-সহ বেশ কিছু চাকরিপ্রার্থী।

কারণ, ২০২০ সালের ১৫ অক্টোবর সল্টলেকের অফিসে ৮৪১৯ জনের যে মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয় তাতে দেখা যায়, ওই তালিকায় স্থান পাননি মামলাকারীরা। এমনকী, প্রার্থীদের লিখিত এবং ইন্টারভিউয়ে প্রাপ্ত নম্বরেরও উল্লেখ ছিল না মেধাতালিকায়। সংরক্ষিত প্রার্থীদের জন্য কোনও তালিকা প্রকাশ করা হয়নি। অর্থাৎ সংরক্ষণ নীতিও মানা হয়নি মেধা তালিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে। এর পরে বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে চাকরিপ্রার্থীরা নিজেদের নম্বর ছাড়া আর কারও নম্বর দেখতে পাননি। ফলে কেউ নিজের নম্বর অন্যদের সঙ্গে তুলনা করতে পারেননি। যাঁদের নিয়োগ করা হয়েছে তাঁদের নম্বর সম্পর্কেও জানা যায়নি ওয়েবসাইট থেকে। এ ছাড়াও চাকরিপ্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট নম্বর দেখা

গেলেও বিষয়ভিত্তিক নম্বর বিভাজন ছিল না ওয়েবসাইটে। মামলাকারীরা তাই অভিযোগ করেন, সরকারি চাকরির নিয়োগে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে।

মামলাকারীরা এ-ও বলেন যে, কনস্টেবলের জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম ১৬৭ সেমির কম উচ্চতা রয়েছে, এমন অনেককেই চাকরি দেওয়া হয়েছে। নিয়োগে স্বজনপোষণ হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তাঁরা। বুধবার এই মামলার রায় ঘোষণা করল হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। রাজ্যের বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগকে মান্যতা না দিলেও আদালতের রায়ে কয়েকশো পুলিশ কনস্টেবলের চাকরি যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে শুরু হওয়া এই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় মোট দু'টি মেধাতালিকা প্রকাশ করা হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম মেধাতালিকাটি প্রকাশ করা হয় ২০২১ সালের ২৬ মার্চ। যা নিয়ে আপত্তি তুলেছিলেন মামলাকারীরা। পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের বিরুদ্ধে তারা মামলা করেন ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে। ট্রাইবুনাল পুলিশ কনস্টেবলদের নিয়োগ সংক্রান্ত ত্রুটি শুধরানোর নির্দেশ দিয়েছিল ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ রিক্রুটমেন্ট বোর্ডকে। এর পরেই প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় মেধা তালিকা। ২০২২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি সংরক্ষণের নিয়ম মেনে সেই তালিকা প্রকাশ করা হয়। নতুন করে চাকরিও পান অনেকে। কিন্তু বুধবার কলকাতা হাইকোর্ট এই দ্বিতীয় তালিকাটি খারিজ করে প্রথম তালিকাটিকেই মান্যতা দিয়েছে। একই সঙ্গে এ ব্যাপারে স্যাট বা স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনাল যে নির্দেশ দিয়েছিল, তা-ও খারিজ করে। এই প্রসঙ্গে বোর্ডের যুক্তি ছিল, নিয়োগে সংরক্ষণ নীতি মানা হয়েছে। কিন্তু যে সব সংরক্ষিত প্রার্থী সাধারণ প্রার্থীর সমতুল্য এবং বেশি নম্বর পাবেন মেধাতালিকায় তাঁদের সাধারণ প্রার্থী হিসাবেই গণ্য করা হবে। কিন্তু বোর্ডের ওই প্যানেল বাতিল করে দেয় স্যাট। তারা জানায়, সাধারণ এবং সংরক্ষিত প্রার্থীদের আলাদা ভাবে নতুন প্যানেল প্রকাশ করে নিয়োগ করতে হবে। এর পরে স্যাটের রায় মেনে কনস্টেবল পদে ক্যাটাগরি ভাগ করে চাকরি দেয় বোর্ড।

আলোচনার মাধ্যমেই করতে হবে স্থায়ী উপাচার্য নির্বাচন

জানাল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর: সিলেকশনের মাধ্যমে স্থায়ী উপাচার্য নির্বাচন করতে হবে। সার্চ কমিটির সদস্যরা আলোচনার মাধ্যমে উপাচার্য নির্বাচন করতে পারবেন। তবে সেক্ষেত্রে সার্চ কমিটির কাউকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়া যাবে না। বুধবার একথাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ জানায়, সার্চ কমিটি আলোচনার মাধ্যমেই স্থায়ী উপাচার্য নির্বাচন করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে সার্চ কমিটিতে থাকা কোনও পক্ষের মনোনীত বিশেষজ্ঞ বাড়তি গুরুত্ব পাবেন না। ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মতো বিশেষ বিষয়ের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে সুনির্দিষ্ট বিশেষজ্ঞ সার্চ কমিটিতে থাকেন তাই বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, শিক্ষাবিদ এবং আইনজ্ঞদের নামের তালিকা নতুন করে চাইল সুপ্রিম কোর্ট। ৪ অক্টোবরের মধ্যে যাবতীয় নথি জমা দিতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের পূর্ববর্তী নির্দেশ অনুযায়ী ইতিমধ্যেই ইউজিসি, রাজ্য শিক্ষা দপ্তর এবং রাজ্যপালের অফিস বিশেষজ্ঞদের নামের তালিকা জমা দিয়েছে। সার্চ কমিটি গঠনের জন্য রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন বিষয় পড়ানো হয়, উপাচার্য নিয়োগের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে কী নিয়মাবলী আছে এবং কোন আইনের পরিবর্তন হয়েছে তা তালিকাভুক্ত করে জমা দিতে বলল সুপ্রিম কোর্ট। রাজ্য সরকারের আনা বিলে রাজ্যপালের আপত্তি কেন তার নথি চাইল আদালত। ৬ অক্টোবর মামলার পরবর্তী শুনানি।

এশিয়ান গেমসের ৫০ মিটার রাইফেল থ্রি-পজিশনে সোনা জিতলেন ভারতের মেয়ে সিফট কৌর সাম্রা। দুরন্ত ফর্মে ছিলেন সিফট। ফাইনালেও সেই ফর্ম ধরে রাখলেন তিনি। শুধু সোনা জেতা নয়, বিশ্বরেকর্ডও করলেন তিনি।

আফস্পা ফিরছে মণিপুরে

ইম্ফল, ২৭ সেপ্টেম্বর: মণিপুরের পাহাড়ি এলাকাগুলিতে 'সশস্ত্র বাহিনীর বিশেষ ক্ষমতা আইন' বা আফস্পা-এর মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিল মণিপুর সরকার। ১ অক্টোবর থেকে পরবর্তী ছ'মাস এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে। তবে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে আফস্পা-তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে ইম্ফল উপত্যকার মেইতেই জনগোষ্ঠী প্রভাবিত ১৯টি থানা এলাকাকে। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজনৈতিক কারণেই বেছে বেছে কুকি-জো জনজাতি প্রভাবিত এলাকাগুলিতে আফস্পা বহাল রাখার এই সিদ্ধান্ত।

১ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজিরা দিলেন আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিকেল ৫ টার মধ্যে আদালতে হাজির হতে বলা হয়েছিল আইনমন্ত্রী মলয় ঘটককে। তাও আবার ১ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে আইনমন্ত্রীকে আদালতে হাজিরার নির্দেশ দিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। নির্দেশ পেয়েই আর দেরি করেননি আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক। নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই তিনি পৌঁছে যান আদালতে। নিম্ন আদালতের বিচারকের বদলির ফাইল কেন আটকে আছে, তা জানতেই আইনমন্ত্রীকে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয় বলে আদালত সূত্রে খবর। এরপরই এজলাসে উপস্থিত হয়ে বিচারপতির প্রশ্নের উত্তরও দেন মন্ত্রী।

এদিকে আদালত সূত্রে এ খবরও মেলে যে, এদিন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক আদালতে হাজির হতেই বিচারপতি তাঁকে বলেন, 'ভুল বুঝবেন না। আপনার হাসি মুখ দেখতেই ডেকেছি।' পাশাপাশি আদালত সূত্রে খবর, এদিন মন্ত্রী উপস্থিত হওয়ার পর বিচারপতি তাঁকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, 'আপনার আদালতে আপনাকে ওয়েলকাম। আপনার কাছে অর্পণ চট্টোপাধ্যায় সংক্রান্ত একটি ফাইল পড়ে আছে। ওটা ছেড়ে দিন।' এ কথা শুনে মলয় ঘটক বলেন, 'দিল্লি যাচ্ছি। ফিরে এসে ফাইল ছেড়ে দেব।' দিল্লি যাওয়ার কথা শুনে বিচারপতি এ প্রশ্নও করেন, কে ডেকেছে? ইডি কিনা। উত্তরে মন্ত্রী জানান, 'একটা রাজনৈতিক কাজেই যাচ্ছি।'

প্রসঙ্গত, বিচারকের বদলির ফাইল আইনমন্ত্রী কাছে

বিচারপতির তলব

অগস্ট মাস থেকে পড়ে রয়েছে বলে বিচারপতিকে জানিয়েছিলেন জুডিশিয়াল সেক্রেটারি। কেন এতদিন ধরে পড়ে রয়েছে, ফাইল তা জানতেই তলব করা হয়েছিল মন্ত্রীকে। বিচারপতি প্রশ্ন করলে মলয় ঘটক বলেন, 'আমি অসুস্থ ছিলাম, তাই কাজ বাকি ছিল। ৬ অক্টোবরের মধ্যে কাজ শেষ করে দিচ্ছি।'

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়ের বদলি হওয়ার কথা থাকলেও, কেন তা হয়নি সেই প্রশ্নই এদিন তুলেছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এরপরই ৪ অক্টোবরের মধ্যে বদলির নির্দেশ দেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়।

ইরাকের বিয়েবাড়িতে ভয়াবহ আগুনে মৃত অন্তত ১০০

বাগদাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর: বিয়েবাড়ির আনন্দ বদলে গেল বিষাদে। ইরাকের একটি বিয়েবাড়িতে আগুন লেগে মৃত্যু হয়েছে অন্তত ১০০ জনের। গুরুতর আহত অন্তত ১৫০ জন অতিথি। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই অনুমান। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, প্রচুর দাহ্যবস্তু মজুত ছিল বিয়েবাড়িতে। কিন্তু আগুন নেভানোর যথাযথ ব্যবস্থা ছিল না। সেখান থেকেই বিপত্তি।

ইরাকের উত্তরে হামদানিয়া শহরের একটি হলে বিয়ের আসর বসেছিল। প্রচুর অতিথিদের উপস্থিতির মধ্যেই হঠাৎ বিয়েবাড়িতে আগুন ধরে যায়। উদ্ধারকাজ শুরু হওয়ার পরে প্রাথমিকভাবে জানা যায়, অন্তত ১০০ জনের মৃত্যু হয়েছে

এই মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আরও ১৫০ জন। তবে ইরাকের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মুখপাত্র জানিয়েছেন, এটা একেবারেই প্রাথমিক পরিসংখ্যান। হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলেই আশঙ্কা।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে বলা হয়, ওই বিয়েবাড়ির সাজসজ্জায় বেশ কিছু দাহ্য পদার্থ ব্যবহার করা হয়েছিল। তাছাড়া বিয়েবাড়িতে আগুন নেভানোর ব্যবস্থাতেও গলদ ছিল। তাই আগুন ধরার পর হু হু করে গোটা বিয়েবাড়িতেই ছড়িয়ে পড়ে। সেই সময়েই আগুনের দাপটে ভেঙে পড়ে হলের সিলিং। অবস্থা সামাল দেওয়ার আগেই বহু মানুষ অগ্নিদগ্ধ হন। আরও জানা গিয়েছে, বিয়েবাড়ির মধ্যেই সম্ভবত আতসবাজি পোড়ানো হচ্ছিল। সেখান থেকেই আগুন ধরে গিয়েছে গোটা হলেই।

ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর আহতদের উদ্ধার করতে প্রচুর অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানো হয় ঘটনাস্থলে। রক্তদান করতেও হাসপাতালে পৌঁছন অনেকেই। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বিয়েবাড়ির হল থেকে বহু মৃতদেহ বের করেছেন উদ্ধারকারীরা। যদিও সরকারিভাবে এখনও এই ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা প্রকাশ করা হয়নি।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ২১/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৬৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Manirul Islam ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Mansur Ali Molla ও M. Molla সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৫৭৩৩ নং এফিডেভিট বলে Barun Kumar Pal S/o. Mahadev Pal ও B. K. Pal S/o. Mahadev Pal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৫৩৮৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Asima Banerjee (old name) W/o. Basudeb Banerjee at Uttar Gorosthan, Chinsurah, Hooghly-712101, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Ashima Banerjee (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Asima Banerjee & Ashima Banerjee W/o. Basudeb Banerjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৬/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৮৬৬ নং এফিডেভিট বলে Bikash Adhikary S/o. Basanta Adhikary ও Bikash Ch Adhikary S/o. B. Adhikary & Bikash Adhikary S/o. Basanta Adhikari সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২৭/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৫৩৬৭ নং এফিডেভিট বলে Sandip Pal S/o. Krishnachandra Pal ও Sandip Paul S/o. K. Ch. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ২১/০৬/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ৯৮৩৭ নং এফিডেভিট বলে Sujit Kumar Haldar S/o. Lakshmi Narayan Haldar ও Sujit Kr. Halder S/o. L. N. Halder সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD ARSHAD SOLANKI S/O Mohammed Ayub Solanki resident of 1/ 1C, Ekbalpore Road, Kolkata - 700023, WB hereby declare vide affidavit filed in the court of Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated 18.09.2023 that my father's actual and correct name is MOHAMMED AYUB SOLANKI which is recorded in my Aadhar card No 2307 82581264. but inadvertently his name was recorded as Md. Ayub in my education certificate vide document no. C/0009642. I want rectification in the certificate. MOHAMMAD ARSHAD SOLANKI S/O MOHAMMED AYUB SOLANKI and MOHAMMAD ARSHAD SOLANKI S/O MD. AYUB is the same and one identical person.

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল সাইফুল ইসলাম এবং মহিউল ইসলাম তারা তাদের দুটি দলিল একটি সাফ কোবালা নং ৫০৫২/১৯৭৫, অশোক নগর থানার অধীনে মৌজা- হিজলিয়া, জে.এল নং ৬৭, খতিয়ান নং ৭২১ (মহিউল) এবং ১০১৮ (সাইফুল) দাগ নং ১৬৯৬ এবং অন্যটি পিঠ দলিল নং ৪৩৬৬/১৯৭৩ উপরি বর্ণিত সাফ কোবালার সাথে সম্পর্কিত। গত ২৯.০৮.২০২৩ তারিখে হারিয়েছে অশোক নগর থানার ডাইরি করা হয়েছে যাহার নং জি ডি ই ১৮৮৬ তাং ৩০.০৮.২০২৩।
কোন সহৃদয় ব্যক্তি উক্ত দলিল গুলি পেয়ে থাকলে ফেরৎ দিয়া বাধিত করিবেন।
RABINDRA NATH DEY, Advocate
Barasat judge court
E.No-WB7591995

E-TENDER

E- Tender invited by The Prodhan, Palsunda-II Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity), Bareya, Nadia. **NIT- 06(2023-24), Dated - 26.09.2023.** Last date of submission **04.10.2023 up to 2p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Palsunda-II Gram
Panchayat.

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা
অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল-adconnexon@gmail.com

হুগলি
মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।
জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া
টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮
রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।
সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।
অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।
সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর
আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২
শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬
মানসী অ্যাড এজেন্সি, শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭

পশ্চিম মেদিনীপুর
মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা,
ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১
মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬

মুর্শিদাবাদ
পি' অ্যাডস্ সলিউশন, অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।

বীরভূম
সংবাদ সারাদিন, মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।
মিডিয়া হাউস, প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।
লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন, প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।

পুরুলিয়া
অরিজিৎ সেন, চকবাজার, কাপড়গলি, বনমালি সেন লেন, পুরুলিয়া-৭২৩১০১, মোঃ ৯৮৫১১৯৮১৬০।

হাওড়া
ঋদ্ধি সিদ্ধি, বিজয় কুমার শ, রঞ্জিত জেরক্স, ৭, ঋষি বঙ্কিম চন্দ্র রোড, বিল্ডিং, হাওয়া কোর্ট, স্টল নং ০৭, হাওখা-৭১১১০১, ফোন- ৯৩৩০৬৬৯৫১৮

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৮ সেপ্টেম্বর। বৃহস্পতি বার। ১০ ই আশ্বিন। চতুর্দশী তিথি। জন্মে কুম্ভ রাশি, অষ্টত্তরী রাহুর মহাদশা, বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা, মৃতে দ্বীপাদ দোষ।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চণ্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে - সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন - ভেবেছিলেন কি ? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি - জমা - কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন ।পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক - মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো ।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে - তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন - তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান - সুবর্ণ সুযোগ ।আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে - বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি । কালিমন্ত্র জপে শান্তি

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি ? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

রাজ্য সরকারের ধাঁচে এবার 'দুর্গা ভারত সম্মান' দেবেন রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজভবনে পিস রুম, রাজ্য সরকারকে এড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ- সমান্তরাল প্রশাসন চালনোর কোনও প্রচেষ্টাই ছাড়ছেন না সিভি আনন্দ বোস। এবার রাজ্য সরকারের ধাঁচে 'পুজো-পুরস্কার' চালু করলেন রাজ্যপাল। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত বিশ্ববাংলা সম্মানের অনুকরণে চালু হচ্ছে 'দুর্গা ভারত সম্মান'। বুধবার, রাজভবনের তরফে একটি বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, 'দুর্গা ভারত সম্মান' নামে দুর্গাপুজোয় বিশেষ সম্মান দেবেন রাজ্যপাল। শুধু বাংলা নয়, এই সম্মান পেতে পারেন দেশের যে কোনও রাজ্যের কৃতীরা। এই বিষয়ে মনোনয়ন চেয়েছে রাজভবন।

বাংলার সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো। বিশ্বের দরবারে এটি স্বীকৃতি পেয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব সময়ই দুর্গোৎসবের মূল পৃষ্ঠপোষক। এই পুজোয় বিশ্ববাংলা সম্মান দেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। এবার তাঁকে অনুকরণ করে দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে সম্মান ঘোষণা করলেন রাজ্যপাল বোস। শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান থেকে শুরু করে গবেষণা, তথ্য-প্রযুক্তি, সমাজসেবা, বাণিজ্য, চিকিৎসা, যেকোনও ধরনের শিল্প এবং আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রের কৃতীরা এই পুরস্কারের পেতে পারেন।

বাংলার দুর্গাপুজোকে উদ্যাপন করতে ক্লাবগুলিকে অনুদান দেন মুখ্যমন্ত্রী। আন্তর্জাতিক মানের কার্নিভালের আয়োজন করা হয়। বাংলার পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে এটিকে তুলে ধরে রাজ্য সরকার। নির্বাচিত দুর্গাপুজো কমিটিগুলিকে দেওয়া হয় বিশ্ব বাংলা সম্মান। এবার সেই চটিতে পা গলাতে চাইছে রাজভবন। বুধবার পুরস্কারের বিশদ জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করা হয়েছে। একটি ইমেল আইডি-ও দেওয়া হয়েছে যেখানে ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে কৃতীদের নাম-সহ মনোনয়ন জমা দিতে হবে।
email
DurgaBharatAwards@gmail.com

৩ ভাগে বিভক্ত 'দুর্গাভারত' সম্মান-
১। দুর্গাভারত পরম সম্মান পুরস্কার মূল্য ১ লক্ষ টাকা
২। দুর্গা ভারত সম্মান পুরস্কার মূল্য ৫০ হাজার টাকা
৩। দুর্গা ভারত পুরস্কার পুরস্কার মূল্য ২৫ হাজার টাকা

কারা পেতেন পারেন সম্মান-
১. শিল্প- সংগীত, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ফটোগ্রাফি, সিনেমা, থিয়েটার, উপজাতীয় শিল্পকলা, লোকশিল্প, শিল্পের অন্যান্য ধারা, ইত্যাদি।
২. সামাজিক কাজ- সমাজ সেবা, দাতব্য সেবা, সমাজিক প্রকল্পে অবদান ইত্যাদি
৩. পাবলিক অ্যাফেয়ার্স- আইন, জনজীবন ইত্যাদি ।
৪. বিজ্ঞান ও কারিগরি- স্পেস ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউক্লিয়ার সায়েন্স তথ্যপ্রযুক্তি, গবেষণা ও বিজ্ঞানের উন্নয়ন এবং সহযোগী বিষয় ইত্যাদি।
৫. বাণিজ্য ও শিল্প- ব্যাংকিং, অর্থনৈতিক কার্যকলাপ, ব্যবস্থাপনা, পর্যটনের প্রচার, ব্যবসা ইত্যাদি।
৬. চিকিৎসা শাস্ত্র- চিকিৎসা গবেষণা, আয়ুর্বেদ, হোমিওপ্যাথি, সিদ্ধা, অ্যালোপ্যাথি, প্রাকৃতিক চিকিৎসা ইত্যাদি।
৭. সাহিত্য ও শিক্ষা- সাংবাদিকতা, শিক্ষকতা, বই লেখা, সাহিত্য, কবিতা, শিক্ষার প্রচার, সাক্ষরতা প্রচার, শিক্ষা সংস্কার।
৮. সিভিল সার্ভিস- সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা প্রশাসনে উৎকর্ষতা ।
৯. ক্রীড়া- জনপ্রিয় খেলাধুলা, অ্যাথলেটিক্স, অ্যাডভেঞ্চার, পর্বতারোহণ, খেলাধুলার প্রচার, যোগ ইত্যাদি ।
১০. উপরে উল্লেখিত নয় কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির প্রচার, মানব সুরক্ষা, বন্যজীবন সুরক্ষা/সংরক্ষণ ইত্যাদি।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতে তৎপর রাজ্য

নিজস্ব প্রতিবেদন: ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে পনেরো দফা কৌশল নিয়েছে রাজ্য সরকার। মানুষের সচেতনতার ঘাটতির পাশাপশি ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্তের অন্যতম কারণ হিসেবে পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের অভাব বলেই ধারণা স্বাস্থ্য দপ্তরের। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলগুলিতে ডেঙ্গুর প্রভাব বেড়েছে। ফলে পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণ দিতে এবার তৎপর রাজ্য।

পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর এবছর গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা অন্যান্য বারের তুনায় বেশি। ফলে গ্রামাঞ্চলে বাড়তি নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে নবনির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যদের ডেঙ্গু মোকাবিলায় পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। গ্রামীণ এলাকায় বোর্ড গঠনে দেরি হয়েছে। ফলে পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে কাজ ব্যহত হচ্ছে। পুরকর্মীরা পতঙ্গবাহিত রোগ নিধনে সম্যক অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও পঞ্চায়েত কর্মীরা বিশেষভাবে জানেনা। এমনটাই স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের সার্ভের মাধ্যমে উঠে এসেছে। সেই কারণেই পঞ্চায়েত এলাকাগুলিতে জনপ্রতিনিধিদের সচেতন করা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মোকাবিলা করার পরিকল্পনা রয়েছে।

ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণে সোমবার সমস্ত জেলার জেলাশাসকদের সঙ্গেভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্যসচিব ও স্বাস্থ্যসচিব। ডেঙ্গু দমনে গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্রে পঞ্চায়েত ও শহরাঞ্চলের ক্ষেত্রে পুরসভার নিবিড় পরিকল্পনা কথা বলা হয়। ফলে আগামীদিনে পরিস্থিতি যাতে নাগালের বাইরে না যায় তাই পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উদ্যোগ নেওয়া হবে। এমনকী, জেলাগুলিতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরের।

ধূপগুড়ির বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে কাটল না জটিলতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ধূপগুড়ির বিধায়কের শপথগ্রহণ নিয়ে কাটল না জটিলতা। মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের চিঠির উত্তর দিল রাজভবন। চিঠিতে দু'লাইনে উত্তর দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা হয়নি শপথগ্রহণের দিন। ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের শপথগ্রহণ নিয়ে রাজভবনে চিঠি দেন পরিষদীয় মন্ত্রী। তারই উত্তর দিল রাজভবন।

দু'লাইনে লেখা চিঠিতে জানানো হয়েছে, রাজ্যপাল শপথ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করেছেন। যা কথা বলার মুখ্যমন্ত্রীকেই বলেছেন। সোমবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাজ্যপালকে চিঠি দিয়েছিলেন শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'ধূপগুড়ির বিধায়ক একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। মানুষের পরিষেবা দিতে হয় তাকে। এই অবস্থায় অবিলম্বে শপথ গ্রহণের অনুমতি দেওয়া হোক তাঁকে।'

পাশাপাশি বলেন, টানাপড়েনের জেরে ধূপগুড়ির উন্নয়নের কাজ থমকে রয়েছে। তাই শপথের তারিখ চূড়ান্ত করার সিদ্ধান্ত নিতে চিঠি দেওয়া হবে। আগেও শপথগ্রহণ সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়েছিল। উত্তর মেলেনি। শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাজভবনে ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়ের শপথগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। অথচ বিধায়ককে কিছু জানানো হয়নি বলেই দাবি করেন মন্ত্রী।

ধূপগুড়ি উপনির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয় গত ৮ সেপ্টেম্বর। বিজেপির থেকে এই আসনটি ছিনিয়ে নিয়ে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী নির্মলচন্দ্র রায়। তারপর থেকেই শপথগ্রহণ পর্ব ঝুলে রয়েছে। যদিও রাজভবনের তরফে বিধায়ককে ফোন করে জানতে চাওয়া হয়, তাঁর রাজভবনে শপথ নিতে কোন অসুবিধা রয়েছে কিনা, এমনটাই সূত্রের খবর। তবে শনিবার শপথগ্রহণ না করে নিত্যদিনের মত পাঠদান করেন। এই বিষয়ে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি বলেই মন্তব্য করেন। মঙ্গলবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিধানসভায় শপথগ্রহণের সবুজ সঙ্কেত দিয়ে চিঠি পাঠায় রাজভবন। তাতে ডেপুটি স্পিকারকে শপথগ্রহণের কথা জানানো হয়। তবে ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই বিষয়ে তাঁকে কিছু জানানো হয়নি। স্পিকারের বদলে তাঁকে দিয়ে শপথবাক্য পাঠ করানোটা পরিষদীয় শিষ্টতা এবং রীতির পরিপন্থী বলেই জানান ডেপুটি স্পিকার। স্পিকার পাল্টা রাজভবনে চিঠি পাঠান। বিধাসভায় গিয়ে রাজ্যপালকে শপথগ্রহণের কথা জানান। সব মিলিয়ে ধূপগুড়ির বিধায়কের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের জট কাটল না।

৫০ কোটি মানুষ দেখবেন 'অযোধ্যা কি রামলীলা'

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামের জন্মভূমি অযোধ্যায় প্রতি বছর দশেরার সময় 'অযোধ্যা কি রামলীলা' হয়। 'অযোধ্যা কি রামলীলা' হল রাম ভক্তদের জন্যে তৈরি বিশ্বের সবচেয়ে বড় রামলীলা। যেটি ইতিমধ্যেই বিশ্বের ২৫ কোটির বেশি মানুষ দেখেছেন গত বছর পর্যন্ত। এ বছর আরো ৫০ কোটি মানুষকে এই অযোধ্যার রামলীলা দেখানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন অযোধ্যা রামলীলার সভাপতি সুভাষ মালিক (ববি) এবং সাধারণ সম্পাদক শুভম মালিক। কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে তারা জানান, অন্য বছরের মতো এবছরও দশেরা উপলক্ষে ১৪ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত অযোধ্যার নয়াঘাটে এই রামলীলা অনুষ্ঠীত হবে। এবার ৫০ কোটি লোক যাতে এই রামলীলা দেখতে পারে তার ব্যাবস্থা করা হচ্ছে। মঞ্চে যারা উপস্থিত থাকবেন তারা যেমন দেখতে পারবেন এর পাশাপাশি তাদের ইউটিউব চ্যানেলে ও দূরদর্শনে সরাসরি সম্প্রচার হবে।

রামলীলা মঞ্চস্ত করতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।১৬০০ ফুটের বেশি এলইডি টিভি ব্যবহার করা হচ্ছে। অন্য বছরের মতো এবারেও বলিউডের একাধিক অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়ে মঞ্চস্থ হবে 'অযোধ্যা কি রামলীলা'।

রামের ভূমিকায় অভিনয় করবেন বিশিষ্ট অভিনেতা রাহুল ভুচার। এছাড়া বেদমতির ভূমিকায় ভাগ্যশ্রী,সীতার চরিত্রে লিলি, রাজা জনকের চরিত্রে গজিন্দর চৌহান, অহি রাবনের চরিত্রে রাজা মুরাদ, বিভীষণের চরিত্রে রাকেশ বেদী, রাবনের চরিত্রে গিরিজা শঙ্কর, ইন্দ্রর চরিত্রে অনিল ধাওয়ান,হনুমানের চরিত্রে বরুণ সাগর, নারদের চরিত্রে সুনীল পাল, কুম্ভকর্নের চরিত্রে শিব, পরশুরামের চরিত্রে বনওয়ারী লাল ঝোল, রাজা দশরথের চরিত্রে মনোজ বক্সী ও ভরতের চরিত্রে বেদ সাগর ।

২০২০-তে প্রথমবার এই 'অযোধ্যা কি রামলীলা' মঞ্চস্থ হয় বলিউডের অভিনেতা অভিনেত্রীদের নিয়ে। তার পর থেকেই এই ট্র্যাডিশান চলে আসছে।

রামলীলা কমিটির চেয়ারম্যান সুভাষ মালিক (ববি) এবং সাধারণ সম্পাদক শুভম মালিক বলেন, লোকসভার সাংসদ এবং অযোধ্যার রামলীলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক প্রবেশ সাহেব সিং ভার্মার সহায়তায় অযোধ্যার রামলীলা আয়োজন করা হয়। প্রতি বছর আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাদ পাই। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জি এবং সাংস্কৃতিক মন্ত্রী জয়বীর সিং সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন।

বজবজে দুয়ারে স্বাস্থ্য পরিষেবা চালু হল নতুন দুই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিবেদন, বজবজ: 'দুয়ারে সরকার', 'দুয়ারে রেশন' এবার 'দুয়ারে স্বাস্থ্য' পরিষেবা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরসভা এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে উদ্যোগ নিয়েছেন। বজবজ পুরসভা এলাকায় আরও ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে বুধবার দু'টি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন হল। পুরসভার ১০ ও ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে এই দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবনের সূচনা হল। নতুন দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম 'পুর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র ১ ও ২'। এর আগে দুটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হয়েছে ৪ ও ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে। চালু হওয়া এই দুই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম ছিল 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র ১ ও ২'। বজবজ পুর এলাকার নাগরিকদের চিকিৎসরা জন্য এই ৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এলাকায় প্রথম ধাপের হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরপর আর ৪টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র তৈরি হবে বজবজে। প্রাথমিক চিকিৎসার উন্নত পরিষেবা মিলবে এখানে।

বজবজ পুরসভার ২০টি ওয়ার্ডে মোট ৪টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রেই বিনামূল্যেই মিলবে চিকিৎসবা পরিষেবা। ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের পুরপিতা অভিষেক সাউ বলেন, 'গত এক বছর ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র চলছে স্থানীয় বলাকা সংঘ ক্লাবে। বুধবার উদ্বোধনের পর নতুন ভবনেই মিলবে পরিষেবা। আশপাশের ওয়ার্ড তো বটেই পার্শ্ববর্তী মহেশতলার সীমান্তবর্তী ওয়ার্ড ৩৪ ও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারাও এসে এখানে চিকিৎসা পরিষেবা নেন।'

পুরসভার ১৫ ও ১০ নম্বর ওয়ার্ডে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের নতুন ভবন উদ্বোধন হল ১১টা ও বিকেল ৫টায়। উপস্থিত ছিলেন পুরসভার প্রশাসনিক আধিকারিক ও চিকিৎসকরা। বজবজ পুরসভার পুরপ্রধান গৌতম দাশগুপ্ত বলেন, 'এই ২টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বজবজে প্রথম ধাপের হাসপাতাল হিসেব চিহ্নিত হয়েছে।

প্রাথমিক ভাবে এখানে চিকিৎসা না হলে দ্বিতীয় স্তরের হাসাপাতাল বিদ্যাসাগর স্টেট জেনারেলে পাঠানো হবে। আরও বড় কোনও সমস্যা হলে তৃতীয় হাসপাতাল হিসেবে চিহ্নিত এমআর বাঙুর হাসপাতালে পাঠানো হবে। এই সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে সমস্তরকম চিকিৎসার পাশাপাশি বিনামূল্যে ওষুধ দেওয়া হবে।'

প্রয়াত সিনেমাটোগ্রাফার সৌমেন্দু রায়, শোকপ্রকাশ মুখ্যমন্ত্রী মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: প্রবাদপ্রতিম চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে দীর্ঘদিন কাজ করা বিশিষ্ট সিনেমাটোগ্রাফার সৌমেন্দু রায় প্রয়াত হলেন। বুধবার কলকাতায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। সিনেমাটোগ্রাফার সৌমেন্দু রায়ের প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে সৌমেন্দু রায় দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিন কন্যা, পথের পাঁচালী, অশনি সংকেত, অরণ্যের দিনরাত্রি, গুপী গাইন বাঘা বাইন -সহ একাধিক ছবিতে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সৌমেন্দু রায় চিত্রপরিচালক তপন সিংহ, তরুণ মজুমদার, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, এম এস সথ্যু প্রমুখের ছবিতেও কাজ করেছেন। তিনি রূপকলা কেন্দ্রের উপদেষ্টা ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে ২০১২ সালে 'বিশেষ চলচ্চিত্র পুরস্কার' ও ২০১৫ সালে 'চলচ্চিত্র পুরস্কার (সারা জীবনের অবদান)' প্রদান করে। এছাড়া তিনি জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ বহু সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদে সোদপুরে মিলে গেল বাম-তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: জবরদখল খালি করার জন্য কয়েকদিন আগে পূর্ব রেলের তরফে শিয়ালদহ মেইন শাখার সোদপুর স্টেশনে নোটিস দেওয়া হয়েছিল। বুধবার হকার উচ্ছেদের কথা ছিল। কিন্তু রেল প্রশাসনের তরফে এদিন কাউকে দেখা যায়নি। তা সত্ত্বেও উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সকাল থেকে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে জমায়েত হয়ে সভা ও মিছিল করলো হকার ভাইয়েরা। হকার ভাইদের আন্দোলনে এদিন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল বাম-তৃণমূল। উচ্ছেদের বিরুদ্ধে এদিন একজোট হয়ে সরব হতে দেখা গেল সিটু ও আইএনটিটিইউসি-কে। সিটু নেতা অনির্বান ভট্টাচার্য বলেন, হকার উচ্ছেদের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন আইএনটিটিইউসি ও সিটু একজোট হয়ে সভা করেছে এবং মিছিল করেছে। তাদের দাবি, পুনর্বাসন ছাড়া হকার উচ্ছেদ করা যাবে না। রেলকে বেসরকারিকরন করা যাবে না। হকার ভাইদের লাইসেন্স দিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ দিতে হবে। তবে বাম-তৃণমূলের জোটকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা জয় সাহা বলেন, বাংলায় তৃণমূল ও বামেদের সেটিং রাজনীতি চলছে। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর সুবিধাভোগীরা জার্সি বদল করে তৃণমূলে এসে ক্ষমতা ভোগ করছে। জয়ের দাবি, ভোট ব্যাঙ্ক ধরে রাখতে হকার ভাইদের পাশে দাঁড়াচ্ছে তৃণমূল। কিন্তু বাংলার জনতা আগামীদিনে বাম-তৃণমূল জোটকে প্রত্যাখান করবে। জয়ের কথায়, রেলের উন্নয়নে জায়গার জবর দখল খালি করতে হবে। আর পুনর্বাসনের বিষয়টি দেখা উচিত রাজ্য সরকারের।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২৮ সেপ্টেম্বর ১০ আশ্বিন, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার

৫ অক্টোবর থেকে সুপ্রিম কোর্টে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আগামী ৫ অক্টোবর থেকে পরপর হবে নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি। নবড-দশম, একাদশ-দ্বাদশ থেকে প্রাথমিক, সব শিক্ষক নিয়োগের মামলা শোনা হবে আলাদাভাবে। বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস ও বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর বেঞ্চে হবে সেই মামলার শুনানি। বুধবার এমনটাই জানাল সুপ্রিম কোর্ট।

প্রসঙ্গত, নিয়োগ সংক্রান্ত মামলা বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে সুপ্রিম কোর্টে। বুধবার ফের শুনানি স্থগিত করে দেওয়ার আর্জি জানানো হয় রাজ্যের তরফ থেকে। এই ঘটনায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন মামলাকারীদের আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।

বুধবার নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল শীর্ষ আদালতে। শুনানি শুরু হওয়ার পরই রাজ্য মামলার শুনানি স্থগিত রাখার আর্জি জানায়। ভার্চুয়ালি এদিনের মামালত্রর শুনানিতে হাজির ছিলেন আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্য। তিনি দাবি করেন, বারবার এভাবে শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার ফলে অযোগ্য প্রার্থীরা চাকরি করেই চলেছেন। অন্য দিকে ভার্চুয়াল হাজিরা নিয়ে আপত্তি জানায় রাজ্য। উত্তরে বিকাশ ভট্টাচার্য জানান, পরবর্তী শুনানি থেকে সশরীরে আদালতে হাজির থাকবেন তিনি।

এরপর ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, ৫ অক্টোবর থেকে যাবতীয় মামলার শুনানি শুরু হবে। এখনও পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টে এই সব মামলায় যা যা রায় দিয়েছে, তারিখ অনুসারে সেই সব কপি জমা করতে হবে সুপ্রিম কোর্টে। দিনের ক্রমানুসারে সেই সব রায়ের প্রতিলিপি সংশ্লিষ্ট বেঞ্চে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জায়গা দখল করে হকারি, দখলদার হঠাতে কড়া পদক্ষেপ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পুরভবন সংলগ্ন এলাকায় বেআইনিভাবে জায়গা দখল করে বসা হকারদের উচ্ছেদ নিয়ে টালবাহানা চলছিলই। এ নিয়ে এবার কড়া পদক্ষেপ করল কলকাতা হাইকোর্টকে। বুধবার কলকাতা হাইকোর্টের তরফ থেকে দখ লদারদের চিহ্নিতকরণের জন্য সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয় ।কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চের স্পষ্ট নির্দেশ, আগামী ৬ সপ্তাহের মধ্যে বেআইনি দখল চিহ্নিত করে সরাতে হবে। পাশাপাশি শহরের কোন জায়গাটি ভেন্ডিং জোন এবং কোন জায়গাটি নন ভেন্ডিং জোন, তাও চিহ্নিতকরণের কাজ ৬ সপ্তাহের মধ্যে সেরে ফেলার নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট।

কলকাতা শহরে ফুটপাথ দখল করে রাখা ও হকারদের যত্রতত্র বসে যাওয়া নিয়ে ক্ষুব্ধ প্রধান বিচারপতি। বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম মামলার শুনানির সময় কলকাতা ও শহরতলির বেশ কিছু জায়গার প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। প্রধান বিচারপতির মন্তব্য, নিউটাউনের বিভিন্ন জায়গায় রাস্তার দু'ধারে হকাররা বসে রয়েছেন। ধর্মতলাতেও গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে থাকা দোকানগুলির কথাও উঠে আসে প্রধান বিচারপতির কথায়। প্রধান বিচারপতি বলেন, গ্র্যান্ড হোটেলের নীচে অনেক দোকান আছে। কিন্তু সেই দোকানগুলির সামনের ফুটপাথ দখল করে রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি এমন যে দোকানগুলি ঠিকভাবে দেখাই যায় না।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, মামলাকারীর আইনজীবী শ্রীকান্ত দত্ত এদিন কলকাতা পুরনিগম সংলগ্ন এলাকার ছবিও আদালতে পেশ করেন এবং প্রধান বিচারপতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মামলাকারীর আইনজীবীর জমা দেওয়া ছবি দেখে প্রধান বিচারপতি কলকাতা পুরনিগমের আইনজীবীর উদ্দেশে বলেন, বিষয়টি দেখার জন্য। প্রধান বিচারপতি মন্তব্য করেন, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যাতে এই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেন। এই নিয়ে রাজনীতি না করার পরামর্শও দেন প্রধান বিচারপতি। প্রধান বিচারপতি মামলার শুনানি চলাকালীন এদিন মন্তব্য করেন, 'শহরে একটি প্রবণতা রয়েছে, কোথাও কেউ ফুটপাথে বসে পড়লেই সাধারণ মানুষ সেখ ানে ভিড় করছেন। এক্ষেত্রে সচেতনতার অভাব রয়েছে।' একইসঙ্গে বিচারপতির সংযোজন, 'এই বিষয়ে রাজনীতি জড়িয়ে গেলেই আর কাজ হবে না।'

এদিন হাইকোর্টে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান,কিছু হেরিটেজ বাজার এলাকা চিহ্নিত করা হয়েছে। রাজ্য সেগুলি নিয়ে ব্যবস্থাও নিচ্ছে। অ্যাডভোকেট জেনারেল জানান, 'ভেন্ডিং কমিটির ১০৪টি লোকাল বডি রয়েছে। সেই লোকাল বডিগুলিকে ইতিমধ্যেই পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনটি ভেন্ডিং ও কোনটি নন ভেন্ডিং জোন চিহ্নিত করার জন্য।' অ্যাডভোকেট জেনারেলের এই বক্তব্য শোনার পরই প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছেন, লোকাল বডিগুলিকে এই চিহ্নিতকরণের কাজ ৬ সপ্তাহের মধ্যে শেষ করতে হবে।

ভিসা তৈরির প্রতারণা চক্রের হদিশ মিলল নিউটাউনে, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার জালিয়াতি চক্র বহুবার ধরা পড়েছে নিউটাউনে। এবার মিলল জাল ভিসা তৈরির চক্রের খে াঁজ। এই ঘটনায় ঝিলপাড় সংলগ্ন অঞ্চল থেকে মঙ্গলবার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম মহম্মদ সোহাব। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। তিনি নিউটাউন এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন।

গত মার্চ মাসের ৬ তারিখ নারায়ণপুর থানায় মুন্সি আলি ফুজ্জামান নামে এক ব্যক্তি ইমেলে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে ছিল, তিনি ভিসা তৈরির জন্য নিজের পাসপোর্ট এবং ১ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা অভিযুক্ত মহম্মদ সোহাবকে দেন। এরপর বেশ

কিছুদিন কেটে গেলেও তাঁকে ভিসা তৈরি করে না দেওয়ায় তিনি মহম্মদ সোহাবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। এরপরই কথাবার্তায় তিনি তখন বুঝতে পারেন, তিনি প্রতারিত হয়েছেন। এরপরই তাঁর পাসপোর্ট এবং টাকা ফেরত চান। এদিকে পাসপোর্ট এবং টাকা ফেবত চাইতেই মহম্মদ সোহাব তাঁর সঙ্গে সব রকম যোগাযোগ বন্ধ করে দেন বলে দাবি প্রতারিতের।

অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। তথ্য প্রমাণ জোগাড় করে নিউটাউন এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নারায়ণপুর থানার পুলিশ। কারা কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িত, তা খ তিয়ে দেখছে পুলিশ।

প্রতিমার কাঠামো তুলতে গিয়ে ডুবে মৃত্যু যুবকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পুকুরে বিসর্জন দেওয়া ঠাকুরের কাঠামো তুলে, তাতে মাটি লেপে নতুন প্রতিমা গড়তেন কাঁকিনাড়ার যুবক পাপ্পু। কানে শোনেন না তিনি, কথাও বলতে পারেন না। বুধবার পুকুর থেকে ঠাকুরের কাঠামো তুলতে গিয়েই হল বিপদ। বাড়ির কাছেই নারায়নপুর হরিচরণ তরফদার হাইস্কুলের পাশে একটি পুকুরে কাঠামো তুলতে গিয়ে অসাবধানে পুকুরে পড়ে মৃত্যু হল বছর চব্বিশের ওই যুবকের।

ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার সকালে ভাটপাড়া থানার কাঁকিনাড়ার নারায়ণপুরে। মৃতের নাম শম্ভুদীপ দাস ওরফে পাপ্পু (২৪) । তাঁর বাড়ি মাদ্রাল কালী বটতলায়।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ির সন্নিকটে নারায়নপুর হরিচরণ তরফদার হাইস্কুলের পাশে একটি পুকুরে কাঠামো তুলতে গিয়েছিলেন ওই যুবক। স্থানীয়রা জানান, কাঠামো টেনে পাড়ে তোলাক সময় জলে ডুবে যান ওই যুবক। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশের উপস্থিতিতে স্থানীয় এক যুবক তল্লাশি চালিয়ে ঘাটের কিছুটা দূর থেকে ওই মূক-বধির যুবকের দেহ উদ্ধার করেন।

পুলিশ মৃতদেহটি ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। মৃতের মা লক্ষ্মী দাস জানান, পুকুর থেকে কাঠামো তুলে এনে বাড়িতে ঠাকুর বানাতেন তাঁর ছেলে। কিন্তু ছেলে সাঁতার জানত না। এদিন সকালেও ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। চারদিক খুঁজে ওর সন্ধান মেলেনি। অবশেষে একজন বলে তাঁর ছেলে পুকুরে ডুবে গিয়েছে।

সেক্সপিয়র সরনীতে বিদেশি অতিথিদের অংশগ্রহণে উদ্‌যাপন হল 'বিশ্ব পর্যটন দিবস'। ছবি: অদিতি সাহা

প্রকাশ পেল 'ব্যারাকপুর' ওয়েব সিরিজের ফার্স্ট লুক

নিজস্ব প্রিতেবদন, ব্যারাকপুর: 'ব্যারাকপুর' নামে ওয়েব সিরিজ আনছে ইয়েলো বার্ড এনটারটেনমেন্ট। সোমবার তারই ফার্স্ট লুক সামনে এল। ব্যারাকপুরের সাংসদ অর্জুন সিংয়ের সঙ্গে দেখা গেল অভিনেতা সোহেল দত্তকে।

ওয়েব সিরিজের স্টোরি লাইন অবশ্য এখনই বিস্তারিত জানাতে চাননি মুখ্য অভিনেতা সোহেল। তিনি বলেন, 'ব্যারাকপুরের অতীত ও সাম্প্রতিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে এগোবে সিরিজের কাহিনি।' সোহেলের কথায়, ব্যারাকপুর মানে সাংসদ অর্জুন সিংকে ছাড়া ভাবা যায় না।

সাংসদ সব রকম ভাবেই এই ওয়েব সিরিজে সহযোগিতা করছেন বলে জানান অভিনেতা। সেই সঙ্গে বলেন, চমক থাকবে ওয়েব সিরিজের কাস্টিংয়েও। ফার্স্ট লুক প্রকাশের অনুষ্ঠানে সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'ব্যারাকপুরের বিষয়টা একটা ওয়ের সিরিজের মাধ্যমে মানুষের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা হচ্ছে। এখানে কাজ করতে কোনও অসুবিধে হবে না।'

নিয়োগ মামলায় কড়া নির্দেশ বিচারপতির, সিট-এর আধিকারিকদের দিলেন রক্ষাকবচ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা আগেই নির্দেশ দিয়েছিড়েম কুন্তল ঘোষ চিঠি মামলায় আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতের রায় কার্যকর হবে না। বুধবার এই সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। পাশাপাশি সিবিআই ও ইডি মিলিয়ে তৈরি হওয়া সিট-এর আধিকারিকদের রক্ষাকবচও দিয়েছে হাইকোর্ট।

বুধবার শুনানির সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন সিট-র প্রধান অশ্বিন সেনভি। শুনানি চলাকালীন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার উদ্দেশে একাধিক প্রশ্ন করেন বিচারপতি। যার মধ্যে ইডি বুধবার কারও বাড়িতে তল্লাশি চালাচ্ছে কি না তাও জানতে চান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। একইসঙ্গে সিট-এর প্রধানের কাছে বিচারপতি জানতে চান এই মামলার তদন্ত করতে গিয়ে তিনি বা সিবিআই-এর তদন্তকারী অফিসারদের কোনও বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে কিনা। জবাবে সিবিআইয়ের তরফ থেকে জানানো হয়, 'আমার জেলে কুন্তল ঘোষকে জেরা করতে গিয়ে বাধা পেয়েছি। কুন্তলের তরফে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে, তার জন্য বিভিন্ন আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে। ফলে মূল মামলায় মনোনিবেশ করতে সমস্যা হচ্ছে।'

সিবিআইয়ের তরফ থেকে এই তথ্য জানার পর বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ, 'কলকাতা পুলিশ বা রাজ্য পুলিশ সিট প্রধান বা কোনও সিবিআই আধিকারিকের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারবে না। কোথাও কোনও এফআইআর দায়ের যেন না করা হয়। নিম্ন আদালতও কোনও পদক্ষেপ করতে পারবে না।' রাজ্যের মুখ্যসচিবের উদ্দেশে বিচারপতির নির্দেশ, তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে জানাবেন নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে যুক্ত সিটে থাকা ব্যক্তিদের যেন হেনস্থা না করা হয়। সিটে থাকা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আদালতের নির্দেশ ছাড়া কোনও অভিযোগ দায়ের করা যাবে না। একই সঙ্গে এই দুর্নীতির বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে চলার বার্তা দেন বিচারপতি।

এর পাশাপাশি আলিপুরের বিশেষ সিবিআই আদালতের বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'হাইকোর্টে সিট গঠন করে তদন্তের নির্দেশ দেওয়ার পরই একজন নিম্ন আদালতের বিচারক এই মামলার কলকাতা পুলিশকে যুক্ত করার নির্দেশ দিল! তাঁর এমন কোনও এক্তিয়ার নেই। খবর আছে ওই বিচারকের বদলির নির্দেশ জারি হওয়ার পরই তিনি বদলি নিচ্ছেন না। ৩ অক্টোবরের মধ্যে তাঁকে বদলি নিতে হবে। ৪ অক্টোবর রেজিস্টার জেনারেলকে এই বদলির কথা জানাতে হবে। বদলি হওয়ার আগে অবধি বিচারক অর্পণ চট্টোপাধ্যায় নিয়োগ দুর্নীতির নতুন কোনও মামলা শুনতে পারবেন না।'

আর্থিক দৈন্যতায় জৌলুস কমছে কুমোরপাড়ার বস্ত্রশিল্পের

শুভাশিস বিশ্বাস

ঘরের মেয়ে দুগ্গা তাঁর বাড়িতে আসতে বাকি কটা মাত্র দিন। মেয়েকে বরণ করে নিতে তৈরি সকলেই। মেয়ে ঘরে ফেরার খ ুশিতে কেনা হচ্ছে জামা-কাপড়। সঙ্গে ঘরের মেয়েকে সাজানোর প্রস্তুতিও চলছে পটুয়াপাড়ায়। মা দুগ্গাকে সুন্দর করে সাজিয়ে তুলতে নতুন কাপড় আনাচ্ছেন সুদূর মুম্বই থেকে। কাপড় আসছে সুরাট থেকেও। কারণ সিল্ক জাতীয় কাপড়ের জন্য এই দুটো জায়গা ভারত বিখ্যাত। পটুয়াপাড়ায় যাঁরা এই কাপড়ের ব্যবসা করেন তাঁরা এখন বড়ই ব্যস্ত। কারণ, এটাই ব্যবসার পিক-সিজন বলতে ঠিক যা বোঝায় তাই চলছে। ফলে কথা বলার ফুরসৎ-ই নেই তাঁদের। এই সিজনটা শুরু হয় দুর্গা পুজো থেকে। চলে একেবারে কালীপুজো পর্যন্ত। জগদ্ধাত্রী পুজোর পর গ্রাফ ফে নিম্নমুখী হতে থাকে।

এই ব্যস্ততার মাঝেই তাঁদের কাছ থেকে জানা গেল, কোভিডের বাজার বড় মার খেয়েছিল এই ব্যবসা। এরপর ধীরে ধীরে ২০২২ থেকে ফের ঘুরে যে দাঁড়াচ্ছে তা মেনে নিলেন এই বস্ত্র ব্যবসায়ীদের প্রত্যেকেই। কারণ, মৃৎশিল্পেও প্রাণ পাচ্ছে। তারই সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এই বস্ত্র শিল্পের বাজারও। সঙ্গে এও জানালেন এই ধরনের বস্ত্রের ক্ষেত্রে বাজার দরে গত বছরের তুলনায় তেমন কোনও হেরফের ঘটতে দেখা যাচ্ছে না।

মুম্বই থেকে প্রথমে কলকাতার বড়বাজারে এসে পৌঁছায় এই কাপড়। এরপর মহাজনদের হাত ঘুরে তা পৌঁছে যায় দোকানে দোকানে। এই ধরনের কাপড় সাধারণ বাজারে গেলে নাও মিলতে পারে। এর দেখা মেলে কুমোরটুলি পাড়াতেই। মুম্বই থেকে এই কাপড় আনার কারণ হল, এই বিশেষ ধরনের কাপড় তৈরি হয় মুম্বইতেই। মানও উন্নত। সুরাটের থেকে যে কাপড় আসে মান ততটা উন্নত না হওয়ায় দামটাও তুলনামূলক ভাবে কম। ফলে সুরাটের কাপড়ের চাহিদা রয়েছে শহরতলি আর গ্রামীণ শিল্পীদের কাছে। কারণ এই সব অঞ্চলে বিগ বাজেটের পুজো বলতে ঠিক যা বোঝায় তা হয় না। ফলে মূর্তি কেনার খাতে খুব বড় একটা অঙ্ক রাখা সম্ভব হয় না এই সব পুজো উদ্যোক্তাদের। মূর্তির দাম যাতে ধরাছোঁয়ার মধ্যে থাকে তার জন্য মৃৎশিল্পীরাও খুব একটা দামি কাপড় ব্যবহারও করতে পারেন না। তবে কলকাতায় বহু পুজোই বিগ বাজেটের পুজো। ফলে সেখানে তাও একটা মার্কেট রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীদের একাংশ কিন্তু জানাচ্ছেন, থিম পুজোর জন্য কিছুটা হলেও মার খে য়েছে কলকাতার মার্কেট। কারণ, থিম পুজোতে অনেক ক্ষেত্রেই বস্ত্রের ব্যবহার হয় না। বহুকাল আগে মাটির ওপর তুলির ছোঁয়ায় যে ভাবে বস্ত্রের রূপ দিতেন ঠিক তেমনটাই হতে দেখা যাচ্ছে এই থিম পুজোর মূর্তির ক্ষেত্রেও। শুধু তাই নয়, এই বস্ত্রশিল্পীদের সঙ্গে মৃৎশিল্পীদের সম্পর্ক সুমধুর থাকার কারণে চক্ষু লজ্জার খাতিরে খুব একটা বেশি লাভও রাখতে পারেন না তাঁরা। ফলে এই বস্ত্র বিক্রি করে যে বিপুল লাভ হয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের তাও কিন্তু নয়। তবে তা নিয়ে কোনও ক্ষোভ নেই এই বস্ত্র ব্যবসায়ীদের মনে। এই সব তথ্য দেওয়ার মাঝেও কোথাও একটা ক্ষোভের আঁচ ধরা পড়ল এই বস্ত্র ব্যবসায়ীদের গলায়। তাঁরা স্পষ্টই জানালেন, আদতে এটা একটা মরসুমি ব্যবসা। আর তাতে নামার আগে প্রচুর পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। প্রয়োজনে এই টাকা চড়া সুদে ধার করতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে। সুদের হার গুণতে হয় মাসে ৫ থেকে ১০ শতাংশ হারে। ফলে লাভের গুড় পিঁপড়েয় খায়। মৃৎশিল্পীদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে নানা চিন্তাভাবনা চললেও এই বস্ত্র ব্যবসায়ীদের জন্য মাথা ঘামাতে দেখ া যায়নি কোনও সরকারকেই। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে দেখা যায়নি কোনও সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানকেও। অথচ মৃৎশিল্পের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িয়ে রয়েছে এই বস্ত্রশিল্প। আর সেই কারণেই বস্ত্র শিল্পীদের দাবি, তাঁদের কথা এবার একটি ভাবুক রাজ্য সরকার। কারণ, এই মুহূর্তে বাজার যেখানে অগ্নিমূল্য সেখানে সরকারের তরফ থেকে কোনও পদক্ষেপ না করা হলে এই বস্ত্র ব্যবসায়ীরা নিজের পকেট থেকে অর্থ দিয়ে কতদিন এই ব্যবসা চালাতে পারবেন তা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। আর যাঁরা এই বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা অনেকেই কিন্তু ইতিমধ্যেই ঝাঁপ ফেলে পা বাড়িয়েছেন অন্য রাস্তায়। বাকিরাও যদি সেই পথে হাঁটেন তাহলে ক্ষতি হবে মৃৎশিল্পেরই। আর তা বোধহয় এবার ভাবার সময় এসেছে সরকারের।

রক্ষকই ভক্ষক, মহিলাকে যৌন হেনস্থার অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রক্ষকই ভক্ষক। পুলিশের বিরুদ্ধেই যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল শ্যামনগরে। জানা গিয়েছে, ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে ১০ লক্ষ টাকা প্রতারণার অভিযোগ জানাতে শ্যামনগর বাসুদেবপুর থানায় গিয়েছিলেন বিবেকনগরের বাসিন্দা এক মহিলা। থানায় অভিযোগ জানাতে গিয়ে পরিচয় হয় বাসুদেবপুর থানার সাব ইন্সপেক্টর সঞ্জীব সেনের সঙ্গে। তিনি ১০ লক্ষ টাকা পাইয়ে দেবার আশ্বাস দেন ওই মহিলাকে। অভিযোগ, ওই মহিলাকে টাকা পাইয়ে দেবার কোনও চেষ্টাই করেননি ওই পুলিশ কর্মী। উল্টে ওই মহিলাকে যৌন হেনস্থার পাশাপাশি নগদ এক লক্ষ টাকা-সহ মোটা অংকের সোনার গহনা তিনি হাতিয়ে নেন।

নির্যাতিতার অভিযোগ, যৌন নিগ্রহের পাশাপাশি সহবাসের ভিডিও সোশ্যাল মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিতেন ওই পুলিশ

অভিযুক্ত পুলিশকর্মী

কর্মী। তাঁর বিরুদ্ধে শারীরিক নির্যাতন করার অভিযোগ করেছেন ওই নির্যাতিতা মহিলা। নির্যাতিতার অভিযোগ, দিঘায় বেড়াতে নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে দু'লক্ষ টাকা চান ওই পুলিশকর্মী। তা দিতে অস্বীকার করলে তাকে মারধরও করা হয়। নির্যাতিতা জানান, চলতি বছরের ২২ সেপ্টেম্বর তিনি বাসুদেবপুর থানায় ওই পুলিশ কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ৩৭৬, ৪১৭, ৪২০ ও ৫০৬ ধারায় মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক অধিকারিক জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে।

সম্পাদকীয়

বাড়তি অনুদান দিয়ে ঢাকিদের পাশে দাঁড়ান

অতিমারির ফলে লকডাউনের কারণে গত তিন বছর ধরে দুর্গাপুজোর আয়োজনে খামতি লক্ষ করা গেছে। পুজোর সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রয়েছে যে মানুষগুলো, যেমন; শাড়ি-কাপড়ের ব্যবসায়ী, ডেকরেটার, মৃৎশিল্পী, তাঁরাও বরাতের অভাবে কষ্টে পড়েছেন। এমনকি যাঁদের ছাড়া পুজোর কথা ভাবাই যায় না, সেই ঢাকিরাও চরম আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হন।

বাংলায় কয়েক লক্ষ ঢাকি রয়েছেন। তাঁদের অধিকাংশই আমাদের রাজ্যের মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দা। প্রায় প্রত্যেকেই অত্যন্ত গরিব। অনেকেই বছরের বাকি সময়টা অন্যের জমিতে চাষাবাদ করে দিন গুজরান করেন। পুজোর সময়ে এঁরা কিছু বাড়তি টাকা আয় করবেন বলে নিজেদের পরিবার ছেড়ে বাংলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শহরে আসেন। গত বছর পুজোর আগে শিয়ালদহ স্টেশন চত্বরে কয়েকশো অসহায় ঢাকিকে বায়নার অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।

এ বার পরিস্থিতি কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং, ফের বরাত আসতে শুরু করেছে জোরকদমে। কলকাতা-সহ অন্যান্য পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও পুজোর উদ্যোক্তাদের কাছ থেকে ইতিমধ্যেই ফোনের মাধ্যমে বেশির ভাগ অর্ডার চলে এসেছে। স্বভাবতই ঢাকিদের মনে খুশির হাওয়া বইছে। অনেকেরই আশা চলতি বছরের দুর্গোৎসব আশীর্বাদ হয়ে ফিরবে ওই সমস্ত গরিব ঢাকির পরিবারে। এর পাশাপাশি রাজ্য সরকার কর্তৃক যদি তাঁদের বিশেষ কিছু আর্থিক অনুদান কিংবা এককালীন ভাতা দেওয়ার ব্যবস্থা করা যায়, তা হলে এই পরিবারগুলোর জীবনে কিছুটা হলেও নিরাপত্তা ফিরতে পারে।

আমরাও তো সবাই পারি, আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তাঁদের সাহায্য করতে, যাতে পুজোর দিনগুলো রঙিন থেকে রঙিনতর হয়ে ওঠে। রাজ্য সরকার তো পূজা কমিটিগুলোর অনুদান ৬০ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে এবছর ৭০ হাজার করেছে। সঙ্গে মিলছে বিদ্যুৎয়ের বিলে ছাড়-সহ নানারকম সুযোগসুবিধা। সরকারের বিভিন্ন দপ্তর বিভিন্ন পূজাতো বিজ্ঞাপনও দেবে। তবে আর চিন্তা কিসের। তাই আসুন না বর্ধিত অনুদান কিংবা তার একটা অংশ আমরা আমাদের পুজোমণ্ডপে যে ঢাকিরা আসবে তাদের এবং তাদের পরিবারের জন্য খরচ করি।

শাশ্বত কথা

মায়া

চেঁচিয়ে নাম করলে পশু পাখি , বৃক্ষ লতা, এরা নাম শুনে পবিত্র হয়। নামকারী শুদ্ধ হবে। আর একটা জিনিস, যারা পাঁচশো ফুট দূরে আছে তারা নাম শুনতে পেল না, বাতাসে নাম ভেসে বাতাবরণ পবিত্র রাখবে। দূরে যারা আছে তারাও কৃতার্থ হবে। ওই বাতাসে আবার শ্বাস প্রশ্বাস নেওয়া হবে ,তাতে ভেতরটাও শুদ্ধ হবে।

যে কোটি স্বর্ণ মুদ্রা পায় সে কি কখনও একটি কর্কট পাওয়া কি ইচ্ছা করে? যে ভেতরের আনন্দ পেয়েছে , তুচ্ছাতি তুচ্ছ রমন সুখ কি কামনা করে, সে অনেক উপরে দাঁড়িয়ে থাকে, এখানে ক্ষুদ্র জাগতিক সুখ পৌঁছতে পারে না।

এ সংসারে যে নামটিকে সার করতে পারে, শুধু মা মা বলে ডাকতে পারে, তিনি হাসতে হাসতে ভবসাগর পার হয়ে যায়। সে একেবারে তুষার রাজ্যে পৌঁছে যায়।

— শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

জন্মদিন

আজকের দিন

লতা মঙ্গেশকর

১৯২৯ *বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী লতা মঙ্গেশকরের জন্মদিন।*
১৯৪৪ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রঞ্জিত মল্লিকের জন্মদিন।*
১৯৮২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রনবীর কাপুরের জন্মদিন।*

মেরুদণ্ডের খোঁজে

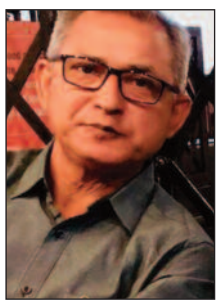

সুপ্রিয় দেবরায়

রূপকথার গল্পগুলি শুরু হয় এইভাবে; এক যে ছিল দেশ, আর সেই দেশে ছিল এক রাজা আর এক রাণী। প্রজাবৃন্দকে নিয়ে সুখে-শান্তিতে বাস এবং করেন দেশের শাসন। কিন্তু এই কাহিনিতে; এক যে ছিল দেশ নয়, এক যে আছে দেশ। আর সেই দেশ বিশ্বের ১৯৫ টি দেশের ২.৪ শতাংশ ভূপৃষ্ঠের অধিকারী। কিন্তু বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ১৮ শতাংশ প্রায় ছুঁই-ছুঁই। কিছুদিন পূর্বেই দ্বিতীয় স্থান থেকে প্রথম স্থানের অধিকার অর্জন করেছে এই দেশ। এই জনবহুল দেশে অনেক ভাষা-ভাষী লোকের সহাবস্থান। ২২টি জাতির বাস, উপজাতির সীমা-সংখ্যা নেই। কথিত আছে ৭৮০টি ভাষায় এই দেশের জাতি এবং উপজাতিরা কথা বলে থাকেন। যদিও ধীরে ধীরে অনেক উপজাতি এবং আদিবাসী ভাষা প্রায় বিলুপ্তির পথে। অবশ্য সরকারি হিসেবে ২২ টি ভাষার মান্যতা দেওয়া আছে। এই দেশ শাসন করা কি চাট্টিখানি কথা! পূর্ববর্তী সমস্ত শাসকদেরই কমবেশি কাহিল, নাজেহাল অবস্থা হয়েছিল। তবে এখনকার মহারাজা কিন্তু একজন পরাক্রমশালী, সাহসী রাজা হিসেবেই খ্যাত। নিন্দুকরা অবশ্য মাঝে মাঝেই স্বৈরাচারী, একগুঁয়ে, জেদী, অনমনীয় বলে আখ্যা দেন। কারুর কথা নাকি শোনেন না, নিজে যেটা ভালো মনে করবেন; সেটাই করেন। মন্দ লোকেরা বলাবলি করেন দেশের যত অভ্যন্তরীণ হাঙ্গামা, সাম্প্রদায়িক বিরোধ, অর্থনৈতিক অবনতি; সবকিছুর জন্য মহারাজাই দায়ী। এইতো কিছুদিন আগে এই দেশ বিশ্বের পঞ্চম বৃহত্তম অর্থনৈতিক দেশ হিসেবে আখ্যা পেলেও, নিন্দুকেরা বলেন মাথা পিছু আয় হিসেবে এই দেশ এখনও অনেক পিছনে, ১৪২ নম্বর স্থানে। এই মহারাজার রাজত্বকালে যে দেশটি অর্থনৈতিক দেশ হিসাবে দশম থেকে পঞ্চম স্থানে আসলো, সেটা কেউ বলেন না। এই বিশাল জনবহুল দেশটির প্রকৃত শাসনের সুবিধার জন্য ছোট-বড় মিলিয়ে ২৮ টি রাজ্যে ভাগ করা হয়েছিল। অবশ্য ৮টি অঞ্চলকে কোনও রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে, মহারাজার নিজের অধীনেই থাকে। এটাই নিয়ম এই গণতান্ত্রিক দেশে। পাঁচ বছর অন্তর ভোটাভুটির মাধ্যমে জনগণের মনোনীত দেশের মহারাজা এবং প্রতিটি রাজ্যের রাজা অথবা রাণী নির্ধারিত হয়। প্রত্যেকটি রাজ্যেই একটি করে রাজা, কেবল একটি রাজ্য ছাড়া। সেই রাজ্যটি শাসন করেন একজন ভূমিকন্যা, এক লড়াকু রাণী। অনেক কষ্ট করে, অনেক বাধা-বিপত্তি ডিঙিয়ে; জনসাধারণের আশীর্বাদধন্যা এই নারী। কয়েকজন ব্যতীত, প্রায় সব রাজ্যেরই রাজারা মহারাজার অনুগত। আর এই লড়াকু একমাত্র রাণীটি ছাড়া। এই মুহূর্তে ১১টি রাজ্যে মহারাজারই মনোনীত রাজা এবং ৫ টি রাজ্য মিলিজুলি শাসনের মাধ্যমে মহারাজার অধীনেই। মহারাজা অনেক চেষ্টা করেছেন এই রাণীটিকে বাগে আনতে। প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে দেশে ভোটাভুটির সময়ে জঙ্গল-মহল এবং প্রান্তিক অঞ্চলের স্থানগুলি দখল করে একটু আশার আলোও দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু আবার দু'বছর পূর্বে ওই রাজ্যের ভোটের সময়, যে কে সেই। মহারাজার যে কোনও কর্মকান্ডে, সেটা আইনি সংশোধন আনার চেষ্টা হোক অথবা জনহিতকর কোনও কাজ হোক, রাণী প্রথমে বাগড়া দেবেনই। ঝগড়া, কলহ করা শুরু করবেন। অন্যান্য রাজ্যের রাজাদের নিজের দলে টানার চেষ্টা করবেন। কিন্তু মহারাজাও একজন চতুর ব্যক্তি। যতই রাণী আস্ফালন করুন, কলহ করুন; মহারাজা থাকেন নির্বাক। নিজে যেটা করবেন ঠিক করেন, সেটা করবেনই। দু'একবার একটু ঘা খেয়েছেন, কিন্তু সেটাও ক্ষণিকের। ওনার মস্তিষ্কে কী পরিপাক হচ্ছে, সেটা একমাত্র উনি নিজেই জানেন। কারণ এই মহারাজার স্বভাবসিদ্ধ আচরণ, প্রথার বাইরে গিয়ে রাজনৈতিক কৌশল। সর্বদাই চেনা ছকের বাইরে গিয়ে হাঁটতে পছন্দ করেন। আসলে তাঁর ছকভাঙা পদক্ষেপের পেছনে থাকে সুনির্দিষ্ট হিসাব কষা ছক, যা তিনি কখনও জনসমক্ষে আনেন না। এই তো কিছুদিন আগে সমস্ত বিরোধী দল ভেবে কূলকিনারাই পাচ্ছিল না, পাঁচদিনের হঠাৎ করে অধিবেশন ডাকার পেছনে মহারাজার অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য কী! দেশের নামকরণ পরিবর্তনের প্রস্তাব? কিংবা দেশের এবং রাজ্যের ভোট একসাথে করার প্রস্তাব? কিন্তু উনি নতুন সংসদ ভবনে প্রবেশ করে পেশ করলেন নারী সংরক্ষণ বিল। যদিও এটি কার্যকর হবে জনগণনা এবং আসন পুনর্বিন্যাসের পর। কিন্তু তাতে কি হয়েছে! সর্বোপরি নিক্তির হিসাবে দাঁড়াবে, মহিলা সংরক্ষণের প্রশ্নে অন্য মহারাজারা যা করে দেখাতে পারেননি, তাই করে দেখালেন এই মহারাজা। বুঝিয়ে দিলেন এখন থেকে তিনিই রাজনীতির অ্যাজেন্ডা তৈরি করবেন।

বিরোধীরা মনে করছেন, মহারাজা এখন একটু চাপের মধ্যে আছেন। বিরোধীরা আসন্ন দেশের নির্বাচনের জন্য একজোট হয়েছেন। যদিও মহারাজা এতে সেরকমভাবে উদ্বিগ্ন আছেন বলে মনে হচ্ছে না। কিছুদিন আগেই এই দেশে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বের ২০টি দেশকে নিয়ে সম্মেলন। সাধারণ মানুষ অবশ্য এইসব সম্মেলন নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামায় না। কারণ সাধারণ মানুষ এইসব বোঝে না। কিন্তু পাড়ার চায়ের দোকানে, বাড়ির রকের আড্ডায় কিংবা পার্কে গাছের তলায় বসা গুলতানিতে মশগুল সাধারণ জনগণের আলোচনায় কী শুনতে পাচ্ছি! কোনওদিন কল্পনাও করা যায়নি, এইসব আলোচনায় এসে গেছে বিভিন্ন আমন্ত্রিত দেশগুলির কর্ণধারেরা। এই সম্মেলনের পুরো অর্থ কী তাও তারা জানে না, জানার উৎসাহও নেই। কিন্তু এক পক্ষের মহারাজ বন্দনা, আর অপর পক্ষের মহারাজের সমালোচনা। এটাই তো মহারাজা চেয়েছিলেন। এই সম্মেলনের কূটনৈতিক বিশ্লেষণ করবেন দেশের কতিপয় বিশেষজ্ঞরা, বিশ্লেষণকারীরা। তাতে সাধারণ জনগণের কি যায় আসে! এখানেই মহারাজা বুঝিয়ে দিয়েছেন, তিনিই পৃথিবীর আলোকবর্তিকা। বিশ্বজুড়ে তাঁর ভাবমূর্তি আকাশছোঁয়া। এরপর কয়েকমাস পরেই করা হবে দেশের আরাধ্য দেবতার মন্দির উদ্বোধন। প্রচারের ঢাক ব্যাপক আকার নেবে, সেটাই স্বাভাবিক। মহারাজা পর্যবেক্ষণ করবেন, বিরোধীরা এই প্রচারকে কীভাবে প্রতিহত করেন। কিন্তু মহারাজা নিশ্চিত, কিছুই করতে পারবেন না। এই সম্মেলনের মতনই দেশের সাধারণ জনগণের আবেগ, অনুভূতি আরও বেশি করে স্পর্শ করবে এই মন্দির উদ্বোধন। তিনি জানেন বিরোধীরা শুধু মহারাজের সমালোচনা করেন, কী করে দেশের উন্নতি হবে তা নিয়ে কোনও কথা বলেন না।

মহারাজা রাণীকে তাঁর রাজ্যের দুর্নীতি নিয়ে একটু চাপের মধ্যে রাখলেও, সময় বিশেষে রাণীর পরামর্শ নেন। বিরোধী জোটের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই রাণী হলেও, তিনি দেখেছেন নিজের রাজ্যে এই জোটের বিরোধী তিনি। তাই বিরোধী জোট ভাঙার অনেক আশাব্যঞ্জক কুশীলবদের মধ্যে এই রাণী একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এর পরিচয় তিনি এর আগে দিয়েছেন। যেমন গেল বছরেই উপরাষ্ট্রপ্রধানের নির্বাচনের সময়ে এই রাণীই তো মহারাজের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন, সমস্ত বিরোধী দলের বিপরীতে হেঁটে। মহারাজার এখন এক খেয়াল হয়েছে। দেশে জাতীয় ফুল আছে, জাতীয় পশু আছে, জাতীয় সঙ্গীত আছে, আরও অনেক জাতীয় বস্তু আছে। কিন্তু জাতীয় মানুষ বলে তো কেউ নেই। মহারাজের ইচ্ছা দেশের সবচেয়ে বৃহত্তম গোষ্ঠীকে এই আখ্যা দেওয়া। এই ব্যাপারে ঠিক করলেন, রাণীর সাথে পরামর্শ করবেন। রাণী মহারাজের ইচ্ছে শুনেই একদম নাকচ করে দিলেন। রাণী মহারাজাকে যে পরামর্শ দিলেন, মহারাজা শুনে তো অবাক। তিনি বললেন, এই ভুলটি একদম করবেন না। তিনি তাঁর রাজ্যের এক স্বনামধন্য কবির কথা জানালেন। অনেক গুণীজনকে নিয়ে ১৬ বছর পূর্বে সেই সময়ের রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে এক সমাবেশের নেতৃত্বদানকারী অন্যতম এক ব্যক্তি ছিলেন এই কবি। এই রাজ্যের রাণী হওয়ার পেছনে এই কবির অবদান অনেক। তিনি নাকি একটি কবিতা লিখেছিলেন, শিরোনাম হল 'হামাগুড়ি'। সেই কবিতায় মেরুদণ্ডহীন প্রাণীরা হামাগুড়ি দিয়ে রাত বিরেতে মেরুদণ্ডখানা খুঁজে বেড়াচ্ছে। সেই প্রাণীগুলি দাঁড়িয়েছিল একসময়, কিন্তু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে হামাগুড়ি দিতে বাধ্য হচ্ছে। মেরুদণ্ডী প্রাণী হলেও অবচেতনভাবে মেরুদণ্ড হারিয়ে ফেলেছে। অর্থাৎ নৈতিক মূল্যবোধগুলিকে হারিয়ে ফেলছে। রাণী বললেন, এই কবিতাটি আমি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করি। যেমন আমার রাজ্যে প্রায় এই হামাগুড়ি অবস্থাটি সৃষ্টি করা হয়েছে। যা আমি বলছি, সেটাই সবাই মেনে নিচ্ছে। দেখলেন তো চলচ্চিত্রের এক অভিনেতা, পরিচালকে কেমন মহাকাশে পাঠিয়ে দিলাম। এই রাজ্যের জন্মদিন পালন করার জন্য নিজের পছন্দমতো একটি দিনকে ঘোষণা করলাম, যদিও সেই দিনে রাজ্যের জন্ম হয়নি। এই যে নানাবিধ প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক অনুদান দিচ্ছি, কেন? এই অর্থপ্রাপ্তি অথবা অনুদানের মাধ্যমে তাদের চেতনাগুলিকে নিস্তেজ করে রাখতে সাহায্য করছি। এই অনুদানগুলি তাদের বোধগুলির মৃত্যু ঘটায়, পরিশ্রম করে অর্জনের পরিবর্তে; হাত পেতে নিতে শেখায়। তাহলেই তো তারা আমার বুলির সাথে নিজের বুলি মিলিয়ে দেবে। অনেকটা যেন সেই 'হীরক রাজার দেশে'র সিনেমার মতন, তাই না! মানুষকে যেখানে করে দেওয়া হয় বোধবুদ্ধিহীন, চিন্তাশক্তিহীন; একটি 'যন্তরমন্তর' কক্ষে ঢুকিয়ে, যেখানে যে বুলি শেখানো হবে, সেটাই সে বলবে। লক্ষ্য তো করেছেন, কী সুন্দর এবং পরিকল্পিতভাবে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছি। রাজ্যে চাকরির অভাব তো কী হয়েছে, যুবসমাজকে ঘুগনি-আলুর দমের দোকান দিয়ে ব্যবসা করতে বলেছি। তাই পরামর্শ দিচ্ছি; ঘোষণা করুন, প্রতি বছর একটি বিশিষ্ট দিনে 'জাতীয় মানুষ' হিসেবে দশজন বুদ্ধিজীবী অর্থাৎ লেখক, শিক্ষক, বিজ্ঞানী, ইত্যাদিদের মধ্য থেকে বেছে নিয়ে বিশেষ পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হবে। এবং এই পুরস্কার তাঁরাই পাবেন, যারা হামাগুড়ি রীতিনীতি মেনে নিজেদের মেরুদণ্ডখানা খুঁজে বেড়াবেন।

জানলা দিয়ে হলুদ রোদের কিরণ এসে পড়ে চোখের উপর। মানুষ যে কত রকম স্বপ্ন দেখে! ঘুম ভাঙতেই এক চোট হেসে ফেলি। ঘুমের ঘোরে আমার অবচেতন মনে ঠাম্মি এসেছিলেন। এই রূপকথার গল্পটি আমাকে শোনাচ্ছিলেন, স্বপ্নে। কিন্তু ঠাম্মি যে আজ বেঁচে নেই। আফসোস, জানা হল না; রাণীর এই আজগুবি পরামর্শ মহারাজা বাস্তবায়ন করেছিলেন কি না? হয়তো করেছিলেন কিংবা করেননি। কিন্তু যে মহারাজা উচ্চ পর্যায়ের, গুরুগম্ভীর, সাধারণ জনতার বোধগম্যের অতীত, নিরস একটি সম্মেলনের বিষয়কে বিশ্বকাপের মতো উত্তেজনার আবহ তৈরি করতে পেরেছিলেন; সেখানে রাণীর দেওয়া পরামর্শ কার্যকর করার দরকার আছে কি? কারণ তিনি তো নিশ্চিত, সমালোচনায় মুখর বিরোধী জোট কখনোই ঐক্যবদ্ধ হয়ে মহারাজার বিরুদ্ধে লড়তে পারবেন না।

পরিশেষে জানাই; স্বপ্নে দেখা কাহিনিটি কিন্তু নিছক-ই একটি কল্পিত গল্প, বাস্তবের সাথে কোনো সাদৃশ্য খুঁজতে যাওয়া বৃথা। কথিত আছে স্বপ্নের সাথে বাস্তবের একটু মিল থেকে যায়, তবে এখানে সেটি কাকতালীয়। কিন্তু মনটা যে কিছুতেই সুস্থির হচ্ছে না 'মেরুদণ্ড' নামক শব্দটিকে নিয়ে। যদি কেউ, সর্বগ্রাসী ভয়ের সামনে রুখে দাঁড়ায়, দুর্নীতির-অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে, তাহলে কি সর্বনাশের বাজনা বেজে উঠবে? যদি মেরুদণ্ড থাকে, তাহলে কি কেউ রুখে দাঁড়াবে না? সব কিছু মেনে নেওয়াটাই কি সাধারণ মানুষের একমাত্র ভবিতব্য? এই মেরুদণ্ডটাই যে মানুষের বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। অনেকে অনেক কিছু দেখেও নীরব আছেন দেখে এমন মনে করার কারণ নেই যে, তাঁরা অর্থাৎ প্রকৃত বুদ্ধিজীবী যারা রাজপ্রসাদ লাভের অনুগ্রাহী নয় এবং মধ্যবিত্ত সাধারণ মানুষ; তাঁদের ধৈর্য কিন্তু অপরিমিত নয়। সব কিছুতেই চোখ বুজে আছেন অথবা সমর্থন করছেন, এরকম মনে করার কোনও কারণ কিন্তু নেই। সবাইকে কিন্তু 'যন্তরমন্তর' কক্ষে ঢোকানো যায় না। কারণ সর্বযুগেই যথাসময়ে একজন 'উদয়ন পণ্ডিত'এর আবির্ভাব হয়।

বৈচিত্রে ভরা কুমারিয়া গ্রামের পিতলের দুর্গা পুজো

দীপংকর মান্না

এক ফুট উচ্চতার পিতলের সিংহাসন।তার ভিতরে আট ইঞ্চি কারুকার্যময় পিতলের দুর্গা। দেবীর দু'হাত।এক হাতে বরাভয়। আর এক হাতে কল্যাণ মঙ্গলাময়ী মুদ্রা। দেবীর সাথে থাকে না লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক ও গনেশ। পরিবর্তে দেবীর ডানদিকে থাকে মা মনসা।এই দেবী এখানে অভয়া দুর্গা নামে পরিচিতি। বৈচিত্রময় ব্যাতিক্রমী এই অভয়া দুর্গা দেখা যায় হাওড়া আমতার কুমারিয়া গ্রামে। দেবীর নিত্য পুজো তো বটেই, দেবী দুর্গার সাথে চার দিন ধরে চলে অভয়া দুর্গার আরাধনা।

দামোদর নদ ও মান্দারিয়া খালে ঘিরে রাখা রসপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন কুমারিয়া গ্রাম। গ্রামে তফসিলি, নাপিত, কুমোর, কাঁহার, রাজবংশী ও মাহিষ্য মানুষের বাস। গ্রামের মাঝামাঝি স্থানে মন্ডল বাড়ি। বেশিরভাগ মানুষই ব্যবসার সাথে যুক্ত। বর্তমানে মন্ডল বাড়িতে গোবদ্ধন মন্ডল, নকুর মন্ডল, বনমালী মন্ডল, স্বপন মন্ডল, বিকাশ মন্ডল, সনৎ মন্ডল, বিশ্বজিৎ মন্ডল, রেখা মান্না, অমর মান্না সহ সতের আঠার ঘর। ১৫০-২০০ মানুষের বাস। গোটা গ্রামে বাস করেন আনুমানিক সাড়ে চার হাজার মানুষ। যতদূর জানা যায় আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর আগে বর্ধমানের রাজা কুমারিয়া গ্রামের মন্ডল বাড়িকে পিতলের এই ধাতুর মূর্তিটি উপহার দেন। রাজার নির্দেশেই চলে দেবীর আরাধনা। প্রথা অনুযায়ী দেবীকে প্রতিদিন সকালে স্নান করিয়ে পুজো করা হয়। দেবীর পরনের বেনারসী কাপড় প্রতিদিন পরিবর্তন করা হয়।এক কেজি চাল ও আটটি বাতাসা দিয়ে দেওয়া হয় নৈবেদ্য।এই পরম্পরা চলে আসছে গত দু'শো বছর ধরে। সন্ধ্যায় আবার পুজো, সন্ধারতি, শাঁখ বাজানো। পুজো শেষে অভয়া দেবী শুইয়ে দেওয়া হয় পিতলের সিংহাসনে।সিংহাসনের ওপর টাঙিয়ে দেওয়া হয় মশারি। এখানে উল্লেখ্য, যেহেতু দেবীর মন্দিরে শাঁখ বাজে, তাই সকাল সন্ধ্যায় কোন মন্ডল বাড়িতে বাজে না কোন শাঁখ। দেবী অভয়ার নামে আছে দুটো বড় বড় পুকুর ও কয়েক বিঘা জমি। পুকুর ও জমির আয়ে চলে দেবীর আরাধনা।

পরম্পরা মেনে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমীতে হয় দেবী অভয়া দুর্গার আরাধনা। অষ্টমী পুজোয় দেওয়া হয় দেড় মন আতপ চালের নৈবেদ্য। পুজোর নৈবেদ্য ভাগ পায় ব্রাহ্মন, কুমোর, মালাকার, নাপিত, ঢাকী ও দায়ী মা। নবমীতে দেওয়া হয় মুড়ি, মুড়কি ও নারকেল নাড়ুর নৈবেদ্য। এখানে সন্দেশ পুরোপুরি বর্জিত। নৈবেদ্যর প্রসাদ বিতরণ করা গরিব দুঃখী সহ গ্রামবাসীদের। দশমীর বিসর্জন প্রথা বেশ অভিনব। দেবী ঘট ও মনসা ঘটকে সাজিয়ে সারিবদ্ধভাবে মন্ডল বাড়ির পুরুষ মহিলারা নিয়ে আসে দেবীর নির্দিষ্ট বড় পুকুরে। প্রথা অনুযায়ী পুকুড় পাড়ের তিন বার ঘোরায় পর ঘট বিসর্জন করা হয় পুকুরের দক্ষিণ পূর্ব কোণে। যদি বন্যা বা বর্ষায় পুকুর ডুবে যায় তাহলে ঘট দু'টি তালগাছের ডিঙিতে চাপিয়ে পুকুরের চারপাশ ঘুরিয়ে বিসর্জন করে হয়। অভিনবত্ব দেখা যায় লক্ষ্মী পুজোতেও। ঢাক ঢোল বাজিয়ে নিকটবর্তী ব্রাহ্মণ বাড়ি থেকে শ্রদ্ধা সহকারে আনা হয় নারায়ণ। পুজো শেষে আবার একই পদ্ধতিতে ব্রাহ্মণ বাড়িতে দিয়ে আসা হয় নারায়ণ। তবে একই রাস্তায় নয়, যে রাস্তা দিয়ে নারায়ণ আনা হয় তার উল্টো রাস্তা দিয়ে নারায়ণ পৌঁছে দিয়ে আসা হয়। যারা নারায়ণ দিয়ে আসতে যায় তাদের সকলকে ব্রাহ্মণ বাড়ি থেকে সরু চাকলি পিঠে খাওয়ানো হয়। এই রীতি আজও চলে আসছে। আবার রীতি আছে, যেহেতু দেবীর অভয়ার পায়ে নুপুর আছে, তাই মন্ডল বাড়ির বিবাহিত অবিবাহিত কোন মহিলার পায়ে থাকে না নুপুর। দুটো চিল দেখা গেলে তবেই সাজানো ও প্রস্তুতি নেওয়া হয় বিসর্জনের ঘট। গ্রামে আগে একমাত্র দেবী অভয়াই ছিল দেবী দুর্গা। মন্ডল বাড়ি সহ গোটা কুমারিয়া গ্রাম পুজোর চার দিন মেতে থাকতেন হৃদয়ের টানে। গত ৫৩ বছর ধরে কুমারিয়া গ্রামে সর্বজনীন দুর্গোৎসব চলে আসছে। তবে কুমারিয়া মন্ডল বাড়ির সাবেকিয়ানা ও কুমারিয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব এর আধুনিকতা দুই পুজোর মেলবন্ধনকে আঁকড়ে রেখেছে গ্রামের সহজ সরল মানুষের আন্তরিকতা।

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ভান্ডারের টাকায় দশভুজার আবাহন লক্ষ্মীদের

চিত্ত মাহাতো

ঝাড়গ্রাম: লক্ষ্মীর ভান্ডারের টাকা জুগিয়ে প্রথমবার তাঁদের গ্রামে দুর্গাপূজার আয়োজন করছেন বেলপাহাড়ি ব্লকের আশাকাঁথি গ্রামের মহিলারা। লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের অধীন এই গ্রামের ১৫০ জন মহিলা দুর্গাপুজোর জন্য একটি তহবিল গঠন করেছেন। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন স্কুল কলেজের পড়ুয়ারা। তাঁরা তাঁদের প্রতিদিনের টিফিন খরচ বাঁচিয়ে মহিলাদের পুজোর তহবিলে সেই টাকা দান করেছেন।

লক্ষ্মীর ভান্ডারের উপভোক্তা এবং পড়ুয়াদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এবার প্রথম সর্বজনীন দুর্গাপূজা হচ্ছে আশাকাঁথি গ্রামে। প্রত্যন্ত এই গ্রামের বাসিন্দাদের এতদিন বেশ কিছুটা দূরের জয়পুর কিংবা শিলদায় পুজো দিতে এবং দেবী দর্শনের জন্য যেতে হত। এবার লক্ষ্মীর ভান্ডারের কয়েকজন উপভোক্তা মহিলা নিজেদের গ্রামে দুর্গাপূজা করতে উদ্যোগী হন এবং সকলে মিলে আলোচনায় বসেন। সেই বৈঠকেই ঠিক হয় লক্ষ্মীর ভান্ডারের ১৫০ জন উপভোক্তা এক মাসের ৫০০ টাকা পুজো তহবিলে দিলেই পুজোর খরচের একটা বড় অংশের সাশ্রয় হয়ে যাবে। এই গ্রামের সাধারণ মহিলারা লক্ষ্মীর ভান্ডারে ৫০০ টাকা করে এবং অনগ্রসর জনজাতির মহিলারা ১০০০ টাকা করে পান। তাঁদের একমাসের দেওয়া টাকায় গড়ে তুলেছেন পুজোর তহবিল। মহিলা পরিচালিত দুর্গাপূজার জন্য ১৩ জনের একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

পুজো কমিটির সভানেত্রী শোভারানি চন্দ্র জানিয়েছেন, গ্রামের মহিলারা অনেকদিন ধরেই আলোচনা করছিলেন দূরের গ্রামে পুজো দেখতে না গিয়ে নিজেদের গ্রামে দুর্গাপুজো করলে কেমন হয়। সেইমতো গ্রামে পুজো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এজন্য এগিয়ে আসেন লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের ১৫০ জন উপভোক্তা। সভানেত্রীর পাশাপাশি পুজো কমিটির সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন যথাক্রমে শোভা শবর এবং প্রভাতী শবর। তাঁরা জানান, গ্রামে পুজোর আয়োজন করায় গ্রামবাসীরা সকলেই খুশি। অন্যান্য স্কুল ও কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে টিফিন খরচের পয়সা জুগিয়ে পুজো কমিটিকে দান করা প্রীতি নন্দী, মানসী চন্দ্ররা বলেন, ‘গ্রামের মহিলারা মাতৃ আরাধনার আয়োজন করেছেন। আমরা তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছি।’

জানা গেছে পুজোর মোট খরচ ধরা হয়েছে এক লক্ষ টাকা। তার মধ্যে লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্পের উপভোক্তাদের থেকে ৭৫ হাজার টাকা পাওয়া যাচ্ছে। কিছু টাকা আসছে স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে।

ভাগীরথীতে বিশালাকার কুমির জালবন্দি, আতঙ্কিত এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বেশ কয়েক দিন ধরে ভাগীরথী নদে একটি কুমিরকে ভেসে থাকতে দেখা যাচ্ছিল। যাকে ঘিরে পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার অগ্রদ্বীপ কালিকাপুর গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

এই বিষয়ে বন দপ্তরে জানানো হলে বুধবার দুপুরে বিশাল আকৃতির ওই কুমিরটিকে জালবন্দি করেন বন দপ্তরের কর্মীরা। গ্রামবাসীদের সঙ্গে বন দপ্তরের কর্মীরা এদিন ভাগীরথীতে অভিযানে নেমে প্রায় সাত ঘণ্টার চেষ্টায় কুমিরটিকে জালবন্দি করেন।এদিন কুমির দেখতে ভাগীরথীর তিরে উপচে পড়ে মানুষের ভিড়। আপাতত কুমিরটিকে রাখা হয়েছে কাটোয়ার বন দপ্তরের অফিসে।

কাটোয়ার অগ্রদ্বীপের কালিকাপুরে ভাগীরথী নদ পারাপারের জন্য রয়েছে ফেরিঘাট। এদিন ভোরে ফেরিঘাট চালু করতে আসেন ঘাট কর্তৃপক্ষ অভিজিৎ হালদার। তখনই তিনি কুমিরটিকে ঘাটের কাছে শুয়ে থাকতে দেখেন। তৎক্ষণাৎ তিনি গ্রামের মানুষজনকে কুমিরের বিষয়ে জানান। খবর যায় বন দপ্তরে। বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ বন দপ্তরের কর্মীরা এসে পৌঁছন। গ্রামবাসী ও বন দপ্তরের কর্মীরা একযোগে চেষ্টা চালিয়ে কুমিরটিকে জালবন্দি করতে সক্ষম হন। গ্রামবাসী আঙুর শেখ বলেন,‘ কুমিরের আতঙ্কে আমরা জলে নামতে ভয় পাচ্ছিলাম। কুমিরের আতঙ্কে মৎসজীবীরাও ভাগীরথী নদে মাছধরা বন্ধ করে দিয়েছেন। এখনও ভাগীরথীতে কুমির আছে কিনা কে জানে।’ বর্ষায় ভাগীরথী নদে জল বাড়তেই কয়েকদিন আগে দেখা মিলেছিল ঘরিয়াল। এবার ভাগীরথীতে বিশাল আকৃতির কুমিরের দেখা মেলায় আতঙ্ক তাড়া করে বেড়াচ্ছে ভাগীরথী তীরবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের।

জেলার বন আধিকারিক নিশা গোস্বামী জানান, কাটোয়ার অগ্রদ্বীপে ভাগীরথী থেকে যে প্রাণিটিকে ধরা হয়েছে, সেটা ঘরিয়াল নয়, কুমির। শারীরিক অবস্থা বোঝার জন্য কুমিরটিকে এখন পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। পরে ভাগীরথী নদে কোনও এক জায়গায় সহায়ক পরিবেশ খুঁজে কুমিরটিকে ছেড়ে দেওয়া হবে।

প্রধান গড় হাজির, পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন না হওয়ার দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পূর্ব বর্ধমান জেলার রায়নার ১ নম্বর ব্লকের নাড়ু গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করা হলেও, প্রধান হাজির না হওয়ায় বুধবারও পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হল না বলে অভিযোগ। বিরোধীদের অভিযোগ, শাসকদলের ভিড় থাকায় ভয়ে প্রধান উপস্থিত হতে পারেননি পঞ্চায়েতে। অপরদিকে শাসকদলের কর্মীদের দাবি, হাইকোর্টের বিচারাধীন বিষয় এখানে কেউ কোনও সিদ্ধান্ত নেবে না। হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত সিদ্ধান্ত মান্যতা পাবে।

পূর্ব বর্ধমানের রায়না এক নম্বর ব্লকের নাড়ু গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানের আসনটি এসটি সংরক্ষিত। পঞ্চায়েত ভোটে এই একটি সিটে এসটি প্রার্থী কংগ্রেসের হয়ে জয়ী হন। বাকি আসন সবকটি তৃণমূল পেলেও, একটি মাত্র কংগ্রেস হওয়াতে প্রধান নির্বাচিত হওয়ায় সমস্যায় পড়েন পঞ্চায়েত। এরপর হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলে হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত, কংগ্রেসের জয়ী প্রার্থীকেই প্রধান করতে হবে। কারণ আর কোনও এসটি মহিলা প্রার্থী ওই পঞ্চায়েতে জয়ী হননি। সেইমতো বুধবার ছিল প্রধান পদে শপথ গ্রহণ করার দিন। সেই কারণে নাড়ু গ্রাম পঞ্চায়েতে পুলিশি ব্যবস্থা জোরদার করেছিল প্রশাসন। সকাল গড়িয়ে বিকেল হয়ে যাওয়ার পরও কংগ্রেস প্রার্থীর দেখা মেলেনি বলে অভিযোগ। সেই কারণে বুধবারও নাড়ু গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হয়নি। টেলিফোনে কংগ্রেসের প্রার্থী জানান, বিশেষ কারণে তিনি পঞ্চায়েতে যেতে পারেননি। রায়না ১ পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ বামদেব মণ্ডল জানান, হাইকোর্ট যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সেই সিদ্ধান্তকেই দল মান্যতা দেবে। ওনার ভয়ের কোনও বিষয় নেই। উনি কেন এলেন না, সেটা তিনিই বলতে পারবেন। এখন দেখার ওই কংগ্রেস প্রার্থী কি প্রধান হবেন না তিনি দল বদল করবেন।

অধিকাংশ জায়গায় নিকাশি না থাকায় বৃষ্টির জমা জলে বন্দিদশার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থা না থাকায় এখনও বৃষ্টির জমা জলে বাসিন্দাদের বন্দিদশার অভিযোগ। গত সপ্তাহের শনিবারের একটানা বৃষ্টির পর পাঁচ দিন কেটে গেল এখনও পর্যন্ত ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের অধিকাংশ এলাকা থেকে বৃষ্টির জমা জল নিকাশি হয়নি বলে অভিযোগ। আর এই পরিস্থিতি নিয়ে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। তাঁদের দাবি, জমা জলের কারণে যেমন বাড়ছে পোকামাকড়ের উপদ্রব। তেমনই ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ। এমনকি অনেক এলাকার বাসিন্দাদের বাড়ির ভিতরে জলবন্দি দশার জন্য ঘরের আসবাবপত্র সরিয়ে আনতে হয়েছে বলেও অভিযোগ। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের এই পরিস্থিতি নিয়ে এখন রাজনৈতিক টানাপোড়েনও শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তেলিপুকুর, জগন্নাথপুর, ডকপুকুর,কুলদীপ মিশ্র কলোনি, নরসিংকুপ্পা সহ আরও বেশ কয়েকটি এলাকায় কোনও নিকাশি ব্যবস্থা আজও গড়ে ওঠেনি বলে অভিযোগ। যার ফলে চরম বৃষ্টির জেরে এখন জলবন্দি হয়েই থাকতে হচ্ছে সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিকাংশ বাসিন্দাদের। ওই সব এলাকার অধিকাংশ নিকাশির জল বাড়ির সামনেই গর্ত করেই জমা করা হয় বলেই দাবি বাসিন্দাদের। তার ওপর বৃষ্টির জমা জল মিলেমিশে একাকার অবস্থা তৈরি হয়েছে। কেন এতদিনেও সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের স্থায়ী নিকাশি নালা তৈরি হল না, তা নিয়েও বিস্তর প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন বাসিন্দারা।

ডকপুকুর এলাকার একাংশের অভিযোগ, বারোমাস এই নোংরা জলের মধ্যেই তাঁদের থাকতে হয়। টানা বৃষ্টিতে রীতিমতো জলমগ্ন হয়ে পড়েছে গোটা এলাকা। রাস্তার ওপরেও নোংরা জল উপচে পড়ছে। স্থায়ী নিকাশি নালা না থাকার কারণে এখন চরম দুর্দশার মুখে পড়তে হয়েছে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাসিন্দাদের। ইংরেজবাজার পুরসভার বিজেপি দলের কাউন্সিলর অম্লান ভাদুড়ি জানিয়েছেন, পুরসভার উদাসীনতার কারণেই ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের স্থায়ী নিকাশি ব্যবস্থার সমাধান হয়নি। যার ফলে সামান্য বৃষ্টিতেও মানুষকে ভুগতে হচ্ছে। ইংরেজবাজার পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূলের কাউন্সিলর সুজিত সাহা জানিয়েছেন, ‘গত পুরো নির্বাচনে আমি প্রথম নির্বাচিত হয়ে এই ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের দায়িত্ব পেয়েছি। এতদিন এখানে বাম - কংগ্রেস দলের কাউন্সিলররা রাজত্ব করে এসেছেন। দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মানুষের কোনও সমস্যার সমাধানই তাঁরা করতে পারেননি। অথচ ইতিমধ্যে যেসব জায়গায় নিকাশি ব্যবস্থা ছিল না, তা গড়ে তোলা হয়েছে। কিছু কিছু জায়গায় এখনও কাজ বাকি আছে। সেটিও দ্রুততার সঙ্গে করা হবে। পাশাপাশি বৃষ্টির জমা জল পাম্পের মাধ্যমে বের করে দেওয়ার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’

রামমোহন রায়ের ১৯১তম জন্মদিবসে খানাকুলে শ্রদ্ধার্ঘ্য

মহেশ্বর চক্রবর্তী

হুগলি: রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়ান দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ্য ভারতবাসীর। এদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের প্রয়ান দিবস পালিত হয় তাঁর জন্ম ভিটাতে। হুগলির খানাকুলের রাধানগরে রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভিটেতে রাধানগর রামমোহন মেমোরিয়াল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে সকাল থেকে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদানের মাধ্যমে শ্রদ্ধা জানান বিশিষ্ট জনেরা। এরপর রাধানগরের জন্মভিটায় শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং রামমোহনের সমাধি স্মারকে মাল্যদান করেন রাজা রামমোহন রায় অনুরাগী মানুষ ও বিশিষ্ট জনেরা। তারপর সেখানেও রামমোহনের আবক্ষ মূর্তিতে মাল্যদান করে অনুষ্ঠানের সূচনা করা হয়। এরপর রামমোহন মেমোরিয়াল হলের মধ্যে একটি আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উপস্থিত ছিলেন রামমোহন মেমোরিয়াল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের সম্পাদক দেবাশিস

শেঠ, রাজা রামমোহন রায়ের বংশধর নিত্যানন্দ মুখার্জিসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। রাধানগর রামমোহন মেমোরিয়াল অ্যান্ড কালচারাল অর্গানাইজেশনের সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশিস শেঠ জানান, ‘রাজা রামমোহন রায় আমাদের কাছে অমৃত পুরুষ, তাঁর মৃত্যু নেই। আজও এতদিন পরেও তার জীবনাদর্শ তার চিন্তা দর্শন সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। আমরা যুব সমাজের কাছে তার বার্তা সঠিকভাবে পৌঁছে দিতে চাই।’

পোস্ত দানায় আগমনীর বার্তাবাহক ‘কাশফুল’

নজির বাঁকুড়ার যুবকের

সৈয়দ মফিজুল হোদা

বাঁকুড়া: নীল আকাশ আর কাশফুলের সারি যেন জানান দিচ্ছে শারদীয়া আসন্ন। পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অলিতে গলিতে, মণ্ডপে মণ্ডপে প্রাণ পাচ্ছে আগমনীর রূপ। এইবার একটা ছোট্ট পোস্ত দানায় প্রাণ পেলেন মা দুর্গার আগমনের বার্তাবাহক ‘কাশফুল’। বাঁকুড়া জেলার ওন্দার তেল্লা গ্রামের বাসিন্দা অঙ্কুর সামন্ত, এক মিলিমিটারেরও কম একটি পোস্ত দানায় কাশফুল এঁকে নজির গড়লেন।

অঙ্কুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপ্লোমা করার পর ভর্তি হয় বিটেক ডিগ্রি অর্জনের জন্য, কিন্তু মাঝপথে বাবার মৃত্যু হওয়ায় ব্যবসার হাল ধরতে হয় তাঁকে। তার জেরে তাঁর বিটেক ডিগ্রি অর্জন সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি ওন্দার তেল্লা গ্রামেই একটা ছোট্ট হার্ডওয়ারের দোকান সামলান। কিন্তু কথায় বলে, প্রতিভাকে আটকানো যায় না। তারই বহিঃপ্রকাশ দেখা গেল এই ধরনের

শিল্পকর্মে। এর আগেও তিনি ছোট্ট পোস্ত দানায় ভারতের জাতীয় পতাকা এঁকে ‘ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে’ জায়গা করে নিয়েছে। এই ক্ষেত্রেও তাঁর ইচ্ছে তিনি যেন যোগ্য সম্মান পান। অঙ্কুর পরবর্তীতে আরও নজিরবিহীন শিল্প সৃষ্টির ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০১৭, ফোন নং - ০৩৩-৬৬৫৫৭৮৪৮/৮৩৯/৮২৩
ওয়েবসাইট : www.idbibank.in, CIN : L65190MH2004GOI148838

[পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১) দখল নোটিশ, (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (২০০২-৫৪) আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে** নিম্নোক্ত তারিখে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন সমুদয় বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায়, আরও বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণের প্রতি নিম্নস্বাক্ষরকারী সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩ ধারার (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নস্বাক্ষরকারী নিম্নোক্ত অ্যাকাউন্টগুলির বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/সহ-ঋণগ্রহীতাগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই জামিনদত্ত সম্পত্তির লেনদেন না করেন, কোনরূপ লেনদেন **আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.**,-এর সমুদয় বকেয়া, প্রযোজ্য সুদ, জরিমানা সুদ, শুল্ক, চার্জ আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিশোধ সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

ক্রম নং	ক) ঋণগ্রহীতাগণ/ সহ-ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতার নাম	১. দাবি নোটিশের তারিখ ২. দখলের তারিখ ৩. দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া দাবি	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত
১.	ক) ঋণগ্রহীতা : **পুষ্পল রায়**	১. ০৮.০৬.২০২৩ ২. ২৬.০৯.২০২৩ ৩. ৯৬,৫৮,৯৪৪.০০ টাকা **(ছিয়ানব্বই লাখ আটান্ন হাজার নশো চুয়াল্লিশ টাকা) টাকা** ১০ অক্টোবর ২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	**সম্পত্তি -১** : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল ফিনিশড ফ্ল্যাট নং সি১, চতুর্থ তলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে উক্ত জি-৩ তলা ভবনে পরিমাণ ৯৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, ২ বেড রুম, ১ ব্যালকনি, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, এবং ২ টয়লেট এবং প্রিভি অবস্থিত পুর হোল্ডিং এবং প্রেমিসেস নং ৭০এ, পুলিন এভিনিউ, থানা- দম দম, কলকাতা- ৭০০০৮১, দম দম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং নির্মিত ভবনের যাবতীয় সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত জমির পরিমাণ ২ কাঠা ১৪ ছটাক ১৫ বর্গফুট কমবেশি মৌজা- সুলতানপুর, আরএস দাগ নং ২০০৩, আরএস খতিয়ান নং ১৬৩৫, আরএস ১৪৮, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, এডিএসআর কাশীপুর দম দম এবং পুরসভা হোল্ডিং এবং প্রেমিসেস নং ৭০এ, পুলিন এভিনিউ, থানা-দমদম, কলকাতা - ৭০০০৮১, দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে : প্লট নং ১২, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক এবং প্লট নং ১২, পূর্বে : আরএস দাগ নং ২০১৩, পশ্চিমে : প্লট নং ১৫ এবং ১৫এ। **সম্পত্তি -২** : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ টাইল সমন্বিত মেঝে বসবাসের ফ্ল্যাট নং ই, ব্লক ২, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৮৭ বর্গ ফুট , কমবেশি দ্বিতীয় তলে, বহুতল (জি-৪) ভবন পরিচিত ফেয়ার রেসিডেন্সি , অবস্থিত জমির পরিমাণ ১২৫.৩৩ (একশো পঁচিশ দশমিক তেত্রিশ) ডেসিমেল কমবেশি জেএল নং ২৫, আরএস নং ১৩৮, তৌজি নং ১৪৬, পরগনা- আনওয়ারপুর, মৌজা- গুচুরিয়া, সংযুক্ত পুর হোল্ডিং নং ১৩৮/বি, সোদপুর রোড (পশ্চিম), মধ্যমগ্রাম পুরসভার ওয়ার্ড নং ১৮ অধীন, থানা- পূর্বতন বারাসত, বর্তমানে মধ্যমগ্রাম, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া পুর সড়ক, দক্ষিণে : ৬০ ফুট চওড়া সোদপুর রোড, পূর্বে : রতন বোস, রঞ্জিত সাহা, স্বপন দাস এবং অন্যান্যর জমি, পশ্চিমে : সুদর্শন পাল এবং মনোজ সাহার জমি সমন্বিত। **সম্পত্তি ৩** : সংশ্লিষ্ট সকল অংশ স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল ফিনিশড ফ্ল্যাট নং এ১, দ্বিতীয় তলে, দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে জি-৩ তলা ভবনে পরিমাণ ৯৬০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি, দুই বেড রুম, এক ব্যালকনি, এক ডাইনিং, এক কিচেন, এবং দুই টয়লেট এবং প্রিভি অবস্থিত পুর হোল্ডিং এবং প্রেমিসেস নং ৭০এ,পুলিন এভিনিউ, থানা-দমদম, কলকাতা- ৭০০০৮১,দমদম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি নিম্নোরূপ: উত্তরে : প্লট নং ১২, দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া পুরসড়ক, পূর্বে : আরএস দাগ নং ২০১৩,পশ্চিমে: প্লট নং ১৫ এবং ১৫এ সমন্বিত।
২.	ক) ঋণগ্রহীতা : **সঞ্জয় কাঞ্জিলাল** সহ-ঋণগ্রহীতা **সীমা কাঞ্জিলাল**	১. ১৬.০৬.২০২৩ ২. ২৬.০৯.২০২৩ ৩. ৭৭,১৫,৪৮৮.০০ টাকা **(সাতাত্তর লাখ পনের হাজার চারশো অষ্টআশি টাকা) টাকা** ৯ এপ্রিল ২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৩ কাঠা , মৌজা - কৃষ্ণচন্দ্রপুর, জেএল নং ৩৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪৩৬, আরএস খতিয়ান নং ১৫৮৩, এলআর খতিয়ান নং ২১১৮। থানা - বনগাঁ, সুন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা। **চৌহদ্দি নিম্নোক্ত মতে** : উত্তরে : দীপক হালদার, দক্ষিণে এবং পশ্চিমে : সরজিৎ সরকার এবং বিকাশ সরকার, পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ দক্ষিণ পর্যন্ত দাগ নং ১৪৩৬ এবং আরও দাগ নং ১৪৩৫ এবং শেষ সড়কপর্যন্ত।
৩.	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী অনিমেষ বিশ্বাস** সহ-ঋণগ্রহীতা : **শ্রী নিখিল বিশ্বাস** **শ্রীমতি সুবলা বিশ্বাস** **শ্রী উজ্জ্বল বিশ্বাস**	১. ২৮.০৪.২০২৩ ২. ২৫.০৯.২০২৩ ৩. ২৪,৬২,৫৭৪.৩২ টাকা **(চব্বিশ লাখ বাষট্টি হাজার পাঁচশো চুয়াত্তর টাকা এবং বত্রিশ পয়সা) টাকা** ১০.১২.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৪ ৭/৮ শতক কম বেশি এবং দ্বিতল ভবন সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৬৮ বর্গফুট (জিএফ ৬০৮-এফএফ ৪৬০) অবস্থিত মৌজা - কালীনগর, জেএল নং ১০, তৌজি নং ২৬৫২, আরএস খতিয়ান নং ১২১, এলআর খতিয়ান নং ৫২০৮/১, দাগ নং ২৬৯৩, এলআর দাগ নং ৪২৯৭, থানা - কাকদ্বীপ (সুন্দরবন), জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে - যাদব দাস এবং অন্যান্যর সম্পত্তি, দক্ষিণে - অসিত বিশ্বাস, পূর্বে - ১০ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে - ১ ফুট চওড়া নিকাশি ড্রেন। এবং সংশ্লিষ্ট ভবন নির্মাণ স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভাবে সংযুক্ত যাবতীয় সম্পত্তি।
৪.	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী আহমদুল্লা শেখ** সহ-ঋণগ্রহীতা **শ্রী মেহবুব আলি শেখ**	১. ১৭.০৫.২০২৩ ২. ২৫.০৯.২০২৩ ৩. ২৬,৪৭,৩৮৭.০৮ টাকা **(ছাব্বিশ লাখ সাতচল্লিশ হাজার তিনশো সাতাশি টাকা এবং আট পয়সা) টাকা** ১০.০৯.২০২২ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ৪ শতক এবং ৫ শতক - ১২ শতক থেকে অবস্থিত মৌজা - সীতারামপুর, জেএল নং ৭, তৌজি নং ৪০০ বি/১, আরএস খতিয়ান নং ৮৮২ এবং ৭০২, এলআর খতিয়ান নং ৩৩৪ এবং ৩২৮১, আরএস দাগ নং ২৯৯৩ এবং ২১৭২, এলআর দাগ নং ৪০৮১ এবং ৩০৭১, থানা - কাকদ্বীপ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনা সূর্যনগর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন সম্পত্তির চৌহদ্দি নিম্নরূপ : উত্তরে - আমিনা বিবির জমি, পূর্বে - আহমদুল্লা শেখের অবশিষ্ট সম্পত্তি, দক্ষিণে - সাধারণের চলার পথ এবং আলি আজগর পাইকের জমি, পশ্চিমে - মেহবুব আলি শেখের সম্পত্তি সমন্বিত এবং সংশ্লিষ্ট ভবন এবং নির্মাণ স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভাবে সমুদয় সম্পত্তি।
৫.	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী অশোক কুমার ঘোষ** সহ-ঋণগ্রহীতা **শ্রী অভিষেক ঘোষ**	১. ১৪.০৭.২০২৩ ২. ২৬.০৯.২০২৩ ৩. ৩১,৩৪,০৩৫.৬২ টাকা **(একত্রিশ লাখ চৌত্রিশ হাজার পঁয়ত্রিশ টাকা এবং বাষট্টি পয়সা) টাকা** ০৯.০৪.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ দ্বিতল ভবন (জমির পরিমাণ ০.৯২ ডেসিমেল অভিষেক ঘোষের নামে এবং ১.৮৫২ ডেসিমেল শ্রী অশোক কুমার ঘোষের নামে) অবস্থিত দোগাছিয়া ঘোষ রোড, মৌজা - দোগাছিয়া, জেএল নং ৯৫, দাগ নং ১০৭৭ এবং ১০৭৮, এলআর খতিয়ান নং ৩০, থানা - অশোকনগর, গুমা ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৭৪৩৭০২, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি সংশ্লিষ্ট মতে উত্তরে - পুকুর, দক্ষিণে - ১০ ফুট চওড়া ঘোষ রোড, পূর্বে - ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ, পশ্চিমে - গৌর চন্দ্র ঘোষের সম্পত্তি এবং তদস্থিত একতলা নির্মাণ স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভাবে সমুদয় সম্পত্তি।
৬.	ক) ঋণগ্রহীতা : **শ্রী সিন্টু শীল** সহ-ঋণগ্রহীতা **শ্রীমতি শ্বেতা পাল**	১. ০৮.০৬.২০২৩ ২. ২৬.০৯.২০২৩ ৩. ৩৩,৩৮,৪৫৪.০৬ টাকা **(তেত্রিশ লাখ আটত্রিশ হাজার চারশো চুয়ান্ন টাকা এবং ছয় পয়সা) টাকা** ১০.০৩.২০২৩ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ।	শ্রী সিন্টু শীল (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতি শ্বেতা পাল (সহ-ঋণগ্রহীতা) স্থাবর সম্পত্তি সমুদয় অংশ বন্ধকদত্ত ভবন এবং জমির পরিমাণ ৩ শতক কম বেশি অবস্থিত মৌজা - কামদেবপুর, জেএল নং ৬৫, খতিয়ান নং ১৮০২, দাগ নং ১৭৭৭, ১৭৭৮ এবং ১৭৭৯, থানা - আমডাঙা, বোদাই গ্রামপঞ্চায়েত অধীন জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পব-৭০০১২৫ চৌহদ্দি সংশ্লিষ্ট মতে : উত্তরে - ২০ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে - খালি জমি, পূর্বে - শম্পা শীলের প্লট, পশ্চিমে - শম্পা শীলের খালি জমি এবং একতলা ভবন স্থায়ী অস্থায়ী ভাবে সংযুক্ত যাবতীয় নির্মাণ সমুদয় সম্পত্তি।

তারিখ : ২৮.০৯.২০২৩
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
ঠিকানা : ৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

সমন/নোটিশ
টি.ও.এ. নং ৮৫৮-২০১৭ সালের
(ও এ -৫২৩/২০১৩ সংযুক্ত)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(সাবেক ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া এবং অন্যান্য)
......দরখাস্তকারী
বনাম
মহ হোসেন
..... বিবাদী

প্রতি
(সিডি ১) মহ হোসেন,
পিতা লাল মহম্মদ, সাকিন গ্রাম - মহব্বতপুর, পো-ভাসাইপাইকর, থানা-সামসেরগঞ্জ,জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২২০২,পশ্চিমবঙ্গ।
যেহেতু, সংশ্লিষ্ট আবেদন নং : **ও.এ. নং ৫২৩-২০১৩** সালের উক্তনাম্নী পক্ষগণের নামে নথিভুক্ত ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২, কলকাতা অধীনে, ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস অব ব্যাঙ্করাপসি আইনের ১৯ ধারা অধীনে।
এবং যেহেতু, উক্ত **ও.এ. নং ৫২৩-২০১৩** সালের স্থানান্তর এবং পুনর্সংখ্যায়িত সংশ্লিষ্ট ট্রাইবুনাল সমীপে **টি.ও.এ. নং ৮৫৮-২০১৭ সালের** হিসেবে অধিক্ষেত্র পরিবর্তন হেতু ডিআরটি -২ থেকে ডিআরটি শিলিগুড়িতে,
এবং যেহেতু, আবেদন নং **আইএ/২০৩/২০২২** সংশোধনের জন্য দাখিলকৃত স্বত্ব পরিবর্তন ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অনুকূলে মঞ্জুর করা হয়েছে উল্লেখ্য এই ট্রাইবুনালের আদেশ তারিখ ২২.০৪.২০২২ অনুযায়ী
আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে অনুমোদিত আইনজীবী বা যথাযথভাবে অনুমোদিত আধিকারিক কর্তৃক হাজির হতে মামলার পরবর্তী প্রক্রিয়া/শুনানির নির্ধারিত **০৪.১০.২০২৩** তারিখে বেলা ১০.৩০ টায় বা অব্যবহিত পরবর্তীতে **মহামান্য ট্রাইবুনাল** সমীপে।
আরও অবগত হোন সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং সময়ে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে আবেদনের শুনানি হবে এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই।
স্বহস্তে ট্রাই বুনালের সিলমোহর প্রদত্ত ২৩ আগস্ট ২০২৩।

ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে
স্বা/-
অ্যাসি. রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৫(১)(এ)]/১৬(৩)
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

কেস নং : ওএ/২৭/২০২৩
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ৫৫৩
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
বনাম
শ্রীমতি পিংকি মাহাতো এবং অন্যান্য
প্রতি
(১) শ্রীমতি পিংকি মাহাতো
স্বামী শ্রী সুমিত মাহাতো, রেজি. অফিস ২৬ দীনবন্ধু লেন (গোরাবাজার), পোস্ট অফিস এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১ ফ্যাক্টরি ঠিকানা ভাকুরি, ঘোষ পাড়া, পোস্ট অফিস - চলহিয়া, থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১
(২) শ্রী সুমিত মাহাতো
পিতা প্রদীপ কুমার মাহাতো বসবাসের ঠিকানা ২৬ দীনবন্ধু লেন (গোরাবাজার), পোস্ট অফিস এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১
(৩) শ্রী দেবনাথ সাহা
পিতা মেঘনাথ সাহা বসবাসের ঠিকানা ২০, গোপাল পাড়া লেন, গোরাবাজার, বহরমপুর, পোস্ট অফিস এবং থানা - বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পিন - ৭৪২১০১
সমন
যেহেতু, ওএ/২৭/২০২৩, **২৫/০৭/২০২৩** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল।
যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **৩৬৪৫৯৯৮.৯৭ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **২৬/০৯/২০২৩** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ : ২৯/০৮/২০২৩।

ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে
স্বা/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল
শিলিগুড়ি

ফর্ম নং ১৪
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ৩৩(২)]
রিকভারি অফিসার-I/II-এর অফিস
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

দাবি নোটিশ
১৯৯৩ সালের ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্ক রাপ্টসি আইনের ধারা ২৫ থেকে ২৮ এবং ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের সেকেন্ড সিডিউল এর রুল ২ অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
RC/79/2023 04/09/2023
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অফ কমার্স)
বনাম
মেসার্স বেনারসি মিউজিয়াম এবং অন্যান্য
প্রতি
(সিডি ১) মেসার্স বেনারসি মিউজিয়াম এবং অন্যান্য
৪২, নেতাজি রোড, পো. খাগড়া, থানা - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ - ৭৪২১০৩
(সিডি ২) শ্রী হেমশংকর ঘোষ
পিতা প্রয়াত সনাতন ঘোষ ৪২, নেতাজি রোড, পো. খাগড়া, থানা - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০৩
(সিডি ৩) শ্রীমতি সবিতা রানি ঘোষ
স্বামী প্রয়াত সনাতন ঘোষ ৪২, নেতাজি রোড, পো. খাগড়া, থানা - বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৪২১০৩
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি কর্তৃক ইস্যুকৃত রিকভারি সার্টিফিকেট **TA/1090/2017** অনুযায়ী পরিমাণ **১৭৪৫১৩৭.০০ টাকা (সতের লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার একশো সাঁয়ত্রিশ টাকা) টাকা** পরবর্তী জরিমানা এবং ভবিষ্যত সুদ ১৬.৭৫ শতাংশ সরল হারে সুদ বার্ষিক **২৫.০৭.২০১২** থেকে সমুদয় শুল্ক **২০০০০ (কুড়ি হাজার টাকা) টাকা** আদায় পর্যন্ত যা আপনাদের দ্বারা বকেয়া রয়েছে (যৌথভাবে এবং সামগ্রিকভাবে/ সম্পূর্ণ/সীমিত)।
২. আপনাদের উল্লিখিত নির্দেশিত পরিমাণ ১৫ দিনের মধ্যে এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে আদায় দিতে অনুরোধ করা হচ্ছে, অন্যথায় ব্যর্থ হলে রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস আইন ১৯৯৩ এবং সংশ্লিষ্ট রুল অধীনে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে।
৩. আপনাদের আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে হলফনামা দ্বারা আপনাদের সম্পত্তির বিস্তারিত পরবর্তী শুনানির তারিখে দাখিল করতে।
৪. আপনাদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট **০৪.১০.২০২৩** তারিখে সকাল ১০.৩০টায় পরবর্তী প্রক্রিয়ার জন্য হাজির হতে।
৫. উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্তে আপনারা আরও যে পরিমাণ আদায়দানে দায়বদ্ধ :
ক) সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট/প্রক্রিয়া শুরুর জন্য প্রেরিত নোটিশ অনুযায়ী আদায়যোগ্য সুদ সংশ্লিষ্ট সময়ের জন্য
খ) সমুদয় শুল্ক, ব্যয়, চার্জ, সংশ্লিষ্ট নোটিশ এবং সতর্ক নোটিশ প্রেরণ এবং অন্যান্য প্রক্রিয়ার জন্য যা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়ের ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিল প্রদত্ত
তারিখ : **০৪.০৯.২০২৩**

স্বা/-
রিকভারি অফিসার
ডিআরটি শিলিগুড়ি, ভারত সরকার
অর্থমন্ত্রক, শিলিগুড়ি - ১

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি
ঠিকানা : ৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেকেন্ড মাইল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি- ৭৩৪০০১, পশ্চিমবঙ্গ

সমন ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলসের রুল ৫ এর সাব রুল (২এ) এবং উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপধারা (৪) সংস্থান অধীনে
সমন/নোটিশ
টি.ও.এ. নং ১১৩৭-২০১৭ সালের
(সংযুক্ত টি.এ. -১৪৮৬/২০১৩)
(সংযুক্ত ও.এ. -১০৮/২০১৩)
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক
(পূর্বতন ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স)
...দরখাস্তকারী
বনাম
মেসার্স মন্ডল স্টোর্স এবং অন্যান্য
....বিবাদীগন

১. মেসার্স মন্ডল স্টোর্স,
একটি অংশীদারি ব্যবসা শ্রী অরবিন্দ মন্ডল ওরফে অরবিন্দু মন্ডল পিতা প্রয়াত অনন্ত মন্ডল, অফিস এবং/বা প্রধান ব্যবসায়িক স্থান সি৩৯,প্রাঙ্গন মার্কেট, বহরমপুর এমএসডি, বহরমপুর-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ,
এবং আরও ঠিকানা
৯, পিলখানা রোড, রানি বাগান, পো. এবং থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ
২. শ্রী অরবিন্দ মন্ডল,
পিতা প্রয়াত অনন্ত মন্ডল, স্বত্বাধিকারী অংশীদারি ব্যবসা মেসার্স মন্ডল স্টোর এবং বসবাসের ঠিকানা এবং অফিস এবং/বা প্রধান ব্যবসায়িক কাজের স্থান সি৩৯, প্রাঙ্গন মার্কেট, বহরমপুর এমএসডি, বহরমপুর- ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ,
এবং আরও ঠিকানা
৯, পিলখানা রোড, রানি বাগান, পো. এবং থানা-বহরমপুর, জেলা-মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১০১, পশ্চিমবঙ্গ
যেহেতু সংশ্লিষ্ট আবেদন নং : **ও.এ. নং ১০৮-২০১৩** সালের সংশ্লিষ্ট উক্তনাম্নী পক্ষগণের নামে নথিভুক্ত ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-২, কলকাতা অধীনে সংশ্লিষ্ট ১৯৯৩ সালের রিকভারি অব ডেটস অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি আইনের ধারা ১৯ অধীনে।
যেহেতু, উক্ত **ও.এ. নং ১০৮-২০১৩** সালের স্থানান্তরিত হয়েছে ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-১, কলকাতা থেকে এবং পুনর্সংখ্যায়িত হয়েছে সংশ্লিষ্ট এই ট্রাইবুনালে **টি.এ. নং ১৪৮৬-২০১৩** অনুযায়ী হিসেবে
যেহেতু, উক্ত **টি.এ. নং ১৪৮৬-২০১৩** স্থানান্তরিত এবং পুনর্সংখ্যায়িত এই ট্রাইবুনালে **টি.ও.এ. নং ১১৩৭-২০১৭** সালের হিসেবে অধিক্ষেত্র পরিবর্তনের কারণে ডিআরটি-১ থেকে ডিআরটি শিলিগুড়িতে
এবং যেহেতু, আবেদন দাখিলকৃত আই এ আবেদন ডে নং ৪৬৬-২০২৩ সালের সংশোধনী ব্যাঙ্কের নাম ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স থেকে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক হিসেবে উল্লেখ্য নির্দেশ ০৫.০৯.২০২৩ তারিখ অনুযায়ী অনুমোদিত।
আপনাদের ব্যক্তিগতভাবে বা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রদত্ত আইনজীবী বা যথাযথভাবে অনুমোদিত আধিকারিক মাধ্যমে মামলার পরবর্তী প্রক্রিয়া/শুনানির নির্ধারিত ০৪.১০.২০২৩ তারিখে বেলা ১০.৩০ টায় বা অব্যবহিত পরবর্তীতে মহামান্য রেজিস্ট্রার সমীপে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে।
অবগত হোন নির্ধারিত তারিখ এবং সময়ে আপনাদের অনুপস্থিতির কারণে আবেদনের শুনানি হবে এবং আপনাদের অনুপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইবুনালের সিলমোহর প্রদত্ত তারিখ ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩।

ট্রাইবুনালের আদেশক্রমে
স্বা/-
অ্যাসি. রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল, শিলিগুড়ি

টাঙন নদীর বাঁধ ভেঙে বানভাসি বিস্তীর্ণ এলাকা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: আচমকা টাঙন নদীর জলের তোরে ভেঙে গেল বাঁধ। আর তারই জেরে গাজোল ব্লকের গোটা চাকনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা নদীর জলে প্লাবিত হয়েছে। সম্পূর্ণভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকাটি। আর এই পরিস্থিতিতে মালদার জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ সহ প্রশাসনের পদস্থ কর্তারা তড়িঘড়ি বন্যায় প্লাবিত চাকনগর গ্রামে নৌকো করে পৌঁছলেন। বন্যায় শতাধিক গ্রামবাসীদের পাশে থেকে খাদ্য সামগ্রী, ত্রিপলসহ নানান সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে দিলেন। এমনকী বন্যায় দুর্গতদের জন্য বসানো হলো বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির। মঙ্গলবার বিকাল থেকে বুধবার বিকাল পর্যন্ত দফায় দফায় গাজোল ব্লকের বন্যা কবলিত চাকননগর এলাকা তদারকি চালিয়ে যান জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

উল্লেখ্য, গত সপ্তাহের শনি এবং রবিবারের একটানা বৃষ্টির জেরেই আচমকা বিভিন্ন নদীর জল বাড়তে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে গাজোল ব্লকের টাঙন নদীর জল বেড়ে যায়। মঙ্গলবার সকালে চাকনগর এলাকায় বাঁধ ভেঙে হু হু করে গ্রামে জল ঢুকতে শুরু করে। কয়েকশো পরিবার বন্যায় প্লাবিত হয়ে পড়েছে। আর তারপরেই দুর্গত মানুষদের পাশে থেকে বাঁধ মেরামতি সহ নানান সহযোগিতার ব্যবস্থা করে দেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা।

চাকনগর এলাকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, বৃষ্টি যেভাবে হয়েছে তাতে বাঁধের মাটি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আচমকায় নদীর এক অংশের বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল ঢুকেছে। তাতে কয়েকশো পরিবার বন্যায় প্লাবিত হয়েছে। গাজোল থেকে সরাসরি চাকনগর গ্রামে যাতায়াতের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নৌকো করেই চলাচল করতে হচ্ছে। তবে প্রশাসনের কর্তারা এসে নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ জানিয়েছেন, আচমকা বাঁধ ভেঙে যাওয়ার কারণেই চাকনগর সহ বেশ কিছু এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এই ঘটনার কথা শোনার পর মঙ্গল এবং বুধবার দফায় দফায় বন্যা প্লাবিত ওই গ্রামে পরিদর্শন করা হয়েছে। দুর্গত মানুষদের সব রকম ভাবে সহযোগিতা করা হচ্ছে। সকলের সুবিধার্থে জন্য একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির বসানো হয়েছে।

জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া জানিয়েছেন, চাকনগর এলাকায় প্লাবনের জেরে চাষি থেকে মৎস্যজীবীদের যে পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তার একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট ব্লক প্রশাসনের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের বাংলা শস্যবিমা যোজনা প্রকল্পের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। মৎস্যজীবীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা করা হবে। ইতিমধ্যে বন্যায় প্লাবিত মানুষদের জন্য সব রকম ত্রাণ বন্টনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্লক প্রশাসনের কর্মীরা চাকনগর এলাকা থেকে সমস্ত সমস্যার তদারকি করছে। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে পুরো এলাকাটি ঘুরে দেখা হয়েছে। টাঙন নদী সংলগ্ন যে এলাকায় বাঁধ ভেঙেছে, তা দ্রুততার সঙ্গে কীভাবে মেরামতি করা যায় সে ব্যাপারেও সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা হয়েছে।

গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন জানিয়েছেন, চাকনগর, বৈরডাঙ্গি সহ বেশ কয়েকটি এলাকার টাঙন নদীর জল ঢুকে পড়ায় চরম দুর্দশা তৈরি হয়েছে। বহু মানুষ ক্ষতির মুখে পড়েছেন। ইতিমধ্যে প্রশাসনের কর্তারা এসে সমস্ত রকম সহযোগিতা শুরু করেছেন।

জমি মাফিয়াদের অন্যায় কাজে বাধার জেরেই খুন পঞ্চায়েত প্রধান

নিজস্ব প্রতিবেদন, রায়গঞ্জ: এলাকার জমি মাফিয়াদের কাজে বাধা দেওয়াতেই পরিকল্পনা করে 'সুপারি কিলার' লাগিয়ে খুন করা হয়েছে পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ রাহিকে। তদন্তে এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে। মঙ্গলবারের খুনের ঘটনায় জড়িত শ্যুটার ও পালানোর কাজে ব্যবহার করা গাড়ির ড্রাইভারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার রাতে সাংবাদিক বৈঠকে জানালেন ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং।

উল্লেখ্য,গত বুধবার উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুরের পাঞ্জিপাড়ায় প্রকাশ্যে দিনে দুপুরে গুলি করে খুন করা হয় পঞ্চায়েত প্রধান মহম্মদ রাহিকে। নিরাপত্তার দাবিতে আন্দোলনে নামে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধিরা। পুলিশ সুপারকে ডেপুটেশনও দেওয়া হয়। এমনকী খুনের ঘটনায় জড়িত মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন তারা। ঘটনার তদন্তে নেমে আগেই কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ মুস্তাফা সহ ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। এই পরিস্থিতিতে তদন্তে গতি এনে জোরদার তল্লাশি অভিযানে নামে পুলিশ। বিভিন্ন সূত্র মারফৎ তথ্য সংগ্রহ করে পুলিশ। তার ভিত্তিতেই এই হত্যা মামলায় আরও ২ জনকে গ্রেপ্তার করে ইসলামপুর পুলিশ।

মঙ্গলবার রাতে সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে ইসলামপুরের পুলিশ সুপার জসপ্রীত সিং জানিয়েছেন, গত ২০ সেপ্টেম্বর পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে গুলি করে খুন করেছিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় আগেই ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবার গ্রেপ্তার করা হল আরও দু'জনকে। ধৃতদের মধ্যে মহম্মদ আলি (২২) নামে মূল অভিযুক্তকে। তার বাড়ি বিহারের ভোজপুর জেলার আরা থানা এলাকায়। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে খুনে জড়িত থাকার অভিযোগ স্বীকার করে সে। এরপরেই তাকে নিয়ে খুনের পুনর্নির্মাণ করে পুলিশ। কাদের নামে একজনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় খুনে ব্যবহৃত বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র সেভেন এমএম পিস্তল ও ৩ রাউণ্ড কার্তুজ। কিষাণগঞ্জ থেকে তল্লাশি চালিয়ে একটি স্করপিও গাড়িও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই গাড়ির চালকের নাম দেবেন্দ্র পাসওয়ান। তার বাড়ি কিশানগঞ্জ শহরে। পুলিশ সুপার আরও জানান এই খুনের মাস্টারমাইন্ড বালিচুকার মহম্মদ মোস্তফা নামে একজন জমি মাফিয়া।

উল্লেখ্য সুধা নদীর একটি জমি বেআইনিভাবে বিক্রি করার জন্য একটি চক্র কাজ করছিল। সেখানে প্রধান বাধা দেন। এসপি বলেন, 'ওই জমির মাফিয়াদের জন্যই এই খুন করা হয়েছে বলে আমরা জানতে পেরেছি। এছাড়া এই ঘটনায় আর কারা কারা জড়িত রয়েছে তাদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশ সক্রিয় রয়েছে, অনেকগুলো তথ্যই আমাদের হাতে এসেছে তদন্তের স্বার্থে এই মুহূর্তে সব বলা সম্ভব নয়।'

সিউড়ি হাটজনবাজার ফ্লাইওভারের অসমাপ্ত কাজ দ্রুত শেষ করার দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভ শহর তৃণমূল কংগ্রেস কমিটির। বুধবার সকাল দশটা থেকে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়, সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায় ও শহর তৃণমূল সভাপতি আবদুল শফি সহ জেলা ও শহর তৃণমূল নেতৃবৃন্দ।

জেলায় প্রথম স্ক্রাবটাইফাসে আক্রান্ত শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, শান্তিপুর: নদিয়ার শান্তিপুরের কাঁসারি পাড়ার বাসিন্দা ১৪ বছরের এক শিশু কিছুদিন আগে জ্বর নিয়ে চিকিৎসক দেখাতে গিয়েছিলেন। তাঁকে চিকিৎসা করেছিলেন শান্তিপুরের চিকিৎসক শিবাজি প্রসাদ কর। পরবর্তীতে তিনি প্রাথমিকভাবে ভেবেছিলেন,হয়তো ডেঙ্গু হতে পারে। তৎক্ষণাৎ তার রক্ত পরীক্ষার জন্য নির্দেশ দেন চিকিৎসক। কিন্তু রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখা যায় ডেঙ্গু তার হয়নি। সন্দেহ হয় চিকিৎসকের, তখন অন্য আর এক বিশেষজ্ঞের সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং আবার রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেখা যায় সেই শিশু স্ক্রাবটাইফাস রোগে আক্রান্ত হয়েছে। এরপরেই তৎক্ষণাৎ ওই শিশুকে শান্তিপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে সেই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসক শিবাজি প্রসাদ করের তত্ত্বাবধানে ওই শিশুর চিকিৎসা চলছে।

এ ব্যাপারে চিকিৎসক শিবাজি প্রসাদ কর জানান, স্ক্রাবটাইফাস একটি এমন রোগ যা একটি বিশেষ পরজীবী পতঙ্গের কামড়ে হয়। তবে নদিয়া জেলায় এই প্রথম স্ক্রাবটাইফাস রোগী তিনি দেখছেন। সচরাচর এই রোগ নদিয়া জেলায় চোখে পড়ে না। এই রোগ বিশেষত উত্তরবঙ্গের দিকে বেশি দেখা যায়। তবে অতি দ্রুত রোগ নির্ণয় করা গিয়েছে বলে চিকিৎসাও অতি দ্রুত শুরু করা গিয়েছে। বর্তমানে ওই শিশুর অবস্থা অনেকটাই স্থিতিশীল, এবং চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছে। তবে ডাক্তারি পরামর্শ মেনে চললে এই রোগ নির্মূল করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক। যদিও এই নিয়ে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই বলেও জানিয়েছেন চিকিৎসক শিবাজি প্রসাদ কর।

রাস্তা মেরামতের দাবিতে ধানের চারা পুঁতে ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: দীর্ঘদিন ধরে গ্রামের দু'দিকে যাতায়াতের রাস্তা বেহাল। তার ফলে ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়েছে জঙ্গলমহলের রানিবাঁধে। প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রাস্তার ওপর ধানের চারা পুঁতে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন জঙ্গলমহলের রানিবাঁধের বাসিন্দারা।

রানিবাঁধের রাজাকাটা পঞ্চায়েতের খেড়াসাই গ্রাম। এই গ্রাম থেকে বাঁকুড়া-রানিবাঁধ রাজ্য সড়ক যাতায়াতের দেড় কিলোমিটার ও অন্যদিকে গ্রাম থেকে রাজাকাটা শিব মন্দির পর্যন্ত যাতায়াতের এক কিলোমিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে কাঁচা ও বেহাল। বেহাল রাস্তা পাকা করার দাবি দীর্ঘদিনের। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বারবার আবেদন নিবেদন করেও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ। তাই বেহাল রাস্তার ওপর ধানের চারা পুঁতে বিক্ষোভ দেখালেন খেড়াসাই গ্রামের বাসিন্দারা।

বাসিন্দাদের অভিযোগ, গ্রামের দু'দিকে যাতায়াতের রাস্তায় গর্ত ও পাথর বেরিয়ে এসেছে। গ্রামে কোনও অ্যাম্বুল্যান্স, ছোট গাড়ি ঢুকতে চায় না। অস্বস্তি চরমসীমায় পৌঁছয় বর্ষাকালে। রাস্তার গর্তে জল জমে কাদার সৃষ্টি হয় ফলে যাতায়াতে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হন স্কুল পড়ুয়া থেকে রোগীরা। রাস্তা দ্রুত ঠিক করার দাবিতে প্রশাসনের পদক্ষেপ জরুরি। তাই ধানের চারা পুঁতে এদিন ক্ষোভ দেখানো হয়েছে বলে দাবি বাসিন্দাদের। এবিষয়ে বাঁকুড়া জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা রানিবাঁধ ব্লক তৃণমূলের সভাপতি চিত্তরঞ্জন মাহাতো জানান, পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে ধাপে ধাপে রাস্তার কাজ হবে। পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ না থাকায় কিছু কিছু রাস্তার কাজ থমকে আছে। তবে দ্রুত ওই গ্রামের রাস্তা তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে বলে তিনি জানান।

পুকুরে নোংরা ফেলার প্রতিবাদ করায় একাদশের ছাত্রীকে মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: ডেঙ্গুর বাড়বাড়ন্ত রুখতে যেখানে রাজ্য সরকার বিভিন্ন রকম কর্মসূচি নিয়েছে, সেখানে এলাকা পরিষ্কার করতে নেমে পড়েছেন সরকারি আধিকারিক থেকে শুরু করে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও। এলাকায় এলাকায় চলছে জঙ্গল পরিষ্কার ও ব্লিচিং ছড়ানোর কাজ। ডেঙ্গু রুখতে কার্যত মাঠে নেমে পড়েছে রাজ্য প্রশাসন। জমা জল এবং নোংরা এলাকা থেকে মশার উপদ্রব যাতে না হয়, তার জন্য বিভিন্ন রকম কর্মসূচি বিভিন্ন জায়গায় দেখা যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে একটি পুকুরে নোংরা ফেলার প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হতে হলেও একাদশ শ্রেণির ছাত্রীকে। ঘটনাটি ঘটেছে রাজাপুর থানার খলিশানি কাছারিবাড়ি এলাকায়। জানা গিয়েছে, খলিশানি কাছারিবাড়ি এলাকায় দাস পরিবারের একটি বিশাল পুকুর রয়েছে। স্থানীয়ভাবে জলের সংকুলান ওখান থেকেই হয়। পুকুরে ছাড়া রয়েছে বিশাল বিশাল মাছও। এই পরিস্থিতিতে পুকুরে ময়লা ফেলে নোংরা করার চেষ্টা হচ্ছে বলে দাবি। আর এই পুকুরেই নোংরা ফেলার প্রতিবাদ করায় আক্রান্ত হতে হয়েছে ওই ছাত্রীকে।

জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাতে অতর্কিতে ওই ছাত্রীর বাড়িতে হামলা চালানো হয় এবং তার পরিবারের সকলকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। আতঙ্কে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় ওই ছাত্রী ও তার পরিবার। আর এই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে এলাকার বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে। ওই ছাত্রীর পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত করা শুরু হয়েছে এবং ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে ওই পরিবারকে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে খলিশানি এলাকায়।

বধূর ঝুলন্ত দেহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ভিন রাজ্য কাজে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। আর এই ঘটনার পিছনে অভিযুক্ত স্বামীর পরকীয়া সম্পর্কে যুক্ত থাকার অভিযোগ উঠেছে। বুধবার সকালে মালদার চাঁচল মহকুমার রতুয়ার গ্রামের বাড়িতে মৃত মহিলার কফিন বন্দিদেহ পৌঁছতেই শোকের ছায়া নেমে আসে। ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত পলাতক বলে জানিয়েছে পুলিশ। মৃত বধূর নাম তোসনারা খাতুন (২৭)। বাড়ি রতুয়া থানার কদমতলী এলাকায়। পাঁচ বছর আগে পাশের গ্রাম হরিপুরের বাসিন্দা ইব্রাহিম শেখের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল তাঁর। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, বিয়ের পর থেকেই বিভিন্ন অজুহাতে তোসানারার ওপর অত্যাচার চালাত স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকেরা। বেশ কিছুদিন আগে ইব্রাহিম শেখ তার স্ত্রী তোসনারাকে সঙ্গে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে কাজে যায়। ২২ সেপ্টেম্বর ওই গৃহবধূর পরিবারের লোকেরা ফোনে জানতে পারে তোসনারার দেহ বেঙ্গালুরুর ভাড়াবাড়িতে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। মৃতের পরিবার সেখানে গিয়ে দেহ পুলিশি সাহায্য নিয়ে মালদার গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসে।মৃতের পরিবারের অভিযোগ, তাঁদের বাড়ির মেয়েকে শ্বাসরোধ করে খুন করার পর ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইব্রাহিম শেখের পরকীয়া সম্পর্ক ছিল। তা নিয়ে কোনও অশান্তির জেরে খুন করা হতে পারে বলে অনুমান।

বিজেপি করায় কর্মীর পটল খেত নষ্ট করার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বিজেপি করার জন্য কর্মীর পটল খেত নষ্ট করার অভিযোগ উঠল। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে, অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গেলেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। বনগাঁ ব্লকের গোপালনগর গঙ্গানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পাঁচপোতা এলাকার ঘটনা। ঘটনার পর ওই পটল খেতের মালিক তথা বিজেপি কর্মী প্রশান্ত কীর্তনীয়া থানার দ্বারস্থ হয়েছেন।

বিজেপি কর্মী প্রশান্ত কীর্তনীয়ার দাবি, চাষের জমিতে এসে দেখতে পান গোড়া থেকে পটল গাছগুলি কাটা রয়েছে। এর আগেও দাদার কাঁকরোল খেত কেটে ফেলা হয়েছিল। পাশাপাশি তিনি এও দাবি করেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে স্থানীয় তৃণমূল নেতারা তাঁকে হুমকি দেন। তাঁরাই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত এমনটাই মনে করছেন প্রশান্তবাবু। এদিন খবর পেয়ে কর্মীর চাষের জমিতে পরিদর্শন করতে গেলেন বনগাঁ উত্তরের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনিয়া।

তিনি দাবি করেন, 'আমাদের কর্মীর পটল খেত রাতের অন্ধকারে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। এর আগেও এই কর্মীর পরিবারের একজনের খেত নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী চাষিদের জন্য এত কিছু করছেন, সেখানে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে কেন, তিনি কোনও পদক্ষেপ করছেন না।' পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া। এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগ নেই, অভিযোগ অস্বীকার করে জানালেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি প্রসেনজিৎ ঘোষ।

নারীপাচার ও বাল্যবিবাহ রুখতে পদক্ষেপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফ্রেজারগঞ্জ: বাল্যবিবাহ ও নারী পাচার সুন্দরবনের দীর্ঘদিনের সমস্যা বলে দাবি। সেই সমস্যা দূর করতে পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নারীপাচার ও বাল্যবিবাহ রুখতে তৈরি করা হয়েছে 'স্বয়ংসিদ্ধা' গ্রুপ। স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই গ্রুপ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের সৌসুনি কো-অপারেটিভ হাইস্কুলে অনুষ্ঠিত হল সচেতনতা শিবির। ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানার উদ্যোগে এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। শিবির থেকে স্কুলের পড়ুয়ারা শপথ নেয়। উপস্থিত ছিলেন ফ্রেজারগঞ্জের ওসি ঋদ্ধি সরকার, পঞ্চায়েত প্রধান মানসী ভট্টাচার্য প্রমুখ।

অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার অপরাধে পেটে লাথি মেরে সন্তান নষ্ট করার চেষ্টা স্বামীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার অপরাধে পেটে লাথি মেরে সন্তান নষ্ট করার চেষ্টা স্বামীর। নির্মম ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের হাড়োয়া থানার সোনাপুকুর-শংকরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুচিয়ামোড়া গ্রামে। অভিযোগের ভিত্তিতে অমানবিক স্বামী মারুফ হোসে কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, আনুমানিক দেড় বছর আগে দেখাশোনা করে কুচিয়ামোড়া গ্রামের বছর ২৭ এর পেশায় মানিব্যাগ কারিগর মারুফ হোসেনের সঙ্গে গোপালপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পুকুরিয়া গ্রামের বিনা খাতুনের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। বিয়ের পর ছবিনা খাতুন জানতে পারে তার স্বামীর আগে একটি বিয়ে হয়েছিল এবং তার একটি সন্তানও রয়েছে। বিষয়টি জানাজানি হতেই ছবিনা খাতুন প্রতিবাদ করে। তখন স্বামী মারুফ হোসেন তাকে শর্ত দেয় কোনরকম ভাবেই অন্তঃসত্ত্বা হওয়া যাবে না। পরবর্তীতে ২২ বছরের ছবিনা খাতুন চার মাসের অন্তঃসত্তা হয়ে পড়েন। আর ঠিক তখনই আপত্তি জানায় স্বামী মারুফ হোসেন, শাশুড়ি মাসুদা বিবি ও শ্বশুর শাখার আলি মোল্লা। এদিন রাতে ছবিনা খাতুনকে বেধড়ক মারধর করে ও তার পেটেও লাথি মারে অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার অপরাধে। খবর পেয়ে দাদা বদরউদ্দিন গাজী এবং মা আমেনা বিবি ছুটে যায় যুবতীর বাড়িতে তাকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু সেখানেই ঘটে বিপত্তি অর্থাৎ অন্তঃসত্ত্বা বধূ তার মা

এবং তার দাদাকে বেধড়ক মারধর করে ঘরের মধ্যে আটকে রাখে। দীর্ঘক্ষণ আটকে থাকার পর স্থানীয় বাসিন্দারা হাড়োয়া থানায় খবর দেয়। পুলিশ এসে তাদের তিনজনকে উদ্ধার করে। তারপর পুলিশের সহযোগিতায় আহত তিনজনকে উদ্ধার করে চিকিৎসা করানো হয় হাড়োয়া গ্রামীণ হাসপাতালে। ইতিমধ্যে স্বামী মারুফ হোসেনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিয়েছে হাড়োয়া থানার পুলিশ। স্বামী মারুফ হোসেন, শাশুড়ি মাসুদা বিবি এবং শ্বশুর শাখার আলী মোল্লার বিরুদ্ধে হাড়োয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে হাড়োয়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

পুজো মণ্ডপের প্রস্তুতি দেখতে আচমকা হাজির চন্দননগর পুলিশ কমিশনার, ডিসি

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: উত্তরপাড়া জিটি রোড সংলগ্ন এলাকায় দুর্গাপুজোর সময় কমটিগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা খতিয়ে একেবারে সরজমিনে খতিয়ে দেখলেন পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি। তাও আবার বাইকে করে।

উত্তরপাড়ার জিটি রোড সংলগ্ন এলাকা খুবই জনবহুল এবং সেখান দিয়ে বড় গাড়ি গেলে রাস্তায় যানজট লেগে যায়। তাই একেবারে অভিনব উপায়ে গাড়ি ছেড়ে বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন খোদ পুলিশ কমিশনার। সঙ্গে ছিলেন ডিসি শ্রীরামপুর অরবিন্দ আনন্দ। কমশিনার মোটর সাইকেলে চড়ে পুজোর নিরাপত্তা দেখতে যাওয়াতে কিছুটা স্তম্ভিত এলাকার মানুষজন।

উল্লেখ্য, দুর্গাপুজোর দিন গোনা শুরু হয়ে গিয়েছে। হুগলি জেলার বড় পুজো কমিটিগুলো পুজোর প্রস্তুতি শুরু করেছে অনেক আগে থেকেই। বৃষ্টির জন্য প্রস্তুতিতে কিছুটা ব্যাঘাত ঘটছে। সময়ে মণ্ডপ শেষ করতে চলছে জোরকদমে কাজ। চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত পি জাভালগি, ডিসি শ্রীরামপুর অরবিন্দ আনন্দকে নিয়ে বুলেট চালিয়ে হঠাৎই হাজির হন উত্তরপাড়ার কয়েকটি পুজো মণ্ডপে। পুজো প্রস্তুতি কেমন, তা বারোয়ারির কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানলেন। দমকল, বিদ্যুৎ দপ্তরের অনুমতির মতো গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর খোঁজ নিলেন। মণ্ডপে যাতে দর্শনার্থীদের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে অসুবিধা না হয়, সেদিকে নজর রাখতে বলেন। কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে রাস্তার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়েছে। পুলিশ কমিশনারকে পেয়ে পুজোর আগে রাস্তা সংস্কারের দাবি জানায় পুজো কমিটিগুলো।

উত্তরপাড়া বলাকা বারোয়ারির কর্মকর্তা বলেন, 'এমনটা আগে দেখিনি যানজট এড়াতে পুলিশ কমিশনার নিজেই বাইক চালিয়ে ঘুরছেন। উত্তরপাড়ার জিটি রোডে এমনিতেই যানজট লেগে থাকে। তারপর রাস্তার অবস্থা শোচনীয় হয়ে আছে। ভিড় সামলাতে কমিশনার যেগুলো বলেছেন, সেগুলো মেনে চলার চেষ্টা করব।' কমিশনারকে তাঁরা জানান, জিটি রোড যাতে সারানো হয়। সিপি বলেছেন, জেলাশাসকের সঙ্গে কথা বলবেন।

ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যালে বসল অডিওমেট্রিক মেশিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ড হারবার: শ্রবণ ক্ষমতা পরীক্ষার জন্য অত্যাধুনিক অডিওমেট্রিক মেশিন বসানো হল ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। চিকিৎসার পরিভাষায় এই মেশিন 'বেরা' নামে পরিচিত। আজ হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের আওতায় এই মেশিনটি আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করা হল। উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপ্যাল উৎপল দাঁ, এমএসভিপি তন্ময়কান্তি পাঁজা সহ ইএনটি বিভাগের অধ্যাপক ও চিকিৎসকরা।

এতদিন এই ধরনের শ্রবণ ক্ষমতা পরীক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। এজন্য বাধ্য হয়েই কলকাতার বড় হাসপাতালে পাঠানো হত শিশু ও রোগীদের। তবে 'বেরা' মেশিন বসানোর ফলে এখন থেকে অতি সহজেই সদ্যোজাত শিশু থেকে বৃদ্ধ যে কোনও ব্যক্তিরই শ্রবণ ক্ষমতা পরীক্ষা করা যাবে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। সদ্যোজাত শিশুকে আগে থেকে এই পরীক্ষা করানো জরুরি। শ্রবণে সমস্যা থাকলে তখন থেকে চিকিৎসা শুরু করতে পারবেন চিকিৎসকরা।

এই বিষয়ে ডায়মন্ড হারবার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ইএনটি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডা. দেবদুলাল চক্রবর্তী বলেন, 'বেরার মাধ্যমে অতি সহজেই শিশুদের শ্রবণ ক্ষমতা সম্বন্ধে জানা যায়। শ্রবণে সমস্যা থাকলে শিশুদের দ্রুত ককলিয়া ইমপ্ল্যান্ট করা সম্ভব হবে।'

ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম পাণ্ডুয়ার ছোট্ট আহানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: বয়স মাত্র ১ বছর দশ মাস, মুখে আধো আধো কথা। আর তাতেই সফল। এই বয়সেই নিজের মেধা দিয়ে 'ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে' নাম তুলল ছোট্ট আহান ইসলাম মোল্লা। তার রেকর্ডটি শিশুদের বইয়ে থাকা অক্ষর, জাতীয় পশু, পাখি, ফুল,২৬ টা ইংলিশ অ্যালফাবেটিক্যাল ইমেজ, ৫টা ফ্রুটস, ৭টি ভেজিটেবল, ৫ অ্যানিমল, ৬টা সাধারণ ফোটোর সঙ্গে ভারতের জাতীয় পতাকা, ১০টি জেনারেল নলেজের উত্তর দিয়ে এই খুদে আজ অসাধারণ হয়ে উঠেছে। এরপরেই পরিবারের মনে ইচ্ছে জাগে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে নাম তোলার। ছোট আহানের পরিবার সেইমতো ক্লিপ পাঠায় এবং সেই ক্লিপিং পাঠানোর পর আসে সুখবর। ২৫ তারিখ সুসংবাদটি মেলে জানায় কর্তৃপক্ষ।

তার নাকি উঠেছে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে। হুগলি জেলার পাণ্ডুয়ার বাসিন্দা আজহারুল ইসলাম মোল্লা ও অঙ্কিতা নাথের ছেলে আহান ইসলাম মোল্লার ছোট থেকেই মার কাছ থেকে পাঠ শুরু হয়। সে এই বয়সেই ছবি দেখে এক নিমেষেই বলে দিতে পারে শিশুদের বইয়ে থাকা পশু, পাখি, সব্জি, ফুল, ফল, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সহ বিভিন্ন জিনিসের নাম। এরপরেই পরিবারের মনে উৎসাহ জাগে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের জন্য এবং সফল হন। ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের শংসাপত্র-সহ মেডেল আসার মেল মারফৎ খবর আসে বাড়িতে। তা দেখেই খুশি পরিবার সহ এলাকার লোকজন।

ছোট্ট আহানের মা অঙ্কিতা নাথ বলেন, 'ছোট থেকেই বইয়ের ছবি দেখতে ভালোবাসে ছেলে। আমার ছেলের সমস্ত পড়াশোনা সংক্রান্ত ভিডিও করে পাঠিয়েছিলাম। তারপর খুশির খবরটা ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের কর্মকর্তারা আমাদের জানায়। আমাদের খুবই ভালো লাগছে।' সবমিলিয়ে একরত্তি আহানের সাফল্যে উচ্ছ্বাসিত স্থানীয় মানুষ।

কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণ, জখম সেনা জওয়ান

শ্রীনগর, ২৭ সেপ্টেম্বর: জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখায় (এলওসি) ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছেন ভারতীয় সেনার এক জওয়ান। বুধবার দুপুরে রজৌরি জেলার নওশেরা সেক্টরে ওই ঘটনা ঘটেছে বলে ভারতীয় সেনার উত্তরাঞ্চলীয় কমান্ডের তরফে জানানো হয়েছে।

সেনা সূত্রের খবর, পাক অধিকৃত কাশ্মীর লাগোয়া ওই অঞ্চলে রুটিন টহলদারির সময় নায়েক ধীরজ কুমার ভুলবশত একটি ‘অ্যান্টি পার্সোনেল মাইন’-এর উপর পা দিয়ে ফেলেন। মাইন ফেটে গুরুতর জখম হত তিনি। সঙ্গী সেনাকর্মীরা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে উধমপুরের কমান্ড হাসপাতালে পাঠান।

নিয়ন্ত্রণেখায় ওই ল্যান্ডমাইন পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিরা বিছিয়েছিল কি না, সে বিষয়ে সেনার তরফে কিছু জানানো হয়নি। নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে পাক অধিকৃত কাশ্মীর থেকে জঙ্গি অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সেনার তরফে নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় ল্যান্ডমাইন পুঁতে রাখা হয়। ভুলবশত তারই কোনও একটিতে পা পড়তে পারে ভারতীয় সেনার ওই জওয়ানের।

মণিপুরে ছাত্রমৃত্যু ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রীকে তোপ খাড়গের

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর: মণিপুর ইস্যুতে ফের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে তোপ দাগল কংগ্রেস। পাহাড়ি রাজ্যে সমস্যা তৈরির জন্য বিজেপিকেই দায়ী করে টুইট করেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তাঁর মতে, ১৪৭ দিন কেটে গেলেও অগ্নিগর্ভ রাজ্যে একবারও সেখানে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করেননি প্রধানমন্ত্রী। মণিপুরের পরিস্থিতি সামলাতে হলে অবিলম্বে রাজ্যের অযোগ্য মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংকে বরখাস্ত করা দরকার। প্রসঙ্গত, ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হতেই প্রকাশ্যে এসেছে মণিপুরের দুই পড়ুয়ার মৃতদেহের ছবি। সেই ঘটনার পরেই টুইট খাড়গের।

কয়েকদিন আগেই রাজ্যে সমস্ত রকম ইন্টারনেট পরিষেবা শুরু করেছে মণিপুর সরকার। তার পরেই নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে দুটি ছবি। প্রথম ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ১৭ ও ২০ বছর বয়সি দুই পড়ুয়া বসে রয়েছে। পরের ছবিতেই তাদের মৃতদেহ দেখা যাচ্ছে। মৃতদেহের পিছনেই অস্ত্র হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুই ব্যক্তি। এই ছবি ভাইরাল হতেই দেশজুড়ে নিন্দার ঝড় ওঠে। দুই পড়ুয়ার মৃত্যু ঘিরে প্রতিবাদে উত্তাল মণিপুর।

এই ছবি প্রকাশ্যে আসার পরের দিনই টুইট করেন খাড়গে। তিনি বলেন, ‘১৪৭ দিন ধরে মণিপুরের মানুষ ভুগছেন কিন্তু প্রধানমন্ত্রী একবারও সেরাজ্যে যাওয়ার সময় পেলেন না। মণিপুরের পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ, সদ্য প্রকাশ্যে আসে একটা ছবি দেখেই সেটা বোঝা যাচ্ছে। অগ্নিগর্ভ রাজ্যটিতে মহিলা ও শিশুদের প্রতি নির্যাতনের ঘটনাকেও হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে।’ খাড়গে আরও বলেন, ‘মণিপুরের মতো সুন্দর রাজ্য আজ যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তার জন্য দায়ী বিজেপি। প্রধানমন্ত্রীর উচিত এই পরিস্থিতি সামাল দিতে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীকে বরখাস্ত করা। আগামী দিনে মণিপুরে অশান্তি এড়ানোর জন্য এটাই প্রথম পদক্ষেপ হওয়া উচিত।’

গুজরাতে রোবটের সঙ্গে আড্ডা দিলেন মোদি

আমদাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর: রোবটের দুনিয়া থেকে ঘুরে এলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রোবটের হাতে চা-ও খেলেন। সেই ছবি পরে সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন তিনি। গুজরাত কাউন্সিল অফ সায়েন্স সিটির রোবটিক্স গ্যালারিতে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর সঙ্গে ছিলেন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেন্দ্র প্যাটেলও। রোবটদের সঙ্গে একাধিক ছবি ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন মোদি। একটি ছবিতে দেখা গিয়েছে, রোবট প্রধানমন্ত্রীকে চা খেতে দিচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে অন্য খাবারও।

ছবিগুলির সঙ্গে মোদি লেখেন, ‘গুজরাত সায়েন্স সিটিতে অসাধারণ রোবটিক্স গ্যালারি। রোবট আমাদের চা-ও পরিবেশন করেছে, সেই ছবিটি দেখতে ভুলবেন না।’ ছবিতেই দেখা গিয়েছে, একটি রোবটের হাতে ধরা রয়েছে থালা। তার এক দিকে রয়েছে চায়ের কাপ। অন্যদিকে রয়েছে দু’টি স্যান্ডউইচ। জলের বোতলও প্রধানমন্ত্রীর দিকে এগিয়ে দিয়েছে যন্ত্রমানব। তার সামনেই বসেছিলেন মোদি এবং ভূপেন্দ্র।

রোবট গ্যালারির বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখেছেন প্রধানমন্ত্রী। কোথাও আবার তাঁকে মোবাইলের ক্যামেরায় ছবি তুলে নিতেও দেখা গিয়েছে। গ্যালারিতে সাজানো রোবট এবং সেই সম্পর্কিত যাবতীয় যন্ত্রপাতি তিনি পরিদর্শন করেছেন। গুজরাতের সায়েন্স সিটিতে এই রোবটিক গ্যালারি নতুন সংযোজন। প্রায় ১১ হাজার বর্গমিটার এলাকা জুড়ে এটি বিস্তৃত। ভাইব্র্যান্ট গুজরাত সামিটের দুই দশক উপলক্ষে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার জন্য গুজরাতে গিয়েছেন মোদি। তিনি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন এই সামিটের সূচনা করেছিলেন। এ ছাড়াও গুজরাতে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন তিনি। গ্রামে গ্রামে ওয়াইফাই পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার মতো প্রকল্পও রয়েছে সেই তালিকায়।

কাবেরী জলবণ্টন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে অনড় কর্নাটক

বেঙ্গালুরু, ২৭ সেপ্টেম্বর: কাবেরী জলবণ্টন নিয়ে বিতর্ক তীব্র হচ্ছে দাক্ষিণাত্যে। তামিলনাড়ুকে ৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে কাবেরী জল নিয়ন্ত্রণ কমিটি। কিন্তু বেঁকে বসেছে কর্নাটক। এবার এই নির্দেশকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছে সিদ্ধারামাইয়ার সরকার।

কংগ্রেসশাসিত কর্নাটককে ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে আগামী ১৮দিন তামিলনাড়ুকে ৩ হাজার কিউসেক জল ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে কাবেরী জল নিয়ন্ত্রণ কমিটি। কিন্তু এই নির্দেশের বিরোধীতা করে শীর্ষ আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধারামাইয়া। মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, ‘আমরা নিয়ন্ত্রক কমিটির নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছি। ইতিমধ্যেই আইনজীবীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে।’

তামিলনাড়ুকে জল ছাড়ার প্রতিবাদে ২৬ সেপ্টেম্বর সকাল ৬টা থেকে সন্ধে ৬টা অবধি বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল কর্নাটকের কৃষক সংগঠন এবং কন্নড়পন্থী একাধিক গোষ্ঠী। মঙ্গলবারের বন্‌ধে কার্যত স্তব্ধ হয়ে যায় বেঙ্গালুরুর পথঘাট। গতকাল এই পরিস্থিতিতে মুখ খোলেন কর্নাটকের উপমুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমার। তাঁর সাফ কথা, তামিলনাড়ুর মানুষ যতটা জল দাবি করছেন তা দেওয়া সম্ভব নয়।

২৬ সেপ্টেম্বরের বন্‌ধের পাশাপাশি ২৯ সেপ্টেম্বর গোটা কর্নাটক বন্‌ধের ডাক দিয়েছেন প্রখ্যাত কন্নড়পন্থী সমাজকর্মী ভাটাল নাগরাজ। কন্নর কৃষক সংগঠনগুলোর

অভিযোগ, তামিলনাড়ুকে বেশি জল দেওয়া হলে তার প্রভাব পড়বে রাজ্যে। চাষবাসের ক্ষতি হবে। সব মিলিয়ে, কর্নাটক ও তামিলনাড়ুর জলের লড়াই তুঙ্গে।

কুড়িয়ে পাওয়া রকেট লঞ্চার বিস্ফোরণে মৃত চার শিশু-সহ ৮

ইসলামাবাদ, ২৭ সেপ্টেম্বর: রকেট লঞ্চারকে পরিত্যক্ত ভেবে খেলার জন্য বাড়িতে নিয়ে আসে বাচ্চারা। সেখানেই আচমকা ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। তাতেই বুধবার সকালে পাকিস্তানের সিন্ধ প্রদেশে মৃত্যু হল ৮ জনের। এদের মধ্যে চারজন শিশু। ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। এলাকায় কোথা থেকে রকেট লঞ্চার এল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সিন্ধ প্রদেশের পুলিশকর্তা রোহিল খোসা জানিয়েছেন, রকেট লঞ্চারে বিস্ফোরণে মৃতরা একই পরিবারের। মৃত্যু হয়েছে চার শিশু, দুই মহিলা এবং একজন পুরুষের। আহতদের নিকটবর্তী কান্ধকোট সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তীব্র উত্তেজনার কারণে এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। সিন্ধের মুখ্যমন্ত্রী মকবুল বকর বিস্ফোরণের বিষয়ে স্থানীয় পুলিশকর্তার রিপোর্ট তলব করেছেন। জাঙ্গি সুবজওয়াই গোথ গ্রামের কোথা থেকে রকেট লঞ্চার এল তার খোঁজ চলছে। ওই এলাকায় অস্ত্রপাচারের কাজ চলছিল কি না। গ্রামে অস্ত্র মজুত করা হচ্ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। এই কাজ কোনও ডাকাত দলের হতে পারে বলে অনুমান পুলিশের। যদিও বিস্তারিত এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। জাঙ্গি গ্রামে অস্ত্রের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছেন তদন্তকারীরা। যাতে করে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা না ঘটে।

রাষ্ট্রসংঘে কানাডাকে তোপ জয়শংকরের

নিউ ইয়র্ক, ২৭ সেপ্টেম্বর: রাষ্ট্রসংঘে এবার সরাসরি কানাডাকে তোপ দাগলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। তিনি বলেন, গত কয়েক বছরে কানাডায় বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির মদতে অপরাধ ঘটেছে। এই সমস্ত অপরাধ আটকাতে ভারত সরকার অনেক তথ্য দিয়ে কানাডাকে সাহায্য করেছে, দুষ্কৃতীদের প্রত্যর্পণের দাবিও জানিয়েছে। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এই বিষয়গুলো নিয়ে মাথা ঘামায়নি কানাডার প্রশাসন।

মঙ্গলবার নাম না করে কানাডাকে বার্তা দিয়েছিলেন বিদেশমন্ত্রী। তবে পরের দিন সোজাসুজি কানাডার নাম করেই কড়া বার্তা দেন জয়শংকর। রাষ্ট্রসংঘের ‘ডিসকাশন অ্যাট কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস’ চলাকালীন বক্তৃতা দিতে গিয়ে বিদেশমন্ত্রী বলেন, ‘গত কয়েক বছরে কানাডায় পরিকল্পিতভাবে অপরাধের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বেড়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদ, উগ্রপন্থার কারণেই এই অপরাধ। কানাডা থেকে কী কী অসামাজিক কার্যকলাপ চলে সেই নিয়ে প্রচুর তথ্য দিয়েছি আমরা। জঙ্গি নেতাদের চিহ্নিত করে প্রত্যর্পণ করতেও অনুরোধ জানানো হয়েছে।’

বিদেশমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক কারণেই ভারতের অনুরোধ উড়িয়ে দিয়েছে কানাডার প্রশাসন। সেই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন ভারত। সেই সঙ্গে কানাডায় বসবাসকারী ভারতীয় কূটনীতিকদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিদেশমন্ত্রী। প্রসঙ্গত, বেশ কয়েকদিন ধরেই আক্রমণের মুখে পড়েছেন ভারতের কূটনীতিকরা। সোশাল মিডিয়ায় তাঁদের প্রাণনাশের হুমকিও দেওয়া হয়েছে। কানাডার রাজনীতিবিদদের মদতে এই হামলা হতে পারে বলেও অনেকের অনুমান। তিনি বলেন, খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে ভারতের হাত রয়েছে কিনা সেই নিয়ে তথ্য পেশ করুক কানাডা। ভারত সরকার সেই তথ্য অবশ্যই বিবেচনা করে দেখবে। প্রসঙ্গত, ভারতের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ আনলেও এখনও কোনও প্রমাণ পেশ করতে পারেনি কানাডা। নিজের দেশের সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সাফ জানান, কানাডার নাগরিক খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের নেপথ্যে ভারতীয়দের হাত থাকতে পারে বলেই সেদেশের তদন্তকারীদের অনুমান। এই দাবির পক্ষে প্রমাণ মিলেছে বলেও জানান কানাডার প্রধানমন্ত্রী। তার পরেই কানাডার বিদেশমন্ত্রী জানিয়ে দেন, কানাডায় নিযুক্ত ভারতীয় কূটনীতিকদের মধ্যে অন্যতম প্রধান এক আধিকারিককে বহিষ্কার করা হয়েছে। কানাডার এহেন অভিযোগের পালটা জবাব দিয়ে কানাডার এক কূটনীতিককে পাঁচদিনের মধ্যে দেশে ফিরতে নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি।

ইউক্রেনের বন্দরনগরী ওডেসায় রুশ বোমায় মৃত ৬

কিয়েভ, ২৭ সেপ্টেম্বর: ফের ইউক্রেনের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দরনগরী ওডেসায় ভয়াবহ আঘাত হানল রাশিয়া। লাগাতার গোলাবর্ষণে প্রাণ হারালেন ৬ জন। একই সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে প্রচুর খাদ্যশস্য। কয়েকদিন ধরেই মস্কোকে কড়া জবাব দিচ্ছে কিয়েভ। এবার তারই পালটা মার দিল পুতিনবাহিনী। সোমবার ওডেসায় রুশ হামলার কথা জানিয়েছেন ইউক্রেনের এক আধিকারিক। এই ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ইউক্রেনের অর্থমন্ত্রী ইউলিয়া স্ভেরেদেনকো এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ‘ফের ভয়াবহ হামলা চালানো হয়েছে ওডেসায়। এর ফলে শস্যভাণ্ডারের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।’ এনিয়ে ওডেসার স্থানীয় গভর্নর ওলেহ কিপার জানিয়েছেন, ‘প্রায় ১০০০ টন খাদ্যশস্যের ক্ষতি হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে দুজনের দেহ উদ্ধার হয়েছে।’ ইউক্রেনের সেনা জানিয়েছে, ১৯টি ইরানীয় শাহেদ ড্রোন ও ১১টি ক্রুজ মিসাইল গুলি করে নামানো হয়েছে। উল্লেখ্য, গত জুলাই মাসে বন্দরনগরী ওডেসা এবং মাইকোলাইভে হামলা চালিয়েছিল রুশ ফৌজ। ৬০,০০০ টন শস্য ধ্বংস হয়েছিল। বিভিন্ন দেশ অভিযোগ জানিয়েছিল, ওডেসায় বোমা ফেলে বিশ্বে শস্য জোগানে আগাত হানছেন পুতিন। তিনি গরিবদের পেটে লাথি মারছেন। সেই ঘটনার মাস দুয়েকের মধ্যেই ফের ওডেসায় হামলা চালালো রাশিয়া। বলে রাখা ভালো, বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ শস্য রপ্তানিকারী দেশ ইউক্রেন থেকে পণ্যের যোগান বন্ধ হয়ে গেলে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে বিশ্ববাজারে। শস্যের দাম লাফিয়ে কয়েক গুণ বেড়ে যায়। সারা বিশ্বে দেখা দিতে পারে খাদ্য সংকট। যুদ্ধে ইউক্রেনকে ভাতে মারার চেষ্টা করছে রাশিয়া।

খলিস্তানি গ্যাংস্টারের খোঁজে

ছয় রাজ্যের ৫০টি জায়গায় এনআইএ হানা

নয়াদিল্লি, ২৭ সেপ্টেম্বর: খলিস্তানি গ্যাংস্টারদের খোঁজে মরিয়া হয়ে উঠেছে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। তারা ছয় রাজ্যের মোট ৫০টি এলাকায় হানা দিয়েছে। গ্যাংস্টারের ঘনিষ্ঠ সন্দেহে এক জনকে আটকও করা হয়েছে।

যে ৫০টি এলাকায় এনআইএ তল্লাশি চালিয়েছে, তার মধ্যে ৩০টি পঞ্জাবেই। এ ছাড়া, রাজস্থানের ১৩টি, হরিয়ানার চারটি, উত্তরাখণ্ডের দু’টি, দিল্লি এবং উত্তরপ্রদেশের একটি করে এলাকায় গিয়েছিলেন তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, পঞ্জাবের ফিরোজপুর থেকে খলিস্তানি গ্যাংস্টার তথা জঙ্গি অর্শ ডালার ঘনিষ্ঠ সন্দেহে এক জনকে আটক করা হয়েছে। চণ্ডীগড়ে নিয়ে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এনআইএ-র তদন্তকারীরা। তাঁর পরিবারের অবশ্য দাবি, যুবক সাধারণ শ্রমিক, যাঁর মাসিক বেতন ১২ হাজার টাকা মাত্র।

খলিস্তানি গ্যাংস্টারদের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের খোঁজেই রাজ্যে রাজ্যে তল্লাশি অভিযান চালায় এনআইএ। এর আগে কেন্দ্রীয় সংস্থা ১৯ জন খলিস্তানি নেতার নামের তালিকা প্রকাশ করেছিল। তাঁরা প্রত্যেকেই ভারত থেকে পালিয়ে ব্রিটেন, আমেরিকা, কানাডা, দুবাই, পাকিস্তানের মতো কোনও না কোনও দেশে আশ্রয় নিয়েছেন। ভারতে তাঁদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হতে পারে।

গত জুন মাসে কানাডায় খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যাকাণ্ডের পর সে দেশের সরকার এর নেপথ্যে ভারতের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো সরাসরি অভিযোগ করেন, নিজ্জর হত্যাকাণ্ডে ভারতীয় ‘এজেন্ট’রা যুক্ত। কানাডার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে নয়াদিল্লি। কড়া সমালোচনাও করা হয়েছে। দিল্লির পাল্টা দাবি, ভারতে নিষিদ্ধ হওয়ার পর খলিস্তানি জঙ্গিরা কানাডায় আশ্রয় নিয়েছেন। এনআইএ ৪৯ জন খলিস্তানি নেতার তালিকাও প্রকাশ করেছিল, যাঁদের অধিকাংশই বর্তমানে কানাডার নাগরিক। খলিস্তানি নেতার হত্যাকে কেন্দ্র করে ভারত-কানাডা সম্পর্কের অবনতির মাঝেই খলিস্তানি সমস্যা নিয়ে নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে এনআইএ।

UTTARPARA-KOTRUNG MUNICIPALITY

e-N.I.Q.No. : UKM/003(e)/ 2023-24 dt. 27-09-2023

1.Supply fitting fixing and Commissioning sensor based flat back urinals (30 Nos.) and removing old flat back urinals at different Building under Uttarpara-Kotrung Municipality. Bid Submission Closing Date – **13.10.2023 up to 5:00 pm**. For Details:-**www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Chairman,
Uttarpara-Kotrung Municipality

Simlapal Gram Panchayat
P.O.- Simlapal, Dist.- Bankura

NIT No.: 05/SGP/2023-24 and vide Memo No.: Sim/163, Date: 26.09.2023

It is here invited e-Tender by the Pradhan, Simlapal Gram Panchayat for 03 no works **(Last Date of Dropping 06.10.2023 at 05:00 PM)** will be available from the office of the undersigned in working days and the website **www.wbtenders.gov.in** / **bankura.gov.in** and one corrigendum for **NIT-04 & 05** total works are 11 instead of 06.

Sd/- Pradhan
Simlapal Gram Panchayat

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist invites Bids for 9 nos T sinking tubewell with **soakpit in Gp area, Bearing Nit nos 72-79 & 81/XVFC-TIED/NIT/MGP/2023 Dated- 27.09.2023.** The Estimated Cost. Of work Excluding Gst & L. Cess is **Rs.170395/- each**. Separate bid is invited for every work. The last date of submission of online Bid is **05/10/2023 upto 11 A.M.** For details please visit to our GP Office.

Sd/-, Pradhan
Madhusudanpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE
BALIA GRAM PANCHAYAT
Under Sagardighi Block, Murshidabad

NIT No.- 11/15th FC (Tied)/ Prodhan/ Balia GP/2023-24, Dt. 26-09-2023.
Document download start date & time- **27-09-2023 18:00 hrs.** Document download end date & time- **06-10-2023 16: hrs.** Bid documents submission start date & time- **27-09-2023.** Last date & time of online submission of techniccal financial bid and time- **06-10-2023 16:00 hrs.**

Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat
Belanagar, Abhoynagar, Nischinda, Howrah-711205

Notice Inviting e-Tender

e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 03 nos. different development work(s) vide **Memo No.: 411/DA-II GP/2023 & NIT No.: WB/HOW/BJPS/DA-II GP/NIT-10/2023, Date: 26.09.2023.** Publishing, Document Download/Sell & Bid Submission Start Date (Online): **26.09.2023 at 06.00 PM.** Bid Submission End Date (Online): **04.10.2023 up to 06.00 PM.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **07.10.2023 at 11.00 AM.** For details visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Durgapur Abhoynagar-II Gram Panchayat

Notice Inviting e-Tender

e-NIT No.: WB/BWN/N-I GP/NIT-18/2023-24, Date: 27.09.2023
e-NIT No.: WB/BWN/N-I GP/NIT-19/2023-24, Date: 27.09.2023

Online Bids are invited for the year 2023-24 from the bonafide contractors for listed works under **15th Finance Commission**. Last Date of Bid Submission: **04.10.2023 up to 01:00 PM.** For details information visit undersigned GP Office.

Sd/-
Pradhan
Nabastha-I Gram Panchayat
Ausha, Nabastha, Purba Bardhaman

OFFICE OF THE
BALIA GRAM PANCHAYAT
Under Sagardighi Block, Murshidabad

Notice inviting e-Tender no:- 10/ 15TH FC(Tied)/ MNB/ Prodhan/ Balia GP/2023-24, Dated- 22/09/2023 Publishing date- **23/09/2023 (10:00pm),** Document download start date and time- **27/09/2023 (18:00hrs),** Document download end date and time- **13/10/2023 (16:00hrs),** Bid submission start date and time **27/09/2023 (18:00hrs),** Last date and time of online submission of technical financial bid and time-**13/10/2023 (16:00hrs),**

BANASHYAMNAGAR GRAM PANCHAYAT
Pathrprtima Block, District South 24 Parganas

ABRIDGED NIT

On behalf of Banashyamnagar Gram Panchayat of Patharpratima Block under south 24 parganas dist. invites bids for Construction of Soak pit **NIT No 333 329 to 332 69 Nos @ 23030/- 4 Nos MOUZA(SBMG FUND) 343 to 349 /BNGP/2023 6 NOS C.C road 1 NOS BFS ROAD 292705.00X6, 293673X1 15CFCG(UNTIED & TIED) 10 NOS new tube well @ Rs- 169461/-NIT No333 to 342/BNGP/2023. NIT dated 27/09/2023.** The Estimated Cost excluding GST & L. Cess. The period of bid submission is **10:00 AM of 27th sept. 2023 to 10:00 AM of 7th October 2023.** For details please visit to **wbtenders.gov.in.**

S/D Pradhan,
Banashyamnagar Gram Panchayat

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

Ramkrishnapur-Borhanpur Gram Panchayat
Vill.- Borhanpur, P.O.- Shukdebpur, P.S.- Bishnupur, Dist.- 24 PGS (S)

Notice Inviting e-Tender

All Applicant are invited from Bonafied Contractor of Agencies vide **NIT No.: 667 & 668.** Other details will be available at **https://wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-, Prodhan
Ramkrishnapur Borhanpur Gram Panchayat

Office of the
Paratal-1 Gram Panchayat
Mohindar, Purba Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

Prodhan, Paratal-1 Gram Panchayat invited e-NIT vide **e-NIT No.: i) 05/SBM & 15th CFC/2023-24, ii) 06/15th CFC/ Untied/2023-24, iii) 07/15th CFC/Tied/2023-24, iv) 08/15th CFC/Tied/2023-24, Date: 26.09.2023** from intending bonafied resourceful contractor. Last Date of Bid Submission: **03.10.2023 at 11:00 AM.** Bid Opening Date: **05.10.2023 at 11:00 AM.** All other information available at **https://wbtenders.gov.in** with **e-Tender ID No.: 2023_ZPHD_578479_1, 2, 3, 4, 5, 2023_ZPHD_578211_1, 2023_ZPHD_578434_1,2 and 2023_ZPHD_579059_1, 2, 3, 4.**

Sd/-
Prodhan
Paratal-I Gram Panchayat

Nasibpur Gram Panchayat
Nasibpur, Singur, Hooghly

Notice Inviting Tender

e-Tenders are being invited from the eligible contractor for execution of different development works vide **Tender Memo No.: 1) NGP/152/2023, 2) NGP/153/2023, 3) NGP/154/2023, 4) NGP/155/2023, 5) NGP/156/2023, Date: 22.09.2023, 6) NGP/157/2023 and 7) NGP/158/2023, Date: 26.09.2023. Fund: SBM.** Bid Submission End Date (Online): **03.10.2023 (For Memo-152 to 156) & 06.10.2023 (For Memo- 157 to 158) up to 06:30 PM.** Date of Opening: **06.10.2023 at 11:30 AM (For Memo- 152 to 156) & 09.10.2023 (For Memo- 157 to 158) up to 10:00 AM.** For details information visit **www.wbtenders.gov.in** & undersigned GP Office.

Sd/-
Prodhan
Nasibpur Gram Panchayat

Howrah Municipal Corporation
Borough-II
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888

e-Tender Notice (1st Call)

E-Tender No.: TN/002/AE/B-II/ 2023-24, Date: 27.09.2023

Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: **wbtenders.gov.in** uploading (online) Start: **04.10.2023 at 06:00 PM**. Submission Closing (Online): **13.10.2023 at 06:00 PM.**

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315

NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-36/23-24 dt. 27-09-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-37/23-24 dt. 27-09-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-38/23-24 dt. 27-09-2023

E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply of Seed Cleaning cum Grading Machine, Sericulture Items at any block of any District of West Bengal & Furniture at Purulia District of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligiblility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**

Last Date for Submission: 10/10/2023 at 16:30 hrs.

Notice Inviting Tender

The E-Bids is hereby invited on behalf of the Chairman, Ashokenagar - Kalyangarh Municipality.
Tender ID:
2023_MAD_579276_1,
2023_MAD_579368_1 to
2023_MAD_579368_3.
Bid Submission End Date:
07-Oct-2023 09:00 AM
for details, please see website at **www.wbtender.gov.in.**

Sd/-
Chairman
Ashokenagar-Kalyangarh Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এএমসি-ইআই-৯-কিয়োসান-২৩, তারিখ ২৭.০৯.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ টেন্ডার নং এসডিএসটিই-এএমসি-ইআই-৯-কিয়োসান-২৩-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিঙ্গল প্যাকেট সিস্টেমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যেটির **বন্ধের তারিখ ২০.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টে।** বিডদাতাগণ কেবলমাত্র বন্ধের তারিখ এবং সময় পর্যন্ত তাঁদের মূল/সংশোধিত বিড জমা করতে পারবেন। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না এবং এইরূপ কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে। **কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিসনের কেএইচএন, এসএএলই, জিজিএলই, আরএসএলআর, বিওআই, পিডিএ, বিটিএনজি, এমওয়াইএম ও এমইউজি স্টেশনে মেসার্স কিয়োসান প্রস্তুত ইলেক্ট্রনিক ইন্টারলকিংয়ের (ইআই) ১ বছরের সামগ্রিক বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ। **বিজ্ঞাপিত মূল্য:** ১,৯৩,৯৭,৪৯৬ টাকা। **বায়নামূল্য:** ২,৪৭,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য :** শূন্য। **টেন্ডার আপলোডের তারিখ/সময় :** ২৭.০৯.২০২৩ সকাল ১১.৫৫ মিনিট। **অফারের বৈধতা :** ১২০ দিন। **কাজ শেষের মেয়াদ :** ১২ মাস। **বিডিং শুরুর তারিখ:** ০৬.১০.২০২৩। **বিডিংয়ের ধরন :** প্রতিটি নির্দিষ্ট আইটেমের জন্য সিঙ্গল রেট। **চুক্তির ধরন :** ওয়ার্কস। **চুক্তির শ্রেণী :** এক্সপেন্ডিচার। **দরের ক্রম :** ন্যূনতম থেকে উচ্চতম। **এক্সপেন্ডিচারের ধরন:** ক্যাপিটাল (ওয়ার্কস)। **আইপিএএস অ্যাকাউন্টিং ইউনিট:** ০২০২-পূর্ব-রেলওয়ে-এইচডব্লুএইচ পূর্ব রেলওয়ে।
(HWH-268/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Howrah Municipal Corporation
Borough-II
43, Jelia Para Lane - 711106
Ph: 033-2665-0888

e-Tender Notice (1st Call)

E-Tender No.: TN/001/AE/B-II/ 2023-24, Date: 27.09.2023

Detail information will be available from the Office of Borough-II HMC. Visit the site: **wbtenders.gov.in** uploading (online) Start: **04.10.2023 at 06:00 PM**. Submission Closing (Online): **13.10.2023 at 06:00 PM.**

Sd/-
Assistant Engineer
Borough-II, H.M.C.

দ্য জুট কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড
(ভারত সরকারের সংস্থা)
কৃষ্ণনগর আঞ্চলিক অফিস, ৫, আর.কে. মিত্র লেন,
পোঃ- কৃষ্ণনগর, জেলা- নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১১০১

রেফা নং- ৩১৫ **টেন্ডার নোটিশ** তারিখ- ২৮-০৯-২৩

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার চাকদহ ব্লক এলাকায় অবস্থিত জুট বেল প্রেস মেশিন সহ গোডাউন/গুদামের মালিকদের কাছ থেকে দুটি বিড সিস্টেম (প্রযুক্তিগত ও আর্থিক) দ্বারা সিল করা দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আগ্রহী দরপত্রদাতা আমাদের আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে **২৮.০৯.২০২৩ থেকে ১৯.১০.২০২৩ পর্যন্ত** সমস্ত কার্যদিবসে **11AM থেকে 03PM** এর মধ্যে টেন্ডার পেতে পারেন। টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৯.১০.২০২৩ এর দুপুর ১২টা পর্যন্ত।** **১৯.১০.২০২৩ তারিখে 02PM** এ টেন্ডার খোলা হবে। অফিসের ওয়েবসাইটেও বিস্তারিত পাওয়া যাবে **www.jutecorp.in**

CBC 41122/12/0014/2324

রোহিতদের হারিয়েই বিশ্বকাপে নামতে চলেছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: রাজকোটে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচ খেলতে নেমেছিল ভারত। প্রথম দু'টি ম্যাচ জিতে নেওয়ায় শেষ ম্যাচের কোনও দাম ছিল না। কিন্তু ভারতের সামনে এই ম্যাচ জিতে ইতিহাস গড়ার সুযোগ ছিল। এর আগে কখনও এক দিনের সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে হোয়াইটওয়াশ করতে পারেনি ভারত। বুধবার জিতলে সেই সুযোগ পেতেন রোহিত শর্মারা। কিন্তু তা হল না। অস্ট্রেলিয়া প্রথমে ব্যাট করে ৩৫২ রান তোলে। ভারত শেষ হয়ে যায় ২৮৬ রানে।

বুধবার ব্যাট হাতে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম চার ব্যাটার রান করেন। তাঁদের দাপটেই ৩৫২ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। ভারতের সেই রান তোলার পথে বাধা হয়ে ওঠেন গ্লেন ম্যাক্সওয়েল। তাঁর বোলিংয়ের দাপটে শেষ ভারত। একাই চার উইকেট নেন তিনি। রোহিত, বিরাটদের উইকেট নেন ম্যাক্সওয়েলই।

টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। রাজকোটের পিচে বরাবরই রান ওঠে। সেই সুবিধাটাই নিতে চেয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। পরিকল্পনা অনুযায়ীই শুরুটা করেছিলেন ডেভিড ওয়ার্নার। যশপ্রীত বুমরা এবং মহম্মদ সিরাজের করা বল বার বার বাউন্ডারিতে পাঠাতে শুরু করেন তিনি। বাধ্য হয়ে মাত্র ৩ ওভার করিয়েই বুমরাকে

সরিয়ে প্রসিদ্ধ কৃষ্ণের হাতে বল তুলে দেন রোহিত। তাতেও থামানো যাচ্ছিল না অস্ট্রেলিয়ার বিধ্বংসী ওপেনারকে। বিশ্বকাপের আগে তাঁর ফর্ম চিন্তায় ফেলতে পারে অনেক দলকেই। ওয়ার্নারকে শেষ পর্যন্ত আউট করেন প্রসিদ্ধ। যদিও ওয়ার্নার নিজের দোষে উইকেট ছুড়ে দেন। প্রসিদ্ধের নির্বিষ বল পিছন দিকে খেলতে গিয়ে তিনি ক্যাচ তুলে দেন উইকেটরক্ষক লোকেশ রাহুলের হাতে। ৫৬ রান করে আউট হন ওয়ার্নার।

শুধু ওয়ার্নার নন, অস্ট্রেলিয়ার অন্য ওপেনার মিচেল মার্শও এ দিন দ্রুত রান তুলছিলেন। ওয়ার্নার আউট হলেও তিনি অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ৯৬ রানের মাথায় আউট হয়ে গেলেন তিনি। ১৩টি চার এবং তিনটি ছক্কা মারেন। কামিন্স এবং স্মিথের অবর্তমানে অস্ট্রেলিয়া দলকে নেতৃত্ব দেওয়া অলরাউন্ডারও বিশ্বকাপের আগে ফর্মে রয়েছেন। কুলদীপ যাদবের বলে ক্যাচ তুলে আউট হন তিনি। ছয় মেরে শতরান করতে গিয়ে আউট হয়ে যান মার্শ।

মার্শ যখন আউট হয়ে সাজঘরে ফিরছেন, তখন ২৮ ওভারে অস্ট্রেলিয়া তুলেছে ২১৫ রান। হাতে থাকা ২২ ওভারে অস্ট্রেলিয়া ৪০০ রান পার করে দেওয়ার মতো খেলছিল। ক্রিজে থাকা স্টিভ স্মিথ এবং মার্নাস লাবুশেন ক্রিজে ছিলেন। স্মিথ ৫০ রান পারও করেছিলেন। কিন্তু তার পরেই ৭৪ রানের মাথায় মহম্মদ সিরাজের বলে এলবিডব্লিউ হয়ে যান। অস্ট্রেলিয়ার রানও আটকে যায়। লাবুশেন ৫৮ বলে ৭২ রান করায় ৩৫০ রান পার করে অস্ট্রেলিয়া। অ্যালেক্স ক্যারি, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল এবং ক্যামেরন গ্রিন রান পাননি। তাঁরা রান পেলে আরও বড় রান করতে পারত অস্ট্রেলিয়া। ভারতের হয়ে তিনটি উইকেট নেন যশপ্রীত বুমরা। দু'টি উইকেট নেন কুলদীপ যাদব। একটি করে উইকেট সিরাজ এবং প্রসিদ্ধের। বুমরা ৩ উইকেট নিলেও ১০ ওভারে ৮১ রান দিয়েছেন। ৯ ওভারে ৬৮ রান দেন সিরাজ। দলের সেরা দুই বোলার প্রায় ১৫০ রান দেওয়ায় বিপদে পড়ে ভারত। এক মাত্র ওয়াশিংটন সুন্দর ১০ ওভারে ৪৮ রান দিয়ে কিছুটা রাশ টেনেছিলেন।

ভাঙল যুবি-রোহিতের রেকর্ড, এশিয়ান গেমসে রানের সুনামি নেপালের

হানঝাউ: মেয়েদের ক্রিকেটে ফলেছে সোনা। হরমনপ্রীত কৌর, তিতাস সাধুরা ক্রিকেট থেকে প্রথম সোনা দিয়েছেন দেশকে। ভারতের ছেলেরাও কি সেই সোনালি ঝলকই দেখাবেন? রিঙ্কু সিংরা মাঠে নেমে পড়ার আগেই এশিয়ান গেমসের ক্রিকেটে রানের ফুলঝুরি। এই প্রথম কোনও আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে উঠল ৩০০র বেশি রান। তৈরি হল দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি ও সেঞ্চুরির রেকর্ডও। হানঝাউয়ের ক্রিকেট মাঠে কার্যত রানের সুনামি তুলল নেপাল । মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে ধুয়ে মুছে গেল এতদিনের বহু রেকর্ড।

টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের ইতিহাসে এতদিন সর্বোচ্চ রান ছিল আফগানিস্তানের। ২০১৯ সালে আয়ারল্যান্ডের বিরুদ্ধে রশিদ খানরা করেছিলেন ২৭৮-৩। সেই রেকর্ড ভেঙে দিয়ে মঙ্গোলিয়ার বিরুদ্ধে নেপাল তুলল ৩১৪-৩। ওই ম্যাচে আফগানিস্তানের ব্যাটাররা মেরেছিলেন মোট ২২টা ছয়। তা ভেঙে দিয়ে ছয়ের নতুন দলগত রেকর্ডও কায়েম হল। মোট ২৬টা ছয় মারলেন নেপালি ক্রিকেটাররা। তার থেকেও বড় তথ্য হল, দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি এবং সেঞ্চুরির রেকর্ডও ভেঙে চুরমার হয়ে গেল রানের সুনামিতে।

মাত্র ৯ বলে হাফসেঞ্চুরি করলেন দীপেন্দ্র সিং আইরি। এর

আগে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরির রেকর্ড দখলে ছিল ভারতের যুবরাজ সিংয়ের। ২০০৭ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১২ বলে ফিফটি করেছিলেন যুবি। স্টুয়ার্ট ব্রডকে ছ'বলে ছ'টা ছয় মেরেছিলেন। ১০ বল খেলে নট আউট ৫২ করেন দীপেন্দ্র। যার মধ্যে ৮টা বল সরাসরি পাঠিয়েছেন গ্যালারিতে। দীপেন্দ্রর স্ট্রাইক রেট ৫২০। যা টি-টোয়েন্টি ইতিহাসে আর কেউ কোনও ইনিংসে করে দেখাতে পারেননি। এতেই শেষ নয়, নেপালের কুশল মাল্ল টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম সেঞ্চুরিও করে ফেললেন। মাত্র ৩৪ বল নিয়েছেন ১০০ পার করতে। ৫০ বল খেলে শেষ পর্যন্ত ১৩৭ করে যান কুশল। ভারতের ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা ও দক্ষিণ আফ্রিকার ডেভিড মিলারের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন তিনি। রোহিত ও মিলার ৩৫ বলে সেঞ্চুরি করেছিলেন। মঙ্গোলিয়ার বোলিং যে একেবারেই ভালো ছিল না, নেপালের বিধ্বংসী ম্যাচই তার প্রমাণ। ব্যাট হাতে একাধিক রেকর্ড তছনছ করার পর বল হাতে সফল নেপালিরা। ম্যাচ জেতার জন্য মঙ্গোলিয়ার টার্গেট ছিল ৩১৫। মাত্র ৪১ রানে শেষ হয়ে যায় তারা। ২৭৩ রানে জিতল নেপাল। যা আবার টি-টোয়েন্টির ইতিহাসে সবচেয়ে বড় জয়।

সিঙ্গাপুরকে ১৩ গোলে উড়িয়ে হকিতে যাত্রা শুরু সঙ্গীতাদের

হানঝাউ: এশিয়ান গেমসের হকিতে দুরন্ত শুরু করেছে হরমনপ্রীত সিংয়ের টিম। পর পর দু'ম্যাচে গোলের বন্যা বইয়ে দিয়েছে ভারতের ছেলেরা। সুশীল চানু, সঙ্গীতা কুমারীরাও শুরু করলেন দুরন্ত ছন্দে। আক্রমণের ঝাঁঝ, চূড়ান্ত তালমেল, বিপক্ষের বক্সে বারবার হানা দেওয়া, দুটো প্রান্তকে কাজে লাগানো; প্রথম ম্যাচেই পরিণতবোধ দেখাল সবিতার টিম। যে দলকে একদিন আগে ১৬-১ গোলে হারিয়েছেন ললিত-অভিষেকরা, সেই সিঙ্গাপুরের মেয়েদের ১৩-০ উড়িয়ে দিলেন মনিকা-নেহা-দীপিকারা। দু'দিন পর মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচ। তার আগে নিশ্চিত ভাবেই আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নিলেন ভারতের মেয়েরা।

হালফিলে ছেলে-মেয়ে দুই টিমেরই খেলার ধরণ অনেক পাল্টে গিয়েছে। আগের তুলনায় অনেক বেশি আগ্রাসী। পেনাল্টি কর্নার কাজে লাগাচ্ছেন প্লেয়াররা। ছেলেদের মতো মেয়েদের টিমও সেই ঝলকই দেখাল। প্রথম কোয়ার্টারেই ৫-০ এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। ৬ মিনিটের মাথায় উদিতা খোলেন ভারতের গোলের খাতা। পরের ৮ মিনিটে আরও চার গোল। সুশীলা চানু, দীপিকা ১১ ও ১৪ মিনিটে দুটো গোল করেন। ১৪ মিনিটে জোড়া গোল নভনীত কৌরের। দ্বিতীয় কোয়ার্টারেও আগ্রাসী ছিল ভারত। ৩ গোল

আসে। দীপ গ্রেস এক্কা, নেহা ও সঙ্গীতা গোল করেন। ম্যাচে হ্যাটট্রিকও করেছেন সঙ্গীতা। ২৩ মিনিটে প্রথম গোল পাওয়ার পর ৪৭ ও ৫৩ মিনিটেও গোল করেন তিনি। ভারতের হয়ে আরও ২ গোল মনিকা ও কাতারিয়ার। শুরুটা কিন্তু চমৎকার করেছেন ভারতের মেয়েরা। সবচেয়ে বড় কথা হল, বড় ব্যবধানে জয় টিমের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয় অনেকখানি। পরের ম্যাচ জেতার রদসও মেলে।

১৯৮২ সালের এশিয়ান গেমসে প্রথমবার শুরু হয়েছিল মেয়েদের হকি। তাতে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। কিন্তু এর পর আর সোনা আসেনি। গতবার জাকার্তা এশিয়ান গেমসে সোনার কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিলেন ভারতের মেয়েরা। শেষ পর্যন্ত জাপানের কাছে হারতে হয়। ১-২ গোলে। ৪১ বছরের সোনার খরা কি কাটবে এ বার চিনে? সেই প্রশ্নের খোঁজেই বাকি ম্যাচে নামবে সবিতার টিম।

বিশ্বরেকর্ড ভেঙে নজির, এশিয়ান গেমসে প্রথম ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জয় সিফটের

নিজস্ব প্রতিনিধি: সোনার মেয়েরা দেশকে সোনায় ভরিয়ে দিচ্ছেন। বুধবার সকালে শ্যুটিংয়ে প্রথম সোনার পর দ্বিতীয় সোনাও এল শ্যুটিংয় থেকেই। পাশাপাশি সিফট কউর সামরা এদিন সোনা জিতে দেশের হয়ে এবারের এশিয়ান গেমসে প্রথম ব্যক্তিগত সোনা জিতলেন। মহিলাদের ৫০ মিটার রাইফেল ৩ পজিশনে রেকর্ড গড়ে জিতলেন সোনার মেডেল সিফট বিশ্বরেকর্ড একেবারে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেন এশিয়ান গেমসের বহু বছরের রেকর্ডও শিফটের গুলির তোড়ে উড়ে যায় ২২ বছরের মহিলা শ্যুটার এদিন মোট স্কোর ৪৬৯.৬ করেন মোট ১৫ শটে তিনি নেলিং, প্রোন ও স্ট্যান্ডিং পজিশনে কামাল করে দেন এর আগের বিশ্বরেকর্ড ছিস সেনয়েড ম্যাকলনটোশের দখলে বাকুতে তিনি রেকর্ড করেছিলেন এদিন সিফট তাঁর চেয়ে ২.৬ বেশি স্কোর করেন এদিকে এরই মধ্যে সেলিংয়ে পুরুষদের বিভাগে ডিঙি নৌকা বিভাগে আইএলসিসেভেন -এ ব্রোঞ্জ জিতেছেন বুধবার সকাল সকাল চমৎকার খবর ভারতের মেডেল ট্যালিতে ফের একটি সোনার মেডেল এবার এল মহিলাদের ২৫ মিটার পিস্তল টিম ইভেন্টে চিনের হাংঝাউতে এশিয়ান গেমসে সোনার পদক পেলেন মানু ভাকর, এষা সিং এবং রিদম সাংওয়ান ভারতীয় ত্রয়ী নিঁখুত লক্ষ্যে গুলি চালিয়েছেন মানু, এষা এবং রিদম মোট ১৭৫৯ পয়েন্ট পেয়ে পোডিয়াম ফিনিশ করেছেন এশিয়ান গেমসে এই তিন কন্যা দেশকে চতুর্থ স্বর্ণপদক এনে দিলেন

উত্তেজনাপূর্ণ টানটান ম্যাচে মানুও শেষের দ্রুত-ফায়ার সিরিজটি ৯৮ স্কোর করেন শেষ করার পর ভারতীয় দল শীর্ষে ছিলেন।

মরশুমের শুরুর দিকে ডার্বি হার। সেই প্রথম এবং শেষ ধাক্কা। তার পর থেকে মোহনবাগান যেন অপ্রতিরোধ্য, অজেয়ো। আইএসএলের প্রথম ম্যাচে পাঞ্জাব এফসিকে ৩-১ গোলে উড়িয়ে দেওয়ার পর দ্বিতীয় ম্যাচেও বেঙ্গালুরু এফসির বিরুদ্ধে জয়ডঙ্কা বাজালেন হুগো বুমোস, লিস্টন কোলাসোরা। সুনীলহীন বেঙ্গালুরু এফসিকে মোহনবাগান হারাল ১-০ গোলে। সবুজ-মেরুনের হয়ে একমাত্র গোলটি করলেন হুগো বুমোস।

স্টিমাচকে নিয়ে টানাটানি ভারত-বসনিয়ার! সুনীলদের কোচের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়ান গেমস চলাকালীনই জাতীয় দলের কোচ ইগর স্টিমাচের ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। স্টিমাচ আর কতদিন ভারতীয় দলের কোচ থাকবেন, সেটাই এখন সংশয়ে। শোনা যাচ্ছে, স্টিমাচকে জাতীয় দলের কোচ করতে আগ্রহী বসনিয়া। যা সুনীলদের হেডস্যারের কাছে ইউরোপের প্রথম সারিতে প্রত্যাবর্তনের লোভনীয় সুযোগ হতে পারে।

'মেরিডিয়ান স্পোর্ট' নামক বসনিয়ার এক সংবাদমাধ্যমের খবর, ইগর স্টিমাচ এবং প্রাক্তন সার্বিয়া ফরওয়ার্ড সাভো মিলোসেভিচকে বসনিয়ার কোচ করার জন্য প্রাথমিক ভাবে শর্টলিস্ট করা হয়েছে। যদিও ইগরের সঙ্গে বসনিয়া এখনও যোগাযোগ করেছে কিনা, সেটা স্পষ্ট নয়। আবার স্টিমাচ নিজেও এ বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। বৃহস্পতিবার সৌদি আরবের বিরুদ্ধে এশিয়ান গেমসের রাউন্ড অফ সিক্সটিনের ম্যাচ খেলবে স্টিমাচের দল। তিনি শুধু সেই ম্যাচ নিয়েই ভাবছেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন সংবাদমাধ্যমকে। কোচের নীরবতা জল্পনা আরও বাড়াচ্ছে।

যদিও এআইএফএফ ইগর স্টিমাচকে কোচের পদে রেখে দিতে চাইছে বলেই খবর। এক

সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, মায়ানমার ম্যাচের আগেই ইগর স্টিমাচকে চুক্তিবৃদ্ধির জন্য মেইল পাঠিয়েছে সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। এশিয়ান গেমসের পর ভারতীয় দল দেশে ফিরলে ফেডারেশনের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন স্টিমাচ। ফেডারেশন চাইছে অন্তত এশিয়ান কাপ পর্যন্ত স্টিমাচকে চুক্তিবদ্ধ করতে। শোনা যাচ্ছে, ইগরও চান তাঁর ভবিষ্যৎ দ্রুত ঠিক করে ফেলতে। হয় তিনি বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের আগেই নতুন চুক্তি সই করে ফেলবেন, নাহলে ভারতীয় দল অন্য কোনও কোচকে নিয়ে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের যাত্রা শুরু করুক। ইদানিং ফুটবলার ছাড়া, জাতীয় শিবিরের সময়সীমা নিয়ে ফেডারেশনের সঙ্গে একাধিক বার প্রকাশ্যে কলহে জড়িয়েছেন জাতীয় দলের কোচ। এই পরিস্থিতিতে আদৌ চুক্তির নবীকরণ তিনি করবেন কিনা, করলেও কী কী শর্ত দেবেন, সেসব নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

ক্রিকেটারদের সামনে মাথা নত পাকিস্তান বোর্ডের! বিশ্বকাপের আগে 'জিতলেন' বাবররা'

নিজস্ব প্রতিনিধি: এশিয়া কাপের আগে থেকেই ঠান্ডা লড়াই চলছিল পাকিস্তান ক্রিকেটে। টিমের উপর নানা শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদির মতো সিনিয়র প্লেয়ারদের অনেকেই তা মেনে নিতে পারেননি। বিদেশি লিগে খেলা নিয়ে শর্ত দিয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। সরাসরি এই বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ক্রিকেটাররা। যদিও ক্রিকেটের উপর যাতে প্রভাব না পড়ে সেদিকেও নজরে রেখে ছিলেন বাবররা। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজ খেলেন। জেতেনও। এশিয়া কাপেও খেলেন। এ বার সামনে বিশ্বকাপ। ঠান্ডা লড়াই যদিও চলছিল।

পাকিস্তান প্লেয়াররা পাল্টা দাবি করেছিলেন, আইসিসির থেকে বোর্ড যে লভ্যাংশ পায়, সেখান থেকে

তাঁদেরও একটা অংশ দিতে হবে। এই দাবিতে অটল ছিলেন পাকিস্তানের সিনিয়র ক্রিকেটাররা। আর্থিক কারণেই বিদেশের লিগে খেলছিলেন পাক ক্রিকেটাররা। আবু ধাবি টি২০ লিগে বেশ কয়েকজন প্লেয়ার সই করেন। এর জেরেই নানা শর্ত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে বোর্ড। তবে ক্রিকেটারদের দাবির সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হল।

এশিয়া কাপের সময়ই পাকিস্তান ক্রিকেট ম্যানেজমেন্ট কমিটির প্রধান জাকা আশরফ মিটিং করেছিলেন বাবর আজমদের সঙ্গে। নানা ভাবে এই সমস্যার সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেছিলেন। তাতে অবশ্য সমস্যা মেটেনি। গত চার মাস বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তি ছাড়াই খেলছিলেন পাক ক্রিকেটাররা। বিদ্রোহের প্রভাব যাতে বিশ্বকাপে না পড়ে, নড়েচড়ে বসতে বাধ্য হয় পাকিস্তান বোর্ড। ভারতে রওনা হওয়ার আগে বাবর আজমদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন জাকা আশরফ। মধ্যস্থতা করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা প্রধান নির্বাচক ইনজামাম উল হক। অনেক দরকষাকষির পর সুরাহা হয়েছে বলেই খবর। বাবর আজমরা নতুন চুক্তিতে সই করার ব্যাপারে কথা দিয়েছেন। তবে বিশ্বকাপ থেকে ফিরেই এই চুক্তি হবে। নতুন চুক্তি অনুযায়ী, বাবর আজম, শাহিন আফ্রিদি, মহম্মদ রিজওয়ানের মতো সিনিয়র প্লেয়াররা এ ক্যাটেগরিতে থাকবেন। তাঁরা মাসে পাবেন ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৪ লক্ষ টাকা। আইসিসির লভ্যাংশ থেকে ৩ শতাংশ পাবেন ক্রিকেটাররা। তবে প্রতি ক্রিকেটারের থেকে মোট আয়ের ১০ শতাংশ ট্যাক্সও কাটা হবে।

সোনার পর পিস্তল শুটিংয়ে রুপো অষ্টাদশী এষার

হানঝাউ: ভারতীয় অ্যাথলিটরা চলতি এশিয়াডে একের পর এক পদক জিতে চলেছেন। আজ, বুধবার সকাল থেকে শুটিংয়ে একের পর এক সোনা-রুপো-ব্রোঞ্জ এসেই চলেছে। চলতি এশিয়ান গেমসে মেয়েদের ২৫ মিটার পিস্তল শুটিংয়ের টিম ইভেন্ট থেকে সোনা জেতার পর এ বার ব্যক্তিগত বিভাগে রুপো পেলেন ভারতের এষা সিং। অষ্টাদশী এষা মেয়েদের ২৫ মিটার পিস্তল শুটিং ফাইনালে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে শেষ করেন। এই ইভেন্টের ফাইনালে পদক জয়ের অন্যতম দাবিদার ছিলেন ভারতীয় অলিম্পিয়ান মানু ভাকের। কিন্তু ফাইনালে তিনি হতাশ করেছেন। ২১ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে শেষ করেন মানু।

এশিয়াডে মেয়েদের ব্যক্তিগত বিভাগের ২৫ মিটার পিস্তল শুটিংয়ে সোনা জিতেছেন চিনের লিউ রুই। ফাইনালে ৩৮ পয়েন্ট

অর্জন করে তিনি নয়া গেমস রেকর্ড গড়েছেন। তাঁর থেকে ৪ পয়েন্ট কম অর্জন করে রুপো পেলেন ভারতের ১৮ বছর বয়সী শুটার এষা সিং। কোরিয়ার ইয়াং জিন ২৯ পয়েন্ট অর্জন করে ব্রোঞ্জ পেয়েছেন। ২৫ মিটার পিস্তল শুটিংয়ের ফাইনালে এষা শুরুটা ধীরে করেছিলেন। কিন্তু পরের দিকে তিনি আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হননি। এষার রুপো এ বারের এশিয়ান গেমসে শুটিং থেকে পাওয়া ১১তম পদক। ভারত ইতিমধ্যে জাকার্তা গেমসের পদক সংখ্যা ছাড়িয়ে গিয়েছে। কারণ ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসে শুটিং থেকে ৯টি পদক পেয়েছিলেন ভারতের শুটাররা।

উল্লেখ্য, এষা সিং ২০১৪ সালে শুটিং শুরু করেন। ২০১৫ সালে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল বিভাগে তেলেঙ্গানা রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হন। কেরলের তিরুবনন্তপুরমে জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ইভেন্টে এষা কমনওয়েলথ গেমস এবং যুব অলিম্পিকের সোনাজয়ী মানু ভাকের এবং একাধিক পদক জয়ী হিনা সিধুকে ৬২তম হারান। মাত্র ১৩ বছর বয়সে সিনিয়র বিভাগে সর্বকণিষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন হন এষা।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**